বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.rthd.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

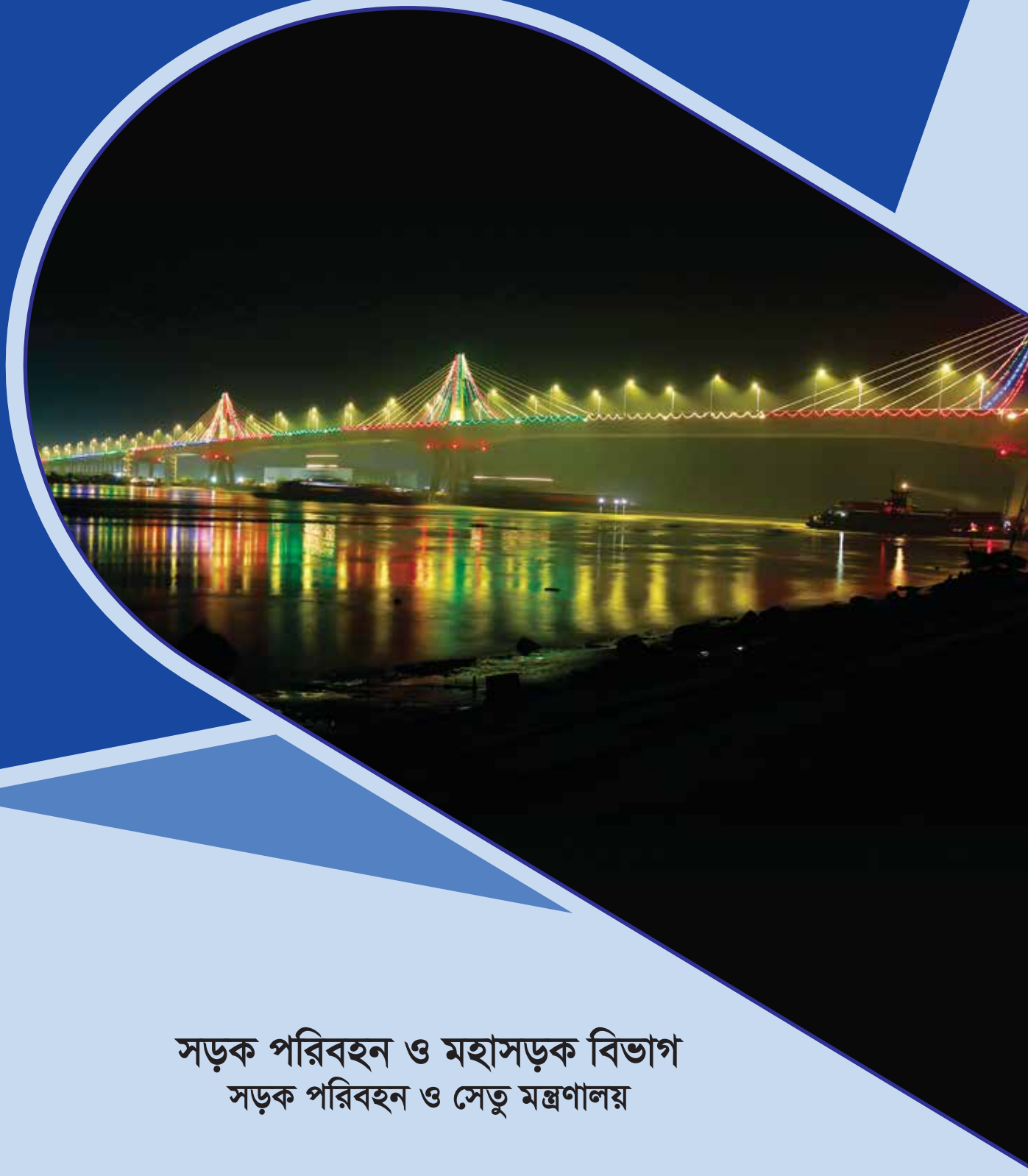

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব-আহবায়ক
মোঃ মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব-সদস্য
সুলতানা ইয়াসমীন, যুগ্মসচিব-সদস্য
মোস্তাইন বিল্লাহ, উপসচিব-সদস্য
ফারজানা জেস্‌মিন, উপসচিব-সদস্য
নীলিমা আফরোজ, উপসচিব-সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর আওতাধীন
সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানী

প্রকাশনায়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২

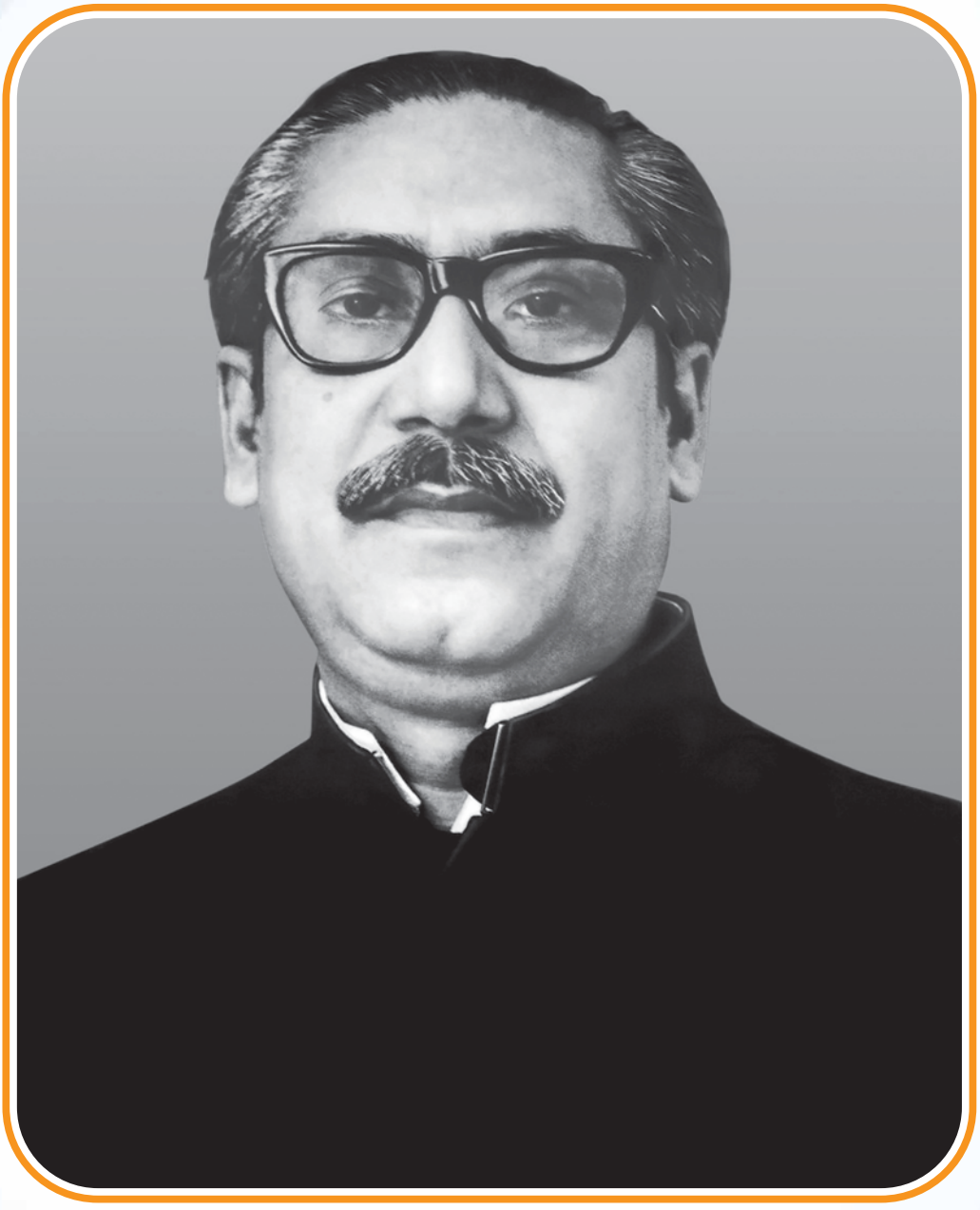

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বার্ষিক প্রতিবেদন একবছরের গৃহীত, বাস্তবায়িত এবং পরিকল্পনাধীন কার্যক্রমের প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম প্রকাশ পায়। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অর্জনের সোনালী দিগন্তে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা জোরদারের পাশাপাশি গণপরিবহনের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগের অধিনস্থ প্রতিটি দপ্তর ও সংস্থা নিরলস কাজ করছে।

একটি উন্নয়ন-বান্ধব সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা শেখ হাসিনা সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন এবং অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রায় যোগাযোগ অবকাঠামো প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। সেজন্য এ বিভাগ পর্যায়ক্রমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কসমূহ ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৭১৭.৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা জাতীয় মহাসড়কসমূহ। বর্তমানে ৬৭৩.৪৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক, ২০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক এবং সিলেট হতে তামাবিল পর্যন্ত আরো ৫৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ইত্যাদি। এছাড়া পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতির মাধ্যমেও দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহাসড়ক অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে মহেশখালীস্থ মাতারবাড়ী বন্দর এবং পায়রা বন্দর নির্মাণের পাশাপাশি বন্দরসমূহের সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহাসড়কের পাশে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান মেয়াদে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন মহাসড়কে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত ৩ মিটার সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং ২১ হাজার ২ শত ৬৭ মিটার কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত সেতুসমূহের মধ্যে ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু), বরিশালে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, লালমনিরহাটে তিস্তা সেতু, গোপালগঞ্জে শেখ লুৎফর রহমান সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ২য় কাঁচপুর সেতু, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু, মাদারীপুরে ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আচমত আলী খান সেতু, পটুয়াখালীতে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল সেতু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর নির্মিত 'পায়রা সেতু' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১০-লেন বিশিষ্ট টংগী সেতু নির্মাণ, দিঘলিয়া (রেলগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর সেতুর নির্মাণসহ ছোট বড় সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ৬২টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে পায়রা সেতু নির্মাণ, রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ, সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়নসহ ৩৪টি প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ঢাকা বাইপাস নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর সেতু নির্মাণসহ ২৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যান্য ১০টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গণপরিবহনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বিআরটিসি'র বহরে বাস ও ট্রাকের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। এগিয়ে চলেছে মেট্রোরেল রুট-৬ এর নির্মাণ কাজ। ইতোমধ্যে মহানগরীতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি মেট্রোরেল রুট নির্মাণের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পুরোদমে শুরু হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের কাজ। বিআরটিসি'র আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অবসরে যাওয়া কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

আমাদের এখন দুটি অগ্রাধিকার। একটি হচ্ছে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অংশিজনদের মাঝে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা, অপরটি হচ্ছে সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে গুণগত মানের সুরক্ষা। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের যথাযথ এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টিকে আমরা এখন প্রাধান্য দিচ্ছি।

করোনাসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এ সাফল্যে আমি এ বিভাগসহ মাঠপর্যায়ে কর্মরত অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পর্কে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকারী কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন আনয়নে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিগণ এ বিভাগের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে অবিহিত হতে পারবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ৪৭টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৭৮.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১০৮.৩৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১২৩.২৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১২৪৬.০২ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ৮৪৮.৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৭৪৬.৬৮ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতীকরণ, ১১৯টি সেতু ও ১০৩৮টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কে শৃঙ্খলা আনয়ন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন লোকসানের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিসি ৪৪.৬৩ কোটি টাকা অপরেটিং মুনাফা করেছে। ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিআরটিসি'র ৫০টি বাসের সমন্বয়ে বাস রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত পরিবহন সেবা প্রবর্তন করেছে।

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ৫টি MRT Line এর কাজ চলমান আছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে সিএনজি চালিত এবং ইলেক্ট্রিক ভেহিকল নতুন মডেলের বাস বিআরটিসি বহরে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ পর্যন্ত (পাতাল ও উড়াল) MRT-Line-1 এর নির্মাণ কাজ শিঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি-কে সামনে রেখে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দূর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিভাগ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে দৃঢ় প্রত্যয়ী। টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী সড়ক পরিবহন এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন নগর পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে মর্মে আমার বিশ্বাস। সর্বশেষে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে যথাসময়ে প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার কাজটি সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী

সূচিপত্র

১৫ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)

৫১ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

৬৯ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

৯১ ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)

৯৭ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

১২৯ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১৪৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্বাহী সারসংক্ষেপ		১৭
২.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিচিতি		১৯
৩.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো		২০
৪.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যাবলি		২২
৫.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জনসমূহ		
	৫.১	প্রশাসনিক কার্যক্রম	২৩
	৫.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২৬
	৫.৩	প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/প্রবিধানমালা	২৮
	৫.৪	গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন	২৯
	৫.৫	রাজস্ব আয়	৩০
	৫.৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০
	৫.৭	ডিজিটাল কার্যক্রম	৩০
৬.০	আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক		৩৫
৭.০	এসডিজি অর্জন		৩৭
৮.০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান করার জন্য এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা		৪০
৯.০	উত্তম চর্চা		৪১
১০.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সচিবালয় অংশ এর ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী		৪২
১১.০	অনুদান		৪৩
১২.০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন		৪৩
১৩.০	বিনোদন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মকান্ড		৪৪
১৪.০	২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা ও দাপ্তরিক ফোন নম্বর		৪৯
১৫.০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম		
	১৫.১	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৫১
	১৫.২	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৬৯
	১৫.৩	ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)	৯১
	১৫.৪	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	৯৭
	১৫.৫	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১২৯
	১৫.৬	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)	১৪৩
১৬.০	চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম		২৩৯

বিআরটিএ

বিআরটিসি

আরটিএইচডি

ঢাকা বিআরটি

সওজ অধিদপ্তর

ডিএমটিসিএল

ডিটিসিএ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(আরটিএইচডি)

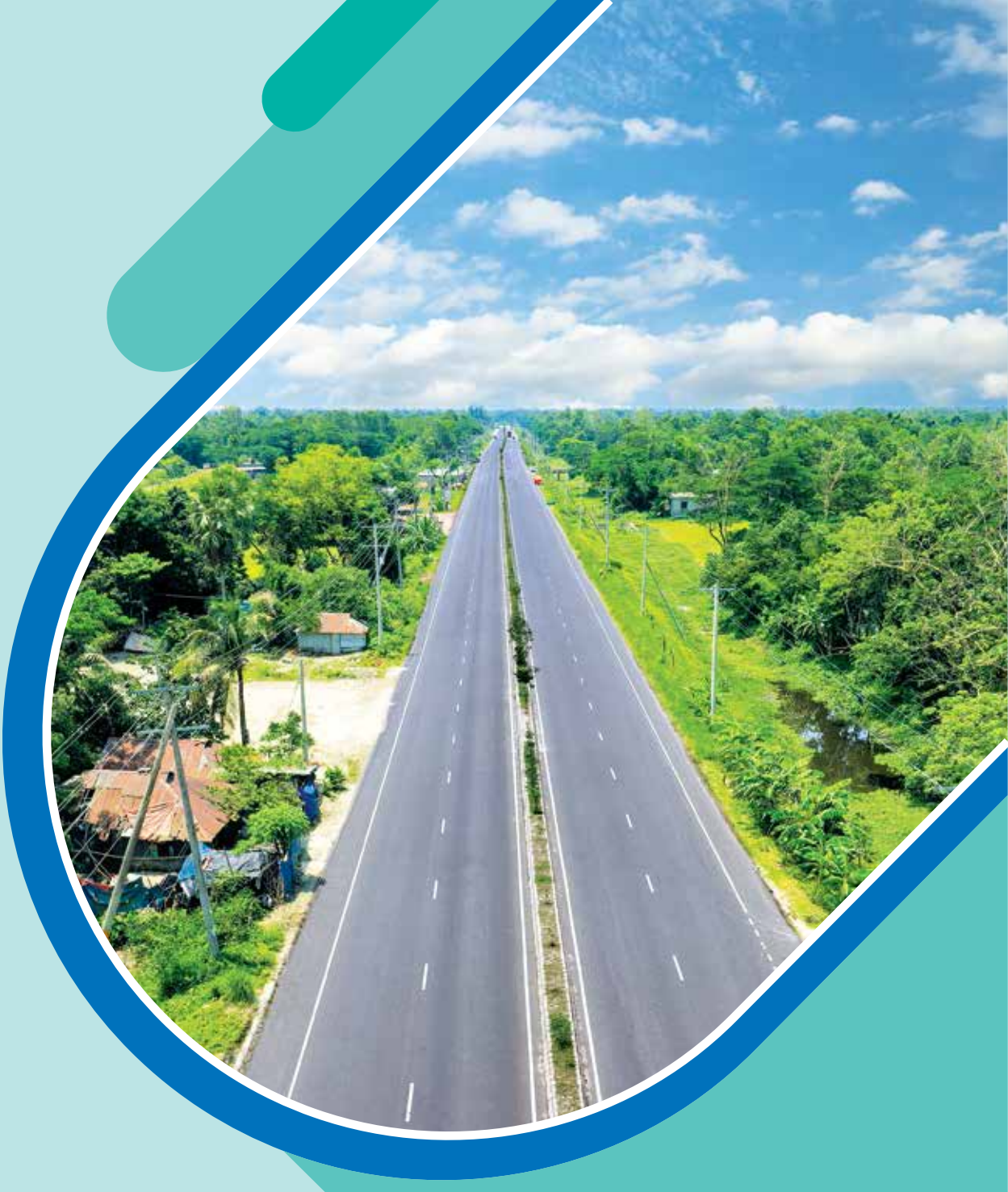

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সরকারের মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও সময় সাশ্রয়ী যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন এবং আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ বিভাগে জিওবি অর্থায়নে ১৭০টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে ২৮টি সহ মোট ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২৮টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। বিবেচ্য অর্থবছরে ৪৭টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১৪টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৯৯.৩৮ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে, যা প্রায় শতভাগ।

০২। বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পসমূহের মধ্যে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: ইমপ্রুভমেন্ট অফ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাংগাইল-এলেঙ্গা রোড টু ৪-লেন হাইওয়ে (২য় সংশোধিত), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট), বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, কুমিল্লা (টমছমব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন, জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন) প্রকল্প (ঢাকা জোন), শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) সড়ক উন্নয়ন, পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ) (১ম সংশোধিত), ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত), ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসন, সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয়পাশে এসএমভিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রকল্প সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ, উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়কে (চিটাগাং রোড এবং তারাবো লিংক মহাসড়ক সংযোগসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন, সাসেক ঢাকা সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ, বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি সড়কের (জেড-৮০৪০) ২৭তম কিলোমিটারে পান্ডব-পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ এবং আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।

এছাড়া, বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পসমূহের মধ্যে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১), ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দান রুট প্রকল্প ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সরকারের অন্যতম ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প।

০৩। ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। এই কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ Early Commissioning এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৮১.১৯%। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সরকার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রো ট্রেন উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Detailed Design পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে দুইটি রুটের সমন্বয়ে ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর রুটেই বাংলাদেশের প্রথম পাতাল বা Underground মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। ২০২৮ সালের মধ্যে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Northern Route নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। Detailed Design এর কাজ চলছে। ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Engineering Design এর কাজ চলছে। একই সময়ের মধ্যে MRT Line-2 এবং MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

০৪। সারাদেশের ১৬৪৩ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ মূল মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা জাতীয় মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীত করা সহ ৭১৭.৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদুর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৭৩.৪৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদুর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান

রয়েছে। জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে সার্ভিস লেনসহ মূল সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক পৃথক সার্ভিস লেনসহ মূল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ১০৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ডিটেইলড ডিজাইন ও ৬৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

০৫। ২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৭৮.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১০৮.৩৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১২৩.২৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১২৪৬.০২ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ৮৪৮.৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৭৪৬.৬৮ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতীকরণ, ১১৯টি সেতু ও ১০৩৮টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৬। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত "সুপারিনটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (এসআরটিএম)" সংস্থাটি সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭৭ সালে "ডাইরেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (ডিআরটিএম)"-এ রূপান্তরিত হয়। দেশে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মোটরযানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) হিসেবে নতুন কলেবরে যাত্রা শুরু করে। বিআরটিএ'র অনুমোদিত জনবল ৯৩১ জন। এ কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে; মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ও সরকারি মোটরযান মেরামতের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান এবং দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান পরিদর্শনের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং মানসম্মত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন ২০২১ অর্জন করতে বিআরটিএ সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে National Road Safety Strategic Action Plan 2021-24 প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ ৭,৮৪,৮৫১ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ৫৬৪,৩২২টি মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করেছে এছাড়া, ৪,৫১,৬০৩টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করে পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃত ৪,৭৭,৬২৮টি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করেছে।

০৭। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ২০১৬ সালে সংশোধিত Strategic Transport Plan (STP) অনুসরণে সমীক্ষাকরত: বাঘৈর (কেরানীগঞ্জ), কাঁচপুর দক্ষিণ (মদনপুর), গ্রাম ভাটুলিয়া (উত্তরা) এবং হেমায়েতপুর (সাভার) ৪টি স্থানে আন্ত:জেলা বাস টার্মিনাল নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে। Mid Term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for DTCA Area (MRT-RSTP) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ২১ নং রুটের ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা শুরু করা হয়েছে।

০৮। ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে 'Revised Strategic Transport Plan (RSTP)'-তে বাসভিত্তিক ২টি এবং রেলভিত্তিক ৫টি গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের আলোকে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার জন্য ১লা জুলাই ২০১৩ তারিখে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন 'ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। সড়কপথে একচ্ছত্র লেনসম্বলিত অবকাঠামো ও আরামদায়ক পরিবেশবান্ধব বিআরটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মহানগরীর যাত্রী সাধারণের ভ্রমণে ছন্দময় আবহ সৃষ্টি করাই বিআরটির উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বিআরটি করিডোরে ঘন্টায় উভয় দিকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম হবে। এ ব্যবস্থায় ডেডিকেটেড বাস লেইনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক বাস ব্যবহার করে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট রুটে ২০.৫ কিলোমিটার রাস্তায় মাত্র ৩৫-৪০ মিনিটে ভ্রমণ করা যাবে। এছাড়া অটোমেটিক টিকেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সময় সাশ্রয় হবে।

০৯। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় স্বাধীনতা অর্জনের পর একটি আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিসি নতুন মাত্রা পায়। বর্তমানে বিআরটিসি ১৬০০টি বাস, ৫৮৮টি ট্রাক, ২২টি বাস ডিপো, ২টি ট্রাক ডিপো, ২টি যানবাহন মেরামত কারখানা, ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ১৯ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি, ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলন এবং অপ্রচলিত (Unconventional) রুটে জনস্বার্থে বিআরটিসি'র যাত্রী সেবা অব্যাহত আছে। বিআরটিসি ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহন করা হয়। জরুরী খাদ্য পরিবহনের পাশাপাশি সরকারি সার, ঔষধ ও কৃষি পণ্য পরিবহনের কাজে ট্রাক নিয়োজিত রয়েছে। ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরও বিআরটিসি পূর্বের নির্ধারিত ভাড়ায় পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও বিআরটিসি'র ২টি মেরামত কারখানায় বিআরটিসির নিজস্ব যানবাহন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন স্বল্প মূল্যে আধুনিক মেশিনারিজ টুলস ব্যবহারে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। দক্ষ চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থাটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪,৭৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ২৬০৭ জন। একই সাথে বিআরটিসি ৪৫৭.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে এবং কর্মচারীদের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় বাবদ ৪১২.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪৪.৬৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। গণপরিবহনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় বিআরটিসি একটি নিয়ামক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিচিতি

অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্গত এই বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ নৌপথ কেন্দ্রিক। সে সময়ে সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশিক শাসকগণ ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত ৫৩.১২ কিলোমিটার রেলপথ চালু মাধ্যমে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৮৮৫ সালে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা ও লাকসাম-চাঁদপুর পর্যন্ত রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলা থেকে আসাম পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে হিসেবে নামকরণ করা হয়। নদী বিধৌত এই বাংলায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল। সর্বপ্রথম ঢাকা হতে সংগ্রামগড় (ধারনা করা হয় এটি নোয়াখালী জেলাধীন ছিল) পর্যন্ত উঁচু বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হয়। ব্রিটিশ কোম্পানী শাসক মূলতঃ সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর যাতায়াত, ডাক যোগাযোগ এবং পণ্য পরিবহনের জন্য সড়কপথ ও রেলপথ চালু করে। পরবর্তীতে ১৮৭০-৭১ সালে কোলকাতা কেন্দ্রিক সড়কপথ নির্মাণ করা হয় এবং দার্জিলিং, বহরমপুর, ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, যশোর-ফরিদপুর, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-দাউদকান্দি পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৩৪ সালে যানবাহনের ধরন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, যানবাহনের বৃদ্ধির মাত্রা ইত্যাদি বিবেচনায় পরিকল্পিত সড়ক নির্মাণ শুরু করা হয়। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৪৮০ কিলোমিটার সড়ক ছিল। গণপূর্ত বিভাগ, ডিস্ট্রিক বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড সে সময়ে সড়ক, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণে নিয়োজিত ছিল। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে জেলা শহর সমূহের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্ত আরো সুপরিকল্পিতভাবে সড়ক নির্মাণ করা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ১৯৬২ সালে কনস্ট্রাকশন এন্ড বিল্ডিং (সি এন্ড বি) বিভক্ত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয় এবং এই অধিদপ্তরের আওতায় মাঠপর্যায়ে সড়ক নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ-কালভার্ট পুনর্গঠন এবং দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ রাখেন। এ সময়ে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতির পিতার সুদৃঢ় উদ্যোগে ঐ সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধস্ত প্রায় সকল ব্রীজ পুনর্নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টির লক্ষ্যে রেলওয়ে বোর্ডকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে রেলপথ বিভাগ এবং ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি গঠিত হয়। ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে, বৃহৎ সেতু নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মার্চ ২০০৮ সালে সেতু বিভাগ গঠিত হয়। সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১ সালে পৃথক রেলপথ বিভাগ, সেতু বিভাগ এবং সড়ক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে, ২০১৪ সালে সড়ক বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় রাখা হয়। বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

সাংগঠনিক কাঠামো

এ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম ৮টি অনুবিভাগাধীন ১৭টি অধিশাখা ও ৪৫টি শাখা/ইউনিট এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৬৯টি, ১০ম গ্রেডের ৬১টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ৫৬টি ও ১৭-২০তম গ্রেডের ৬৫টিসহ মোট ২৫১টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ০১ জন সচিব/সিনিয়র সচিব, ৫ জন অতিরিক্ত সচিব, ৮জন যুগ্মসচিব, ৯ জন উপসচিব, ৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ৫ জন সহকারী সচিব, ০১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার/প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/ক্যাটালগার পদবির কর্মচারি কর্মরত আছেন। এ বিভাগের ৮টি অনুবিভাগ নিম্নরূপ:

১. অতিরিক্ত সচিব অনুবিভাগ
২. প্রশাসন অনুবিভাগ
৩. এস্টেট অনুবিভাগ
৪. আইন অনুবিভাগ
৫. পরিকল্পনা অনুবিভাগ
৬. উন্নয়ন অনুবিভাগ
৭. আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ
৮. বাজেট অনুবিভাগ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সাংগঠনিক কাঠামো

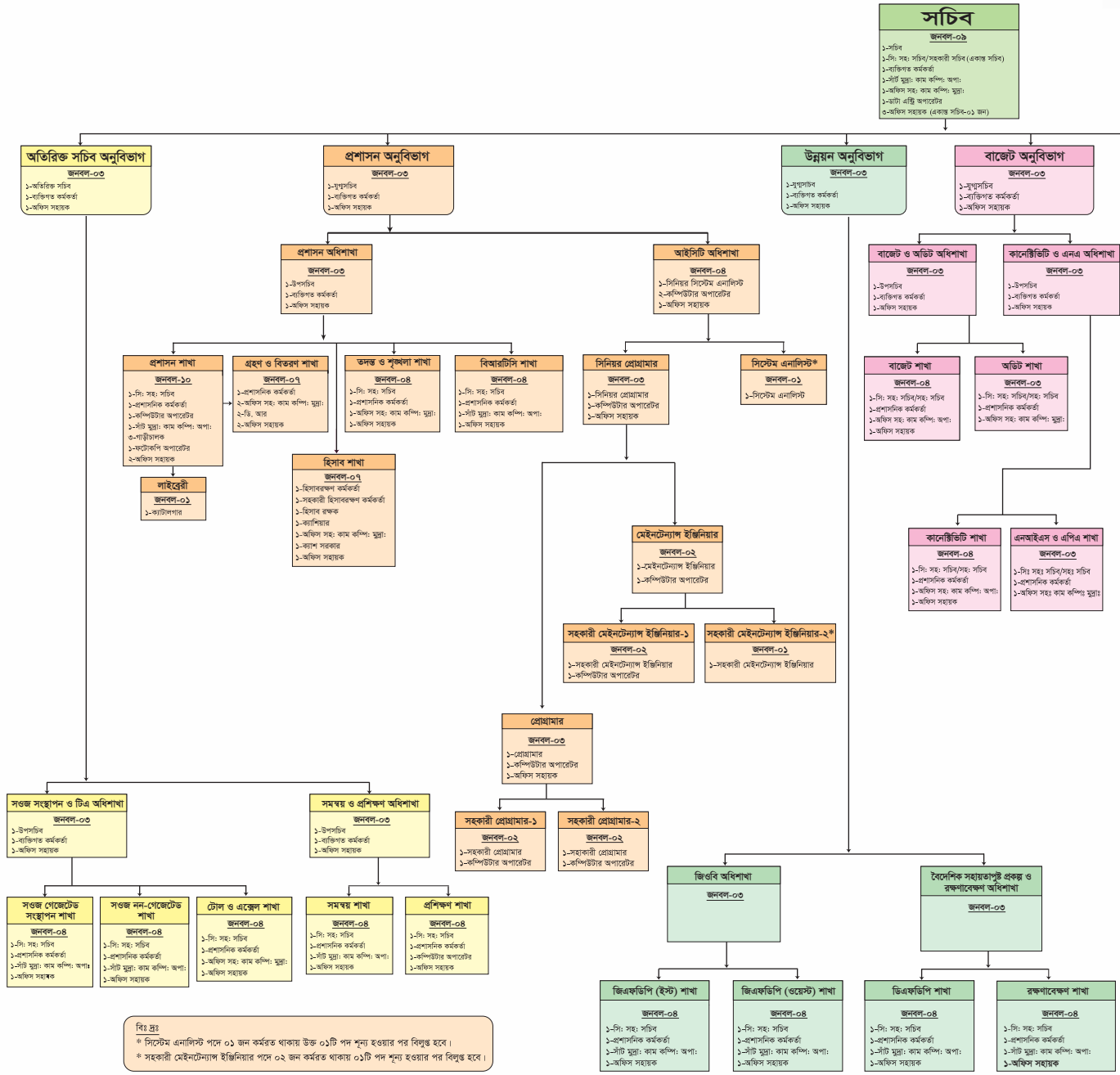

বিঃ দ্রঃ
* সিস্টেম এনালিস্ট পদে ০১ জন কর্মরত থাকায় উক্ত ০১টি পদ শূন্য হওয়ার পর বিলুপ্ত হবে।
* সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে ০২ জন কর্মরত থাকায় ০১টি পদ শূন্য হওয়ার পর বিলুপ্ত হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

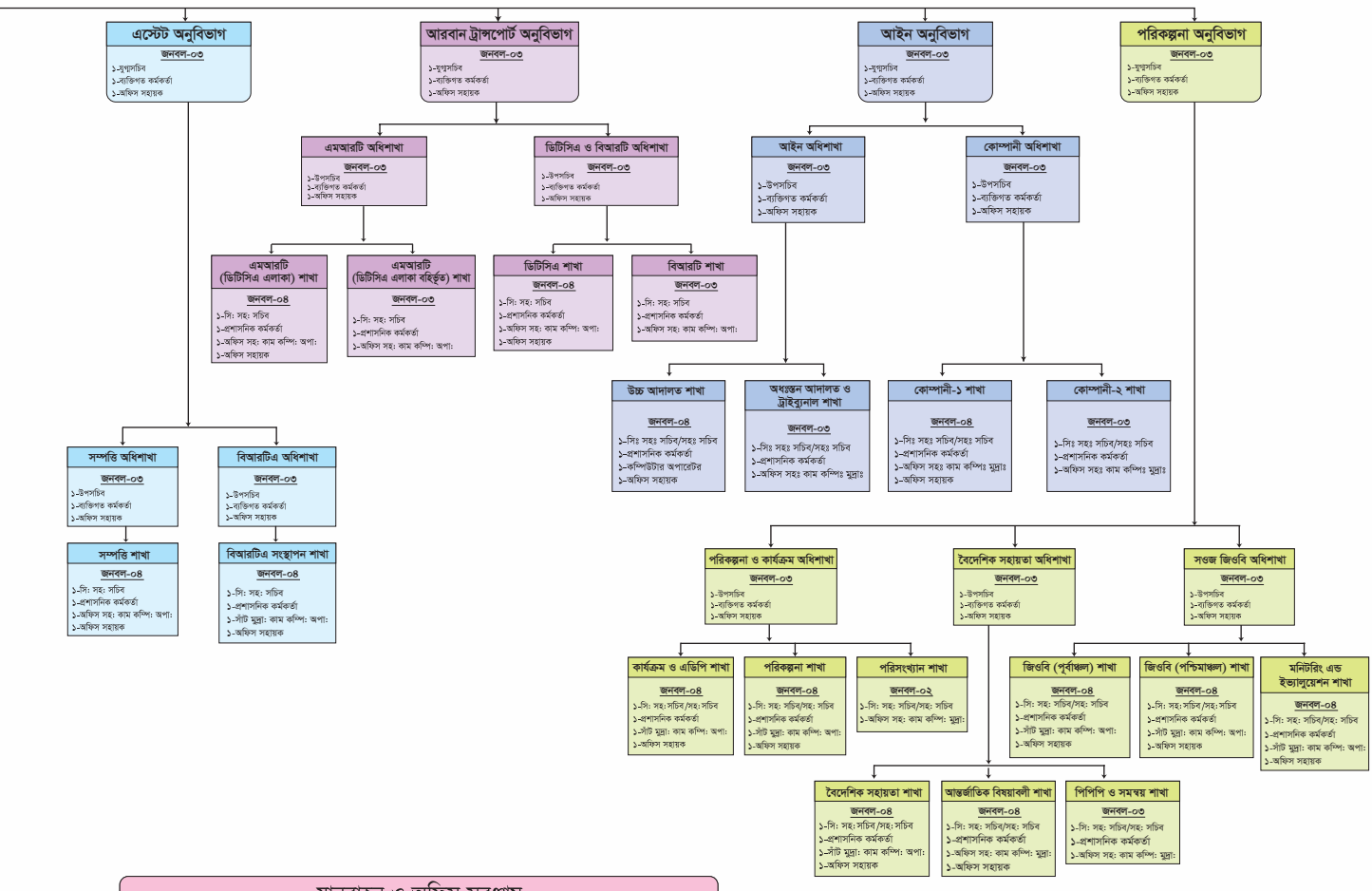

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম:

(ক) যানবাহন:
- ০৬-কার
- ০৪-মাইক্রোবাস
- ০১-জীপ
- ০২-মোটর সাইকেল

(খ) অফিস সরঞ্জাম:
- ১১-শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
- ০৭-ফটোকপিয়ার
- ০১-আই এস ডি টেলিফোনসহ ফ্যাক্স (মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে)
- ০১-আই এস ডি টেলিফোনসহ ফ্যাক্স (সচিব মহোদয়ের দপ্তরে)
- ০৭-ফ্যাক্স টেলিফোন সংযোগসহ (অনুবিভাগ-০৫ টি, অতিরিক্ত সচিব-০১টি ও প্রশাসন শাখা-০১টি) টেলিফোন নীতিমালা অনুযায়ী
- ৭০-ইন্টারকম (সংযোগসহ)
- ১০৬-কম্পিউটার (ইন্টারনেট সংযোগসহ, সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টার ও ইউপিএসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ)
- ১৫-ল্যাপটপ [মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/বাজেট/এস্টেট/পরিকল্পনা), মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সভাকক্ষ, আইসিটি ইউনিট-০৫টি]
- ০২-ট্যাবলেট পিসি (প্রশাসন, আইসিটি ইউনিট)
- ০৬-সার্ভার (ওয়েব সার্ভার, ল্যান সার্ভার, মেইল সার্ভার, ডাটাবেজ সার্ভার, ব্যাকআপ সার্ভার, স্টোরেজ সার্ভার)
- ০২-রাউটার
- ০৩-প্রজেক্টর (মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-০২টি, মিনি পোর্টেবল প্রজেক্টর-০১টি)
- ০১-রিমোট কন্ট্রোল প্রজেক্টর স্ক্রীন
- ০১-ভিডিও ক্যামেরা
- ০৩-ডিজিটাল ক্যামেরা

ক্রম	পদের নাম	পদ সংখ্যা
০১.	সচিব	০১
০২.	অতিরিক্ত সচিব	০১
০৩.	যুগ্মসচিব	০৭
০৪.	উপসচিব	১৬
০৫.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১
০৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩৫
০৭.	সচিবের একান্ত সচিব	০১
০৮.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১
০৯.	প্রোগ্রামার	০১
১০.	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১১.	সহকারী প্রোগ্রামার	০২
১২.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৩.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ১ম শ্রেণি =	৬৯
১৪.	মোট ২য় শ্রেণি =	৬১
১৫.	মোট ৩য় শ্রেণি =	৫৬
১৬.	মোট ৪র্থ শ্রেণি =	৬৫
	সর্বমোট =	২৫১

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও উপ-আঞ্চলিক ক্রমবর্ধমান দ্রুত গতির নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে এ কর্মপ্রয়াস চলমান রয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিম্ন বর্ণিত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন ও কোম্পানীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ অধিদপ্তর)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)
- ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যাবলী

Allocation of Business of The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2017) অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সড়ক ও সড়ক পরিবহন এবং বিআরটি-এর ন্যায় অন্যান্য সড়ক-সম্পর্কিত পরিবহন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
- মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;
- জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা সড়ক, ব্রিজ, কালভার্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং বিআরটি ইত্যাদির ন্যায় সড়ক সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) এর নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ক) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএইচডি) (খ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) (গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এবং (ঘ) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), (ঙ) ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট কোম্পানী (ডিএমটিসিএল) এবং (চ) ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে সমন্বয় সাধন;
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রম, জরিপ পরিচালনা করা এবং যান্ত্রিকভাবে চালিত যানবাহনের বাধ্যতামূলক বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সড়ক পরিবহন সেক্টরের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রচারমূলক কাজ;
- বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডার-এর প্রশাসনিক বিষয়;
- সড়ক ও সড়ক পরিবহন সংক্রান্ত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং এ খাতের রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
- নিরাপত্তার মান নির্ধারণ এবং প্রয়োগ;
- আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন;
- এ বিভাগের অধীনস্থ অফিস ও সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
- এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাগুলির সাথে চুক্তি এবং চুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে কার্যক্রম;
- এ বিভাগের আওতাধীন আইন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী;
- এ বিভাগের জন্য নির্ধারিত/বন্টনকৃত যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- আদালতে নেওয়া ফি ব্যতীত এই বিভাগের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের জন্য ফি এবং টোল আদায়;
- ভূপৃষ্ঠের নীচে ও নদীর তলদেশে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত টানেল নির্মাণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জনসমূহ

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নততর জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগের কার্যক্রম আবর্তিত হচ্ছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান, যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। এ কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার শতভাগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ১ জন সংস্থা প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এ বিভাগ ৮৯.৫ নম্বর অর্জন করেছে। সরকারের ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়। এ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

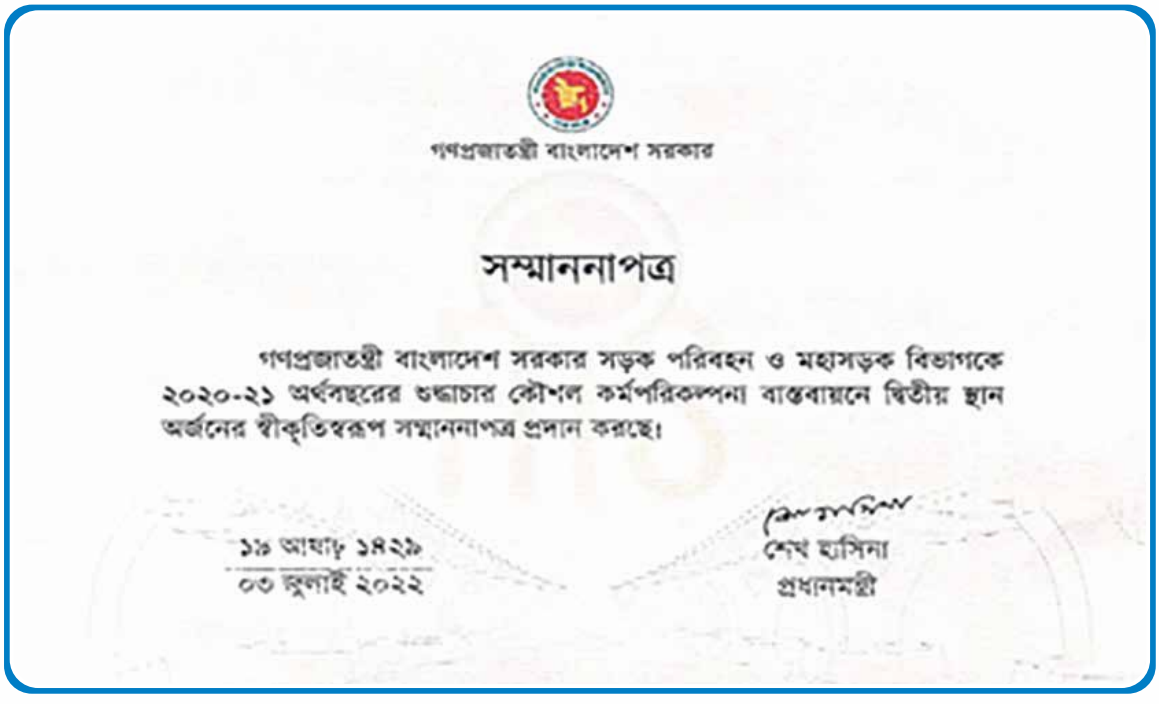

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপত্র প্রদান করছে।

১৯ আষাঢ় ১৪২৯
০৩ জুলাই ২০২২

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী

২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারের সম্মাননাপত্র

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে এ বিভাগের সচিব এর মধ্যে ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৭ জুন ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপভাবে এ বিভাগের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে অধঃস্তন অফিসসমূহের সাথে ২২ জুন ২০২১ তারিখ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	বাস্তবায়িত সাসেক প্রকল্প (জয়দেবপুর চৌরাস্তা-চন্দ্রা-এলেঙ্গা) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০	১০০
২.	বাস্তবায়িত সাসেক-২ প্রকল্প (এলেঙ্গা- হাটিকুমরুল-রংপুর) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৫০.১০
৩.	বাস্তবায়িত আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪২	৪২
৪.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫	৭৫
৫.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)- সিলেট- তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদানকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৮০.৩৪
৬.	পুনঃনির্মিত মহাসড়ক	কি.মি.	২৫০	২৬৫
৭.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কি.মি.	৭৭০	৭৯৪
৮.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কি.মি.	৭৫০	৭৫৮
৯.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক	কি.মি.	২০৫০	২০৯৫
১০.	মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সওজ অংশের রোড প্যাকেজ-৩ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬০	৬০
১১.	পায়রা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৪	১০০
১২.	ডব্লিউ.বি.বি.আই.পি বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮৫	৮৫
১৩.	তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫	৯৫.১০
১৪.	ক্রস বর্ডার প্রকল্পের আওতায় কালনা সেতু নির্মাণ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫	৯৫
১৫.	কঁচা নদীর উপর বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫	৯৫
১৬.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৫০৩৯	৫০৯৪
১৭.	পুনঃনির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩৩৮২	৩৪০৬
১৮.	ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	শতাংশ	২০	২০
১৯.	পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	তারিখ	৩১.০৩.২২	২৯.০৩.২২
২০.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার) প্রদান	সংখ্যা (হাজার)	৬০	৬২.৯
২১.	বিআটিএ কর্তক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশনসমূহ পরিবীক্ষিত	সংখ্যা	১৮	১৮
২২.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	৮০০০	১৮৬০০
২৩.	ইনফরমেটরি ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কি.মি. পোস্ট স্থাপন।	সংখ্যা	৯০০০	৯৫০৭
২৪.	রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক	কি.মি.	১৭৫০	১৭৯২
২৫.	সেফটি অডিটকৃত মহাসড়কের আন্তঃবাঁকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা/বৃক্ষ অপসারণ	কি.মি.	২৫০	২৯৮.০৫
২৬.	পেভমেন্টের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়ন	কি.মি.	৪০	৫০
২৭.	টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪০	৬৪.৮১
২৮.	ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সেল-লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২০	২০

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২৯.	ঢাকার সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ক জোন সেফটি এন্ড মবিলিটি গাইড লাইন প্রস্তুতকরণ	তারিখ	৩১.১২.২১	৩১.১২.২১
৩০.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৬) নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০	৮০.৫০
৩১.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পিতলগঞ্জ ডিপো) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫	৯৫
৩২.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) নর্দান রুট (হেমায়েতপুর ডিপো) নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৫	৬১.৮৫
৩৩.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) নর্দান রুট নির্মাণের লক্ষ্যে ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৫২.৩২
৩৪.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) সাউদার্ন রুট নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭০	৯৫
৩৫.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) সাউদার্ন রুট নির্মাণের লক্ষ্যে বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৬২
৩৬.	ডিটেইলড ডিজাইন, কন্সট্রাকশন, অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স (এমআরটি লাইন-২) প্রিলিমিনারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	তারিখ	৩১.০৫.২২	৩১.০৫.২২
৩৭.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) (সওজ অংশ) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০	৮১.৪১
৩৮.	বিআরটিসি'র বাস বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০	৫১০
৩৯.	বিআরটিসি'র ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত পণ্য	হাজার টন	৫৫০	৮৯০
৪০.	উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে মনিটরিং টিমের ভিজিট	সংখ্যা	৬০	৬০
৪১.	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সওজের Technical Specification অনুযায়ী বিভিন্ন সড়কের লেয়ার সেম্পলিং ও টেস্টিং কার্যক্রম সম্পাদন করা।	সংখ্যা	১২	১৪
৪২.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৩০০	৪৬৩
৪৩.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	১২	১২
৪৪.	বাস রুট রেশনালাইজেশন এর জন্য বাস টার্মিনাল /ডিপোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ	তারিখ	৩০.০৯.২১	২৯.০৭.২১
৪৫.	টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম চালুকরণ	সংখ্যা	৩	৩
৪৬.	যানবাহনের ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৩৫	৩৫
৪৭.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	২	২
৪৮.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি	শতাংশ	৬.৭	৮.১

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) সেবা বক্সে জনসাধারণ কর্তৃক এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের ওপর অভিযোগ দাখিল ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৩০৭টি অভিযোগ ও পরামর্শের মধ্যে ২৯৩টি অভিযোগ/পরামর্শের বিপরীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য অধিকার

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০১৯ এর আওতায় স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধানের আলোকে নাগরিক আবেদনের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য সরবরাহ করার চর্চা অব্যাহত আছে।

অডিট

এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে ০১টি দ্বি-পক্ষীয় ও ২৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক ২১৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় এবং ৪৮৪টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র

বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়ি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য ৭ নম্বর ভবনের নীচতলায় ৭ ও ৮ নম্বর কক্ষে একটি বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে সপ্তাহের রবিবার ও মঙ্গলবার প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাগণের মোটরযান ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত মোটরযানের ফিটনেস সেবা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭৪টি গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পেনশন

এ বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের পেনশন কেইস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০২ জন অতিরিক্ত সচিব, ০১ জন যুগ্মসচিব, ০১ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের ২৮ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই।

নথি বিনষ্টকরণ

নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় নথি বাছাইপূর্বক সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে খ, গ ও ঘ শ্রেণির মোট ৫৪টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

মনিটরিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং সওজ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি মনিটরিং টিম কর্তৃক জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ মনিটরিং টিম ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে দাখিলকৃত ৯২টি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় মানুষের নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক যাতায়াত নিশ্চিত করার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উর্ধ্বতন পর্যায় হতে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম তদারকিসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতকারী মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারেন। এছাড়াও দুর্যোগকালীন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় এনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শূন্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি

এ বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের ০৪ ক্যাটাগরির ২৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। তন্মধ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ২৪ জন প্রার্থী যোগদান করে। এ বিভাগের কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতির অংশ হিসেবে ০৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে একজন ক্যাশিয়ারকে হিসাবরক্ষক পদে, ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিককে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে এবং ২৩ জুন ২০২২ তারিখে একজন অফিস সহায়ককে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯,৭২০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮,০১৩ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এপিএ নির্দেশিকা ও এপিএ কাঠামো, ৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি জরিপ ও নামজারি, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও দেওয়ানি মামলা ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবা সহজিকরণ, মর্ডান অফিস ম্যানেজমেন্ট, জিআরএস, প্রজেক্ট রিস্ক এন্ড লগ ফ্রেম, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, সড়ক ও ব্রীজ নির্মাণ কৌশল ও গুনগতমান মনিটরিং, ই-জিপি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ওয়ার্কশপ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের ১০-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১, মৌলিক প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মচারি আইন ২০১৮, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৭৯, সিটিজেন চার্টার, অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮, পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন, ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজন, এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সুইচ ও রাউটার ইন্সটলেশন, কনফিগারেশন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসমূহ মেইনটেন্যান্স, পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত), নৈতিকতা ও অফিস শিষ্টাচার, স্কিল ডেভেলোপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে কর্মচারিদের আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাঙ্গামাটিতে, ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার চিত্র নিম্নে দেয়া হল:

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত কর্মচারীগণ

নবযোগদানকৃত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৪ জন কর্মচারীর মৌলিক প্রশিক্ষণ

স্কিল ডেভেলোপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এবং UN-ESCAP, JICA, KOICA, World Bank, Asian Development Bank কর্তৃক আয়োজিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সফরে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ একক অথবা দলভিত্তিক অংশগ্রহণ করেন। KOICA's Online Fellowship Program গত অর্থবছরে ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা

এ বিভাগের ১০ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মকর্তার জন্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৬ মার্চ, ২৪ মে এবং ০৭ জুন ২০২২ তারিখে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/প্রবিধানমালা

মহাসড়ক আইন, ২০২১

মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৮ নং আইন) গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২

নগর পরিবহনের বর্ধিষ্ণু চাহিদার প্রেক্ষিতে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় জোরদার করার নিমিত্ত ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র "সমগ্র বাংলাদেশ" নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম "বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BUTA)" করার জন্য বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। খসড়াটি স্টেকহোল্ডার মতামত গ্রহণ পর্যায় রয়েছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর আওতায় প্রণয়নাধীন বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণীত খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ ভেটিং প্রদান করা হয়। খসড়ায় অর্থের সংশেষ থাকায় অর্থ বিভাগের সম্মতি/অনাপত্তি গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

মহাসড়ক আইন, ২০২১- এর আওতায় প্রণয়নাধীন বিধিমালা

মহাসড়ক আইন, ২০২১ এর ১৭ ধারা মোতাবেক "মহাসড়ক বিধিমালা, ২০২২" প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন

জাতির পিতার জন্ম দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জাতীয় শোক দিবস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শাহাদাত বার্ষিকীতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নিরাপদ সড়ক দিবস

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করা হয়। "গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি"-এ প্রতিপাদ্যে ২২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে পঞ্চমবারের মতো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপিত হয়। দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২১ এর আলোচনা সভা

রাজস্ব আয়

এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৬৮৯.২২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। তন্মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০২১.১৪ কোটি টাকা, বিআরটিএ'র ৪২১০.৪৯ কোটি টাকা, বিআরটিসি'র ৪৫৭.২৭ কোটি টাকা এবং ডিটিসিএ'র ০.৩১৫৪ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২৮২৯২.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৫৫.৯২ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক স্থগিত রাখা হয়। ছাড়যোগ্য ২৮২৩৬.২০ কোটি টাকার (জিওবি ২১৩৫৯.৮০ ও প্রকল্প সহায়তা ৬৮৭৬.৪০) বিপরীতে ২৮১১৮.০৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক স্থগিতকৃত ৫৫.৯২ কোটি টাকা বাদ দিয়ে সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৫৮ শতাংশ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ২৮,২৯২.১২ কোটি টাকার প্রেক্ষিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাঁড়ায় ৯৯.৩৮ শতাংশ। এ অর্থবছরে জিওবি অর্থায়নে ১৭০টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে ২৮টি মোট ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২৮টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। বিবেচ্য অর্থবছরে ৪৭টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১৪টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেবাসমূহ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সহজ পদ্ধতিতে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

ওয়েবসাইট

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়ে একটি সমৃদ্ধ ওয়েব সাইট (www.rthd.gov.bd) ডেভেলপ করেছে। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, খবর, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মনিটরিং কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির তথ্য, সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী, দরপত্র-বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিদেশ ভ্রমণের জিও, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি, পাসপোর্ট অনাপত্তির পত্র (NOC), বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং মেগা প্রকল্পসহ সকল প্রকল্পের তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়মিত প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হয়। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিভিন্ন প্রকাশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ছবি, ভিডিও ও গুরুত্বপূর্ণ

লিংকসমূহ ওয়েবসাইট-এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন প্রণীত আইন, নীতিমালা ও বিধিমালার খসড়ার ওপর সরাসরি অনলাইনে জনগণের মতামত এ ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), তথ্য অধিকার (RTI), বাজেট ও ক্রয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ই-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তথ্যও এ ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা

কর্মচারিবৃন্দের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করেছে। ফলে কর্মচারিদের অননুমোদিত ছুটি ভোগ এবং বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। কর্মচারিগণের বিভিন্ন সভায় উপস্থিতি, ছুটির তথ্য ইত্যাদি সহজে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে এন্ট্রির সুবিধার জন্য ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা এ্যাপ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিজিটাল হাজিরা মেশিন

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী বিস্তৃত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মূল্যবান ভূ-সম্পত্তির মৌজাভিত্তিক তথ্য, মহাসড়ক ও স্থাপনাভিত্তিক রেকর্ড এ সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, ইজারা প্রদত্ত ভূমি ইত্যাদি তথ্য সংযোজন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এ সফটওয়্যারে সড়ক বিভাগভিত্তিক এবং মহাসড়কওয়ারি জমির প্রতিবেদন সহজেই প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

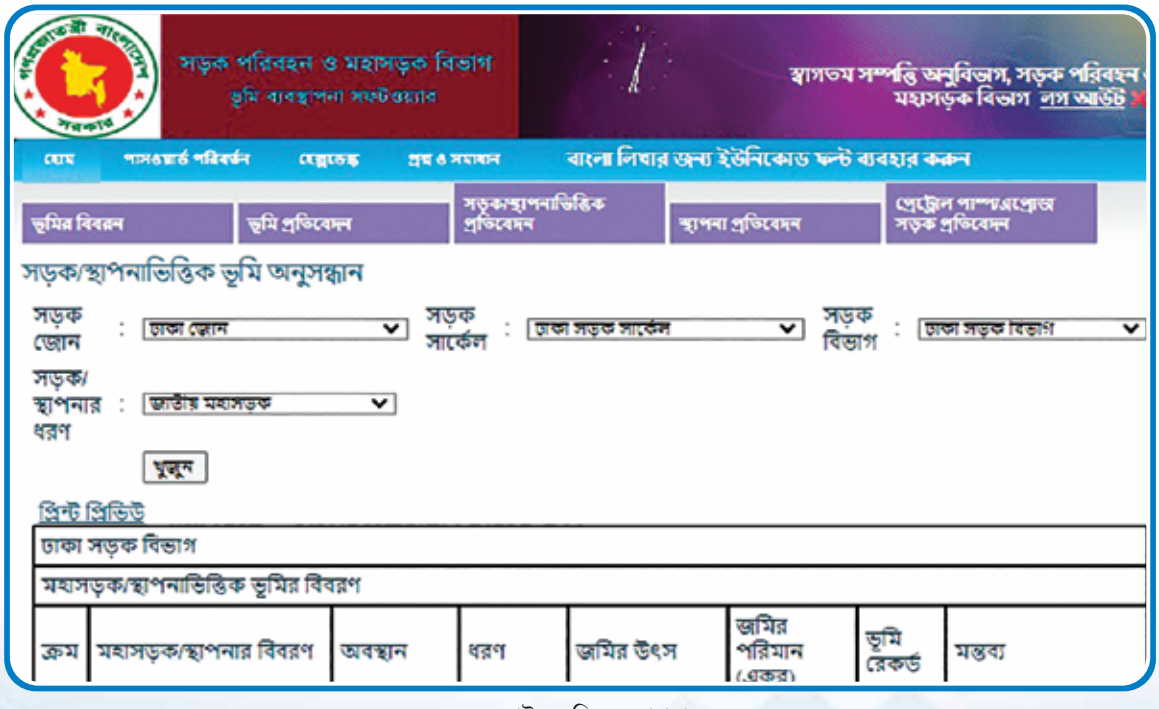

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সফটওয়্যার-এ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সড়ক বিভাগসমূহের অর্থবছর ও অফিসভিত্তিক অডিট আপত্তির তথ্য এবং অডিটের সর্বশেষ অবস্থা জানার ব্যবস্থা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল জোন, মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল এবং সওজ বিভাগসমূহ এ সফটওয়্যারে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। সফটওয়্যার-এ তথ্যের সঠিকতা বজায় রাখার জন্য অডিট লগ প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তথ্যের পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে এ সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

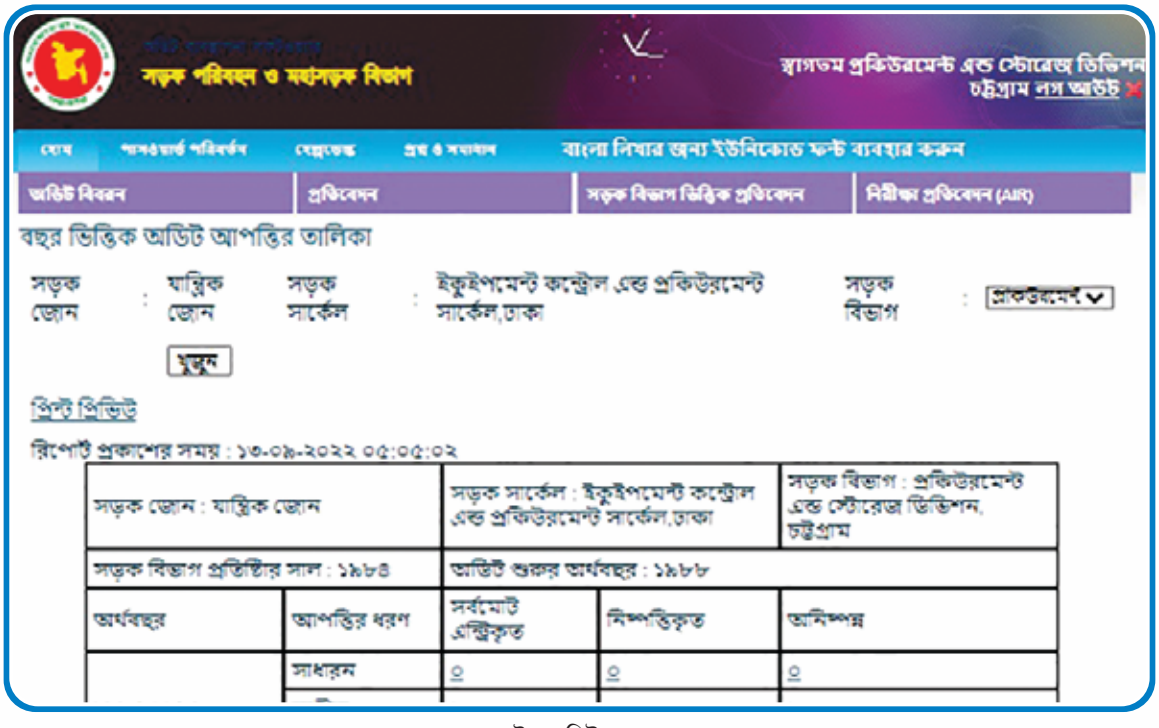

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

মামলা ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুতকৃত মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রতিটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ফলে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার লক্ষ্যে ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম নিষ্পন্ন ও মনিটরিং সহজ হয়েছে। বর্তমানে জিএফডিপি (ইস্ট), জিএফডিপি (ওয়েস্ট) ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখায় সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

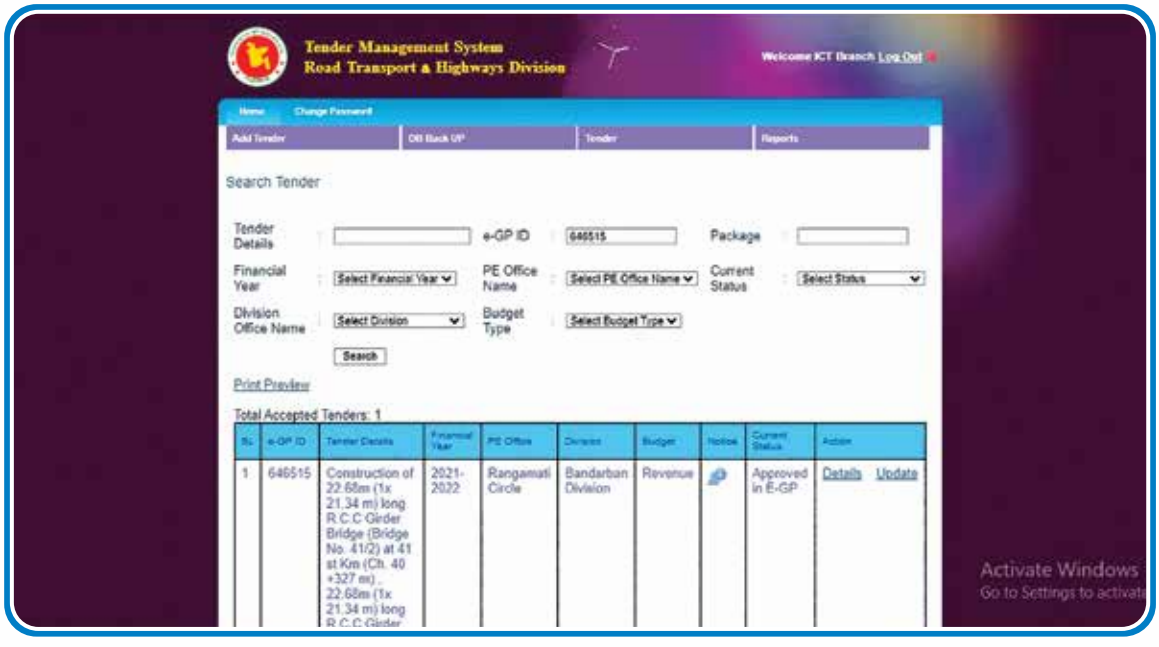

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

অনলাইন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের এসিআর জমাদানের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে একজন কর্মকর্তা তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) জমা প্রদানের তথ্য অবগত হতে পারেন। এছাড়া এ সফটওয়্যারে বিগত বছরসমূহের এসিআর জমা প্রদানের তথ্য এবং এখতিয়ার অনুযায়ী মূল্যায়ন তথ্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তার তথ্য এই সফটওয়্যারে সংযুক্ত করা হবে।

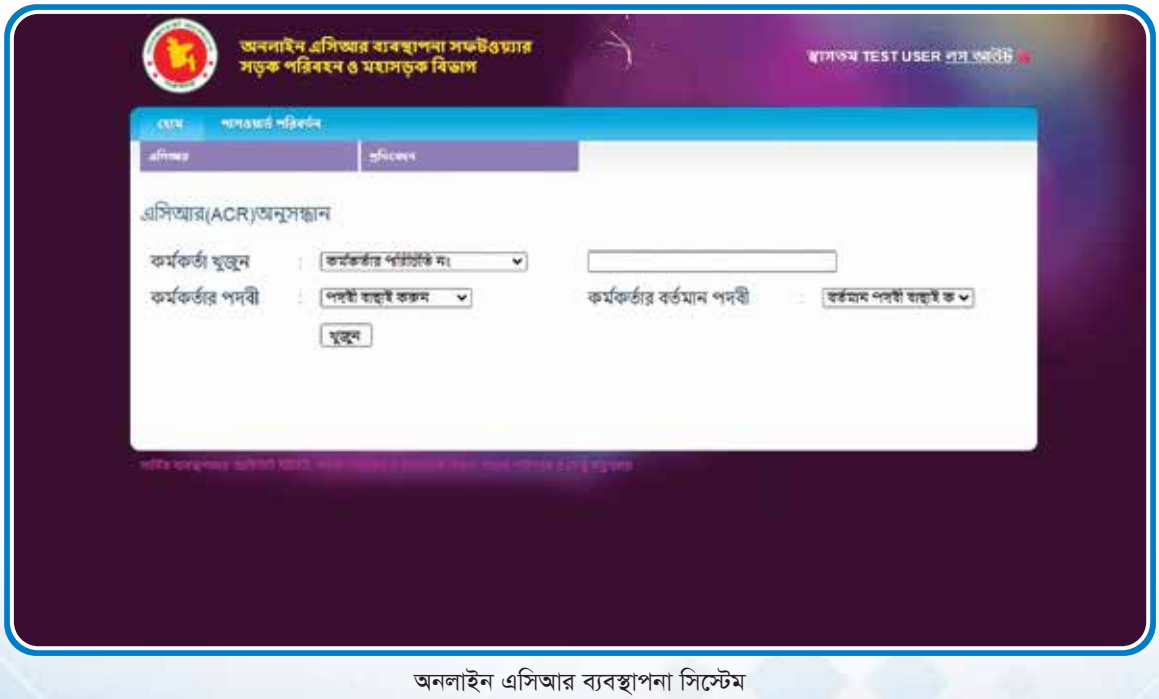

অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ই-নথি ব্যবস্থাপনা

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহে ই-নথির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস চালুর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের সকল শাখায় নথি প্রক্রিয়াকরণ ও পত্র জারিতে ই-নথির ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাগণ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তি ও পত্রজারি করতে পারেন। এতে এ বিভাগের দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেনশন পূর্ব প্রস্তুতি

পেনশনযোগ্য সকল সরকারি কর্মচারী পেনশনের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে আগাম ধারনা প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফরম সরবরাহ, ধারাবাহিকভাবে পেনশন আবেদনে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে পেনশন পূর্ব প্রস্তুতি নামক ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সকল সরকারী কর্মচারীই যাতে এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন সে লক্ষ্য নিয়েই সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একজন কর্মচারী এক ক্লিকে পেনশন আবেদনে সকল ডকুমেন্ট প্রয়োজনীয় ফরমেটসহ সংরক্ষণ ও প্রিন্ট করতে পারবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) এ ডাটাবেজ মেনুতে "পেনশন পূর্ব প্রস্তুতি" নামে লিংক শেয়ার করা হয়েছে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য Asian Highway, SASEC (South Asia Subregional Economic Cooperation), BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) সহ একাধিক আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত আছে। এ লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমগুলো হলো

- Asian Highway ও SASEC Corridor: এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং এ মহাসড়কে বিদ্যমান ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ ও ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক এবং এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৬-লেনে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া যশোর - নাভারন - সাতক্ষীরা - ভোমরা, ভাঙ্গা - ভাটিয়াপাড়া - নড়াইল - যশোর - বেনাপোল এবং রংপুর - বুড়িমারী ও রংপুর - বাংলাবান্ধা মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৬-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- চট্টগ্রাম ও মংলা পোর্ট ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত রুট হিসেবে সাবরুম-রামগড় রুট ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফেনী নদীর উপরে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু নির্মিত হয়েছে এবং গত ০৯ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। সাবরুম-রামগড় রুট চালু করার লক্ষ্যে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৬-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প চলমান আছে।

- চট্টগ্রাম পোর্ট কানেকটিং সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও খসড়া ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে পুনঃনিরীক্ষমান রয়েছে। একই সাথে আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) সড়ক উন্নয়নের জন্য সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

- আসিয়ান দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভারত, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বালুখালী (কক্সবাজার)-ঘুনধুম (বান্দরবান) সীমান্ত সংযোগ সড়ক এবং রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরে চেংগী নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে আন্ত:দেশীয় বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর হবে।

- BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal): গত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে Motor Vehicle Agreement (MVA) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য একটি প্রটোকল স্বাক্ষরের লক্ষ্যে খসড়া Memorandum Of Understanding (MoU) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে খসড়া প্রটোকল চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

- এছাড়া বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দেশের যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনে একাধিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি/সমঝোতার ভিত্তিতে কয়েকটি রুটে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর মাধ্যমে যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে থাকে। রুটগুলো হলোঃ (১) ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা (২) আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা (৩) ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটি (৪) ঢাকা-খুলনা-কলকাতা (৫) ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা।

- চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি সড়ক রুটের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরায় পরিবহন করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে "Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India" এবং পরবর্তীতে Standard Operating Procedure (SOP) স্বাক্ষরিত হয়। গত জুলাই ২০২০ সময়ে একটি ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হয় এবং চট্টগ্রাম-আখাউড়া-আগরতলা সড়কের মাধ্যমে পণ্য কলকাতা হতে ত্রিপুরায় পরিবহন করা হয়। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত নৌ প্রটোকলের "Protocol of Inland Water Transit & Trade (PIWTT)"-এর আওতায় ভারতীয় পণ্য নৌপথে আশুগঞ্জ পর্যন্ত এবং সড়ক পথে আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর রুটে পরিবহন করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সড়ক ব্যবহারের ফি/চার্জ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- উপরন্তু, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্থল বন্দরসমূহের সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

এসডিজি অর্জন

SDG and Road Transport and Highways Division

In the 70th UN General Assembly, the UN Member States adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development which includes a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, fight inequality and injustice, and tackle climate change by 2030. Under 17 SDGs, 169 targets are set to achieve the goals over the next 15 years. Among the 17 goals developed by the UN, Goal-3, Goal-9, and Goal-11 are related to the Road Transport and Highways Division (RTHD) in connection with infrastructure development and sustainable transport system. RTHD's involvement as a lead ministry for goals and targets are as follows:

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Target 3.6: By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Target 9.1: Develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all.

Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.

Target 11.2: By 2030, provide access to a safe, affordable, accessible, and sustainable transport system for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, and children, persons with disabilities and older persons.

Major Progress of Road Transport and Highways Division:

Target 3.6:

Policy Interventions

- BRTA has formulated the 8th National Road Safety Strategic Action Plan 2021-2024, aligning with SDG target 3.6.
- 7th National Road Safety Strategic Action Plan 2017-2020 has been implemented.
- "Road Transport Act, 2018"is being implemented
- Government has declared 22 October as "The National Road Safety Day"
- Plying of three-wheelers and all sorts of non-motorized vehicles has been banned on 22 National Highways since August 2015.
- 111 National Road Safety Council recommendations are being implemented to create a work plan to ensure a disciplined road transport sector.

Services

- Issuance of Motor Vehicle Fitness Certificate from any circle office has been open since 2020. The fitness certificate of any motor vehicle can be obtained from any circle office of BRTA.

Training/Workshop

- BRTA arranges the re-fresher training program regularly to develop skills and awareness for professional drivers.
- BRTA arranges a training program for professional drivers. In the fiscal year 2016-17,several 52670; in 2017-18,several 84019; in 2018-19 number 102179, in 2019-20, 74529; andin 2020-21 number 76088 professional drivers were trained successfully.
- BRTC will train 47500 drivers under the SEIP program in 05 years. Training for 14700 trainees in 1st phase, 8100 trainees in 2nd phase, and 17700 trainees in 3rd phase have been completed, and training of 2631 trainees is in progress.

Awareness Building

- Road safety & public awareness building messages depicting the urgency of helmet wearing for motorcycle drivers, using a seat belt for the drivers and passengers
- BRTA distributes road safety-related posters and stickers among drivers, pedestrians, passengers, and road users throughout the country

Enforcement/Monitoring

- Road Safety Audit of 300 Kilometers has been completed for auditing another 255 Kilometers of roads. The process of appointing the advisors is ongoing.
- As a part of strengthening enforcement activities, BRTA conducts mobile courts regularly.

Facilitating/Boosting up of Infrastructures

- RHD has taken initiatives to implement a project named "Construction of restrooms with parking facilities for truck drivers on 4 National Highways"- Dhaka-Chatrogram, Dhaka-Sylhet, Dhaka-Rangpur, and Dhaka-Khulna at Cumilla, Habiganj, Shirajganj and Magura respectively.
- 172 blackspots on different Roads and Highways Network sections were corrected. Among 252 blackspots, the correction of the remaining 80 blackspots will be taken up under the project “Road Safety of National and Regional Highways,” which will soon be approved.
- Construction of pedestrian underpass near Shaheed Ramiz Uddin Cantonment School and College on Dhaka Airport Highway

Facilitating/Boosting up of Infrastructures

- A study project was implemented to develop 693 intersections under the RHD network. The designs of intersections are being implemented based on the study’s findings to reduce traffic jams and ensure road safety.
- Out of 3943.69 km of National Highways, 480.35 km of highways are already improved into four or more lanes.
- Another 720 km (approx.) of highways are being upgraded with SMVT lanes under SASEC-II, Dhaka-Sylhet-Tamabil, Jessore-Jhenaidah, and a few other projects.

Projects/Programs

- The Bangladesh Road Safety Program (BRSP), financed by World Bank, is in the process of approval.
- A project, “Improving the Reliability and Safety in National Highway corridors of Bangladesh by Introducing ITS,” has been approved under KOICA financing.
- BRTC has taken on a new project for creating 150,000 skilled drivers.

Target 9.1

Feasibility Study and Detail Designs

- Feasibility study and detailed design of 1752 km of highways have been completed under the SRTPPF-I project.
- Feasibility study and detailed design of 600 km are progressing under the SRTPPF-II project. This will be completed by June 2022.
- Feasibility study and detailed design of 1480 km are also going on under the Road Transport Connectivity project.
- Feasibility study of Dhaka Inner Circular Road -63km has been completed.

Projects taken under SRTPPF-I

- Joydevpur-Chandra-Tangail-Hatikamrul Road (110 km)-ADB: SASEC-I
- Dhaka-Mawa-Bhanga Road (54 km)
- Hatikamrul-Rangpur Road (157 km)-ADB: SASEC-II
- Dharkar-Akhaura-Sarial Road (50.5 km) (LoC-II)
- Comilla-Brahmanbaria Road (58 km) (LoC-III)
- Jhenaidah-Jashore (48.5 km)-WB
- Dhaka(Katchpur)-Sylhet (210 km)-ADB
- Sylhet-Tamabil Road (56 km)-AIIB
- Construction of 1.905 km Mongla Bridge (BD-CHINA Friendship Bridge)

Projects initiated under SRTPPF-I and II

- Bhanga-Bhatiapara-Kalna-Lohagara-Narail-Jessore- Benapole Road (135 km)-LoC III
- Bonpara–Ishwardi-Pakshey-Kushtia-Jhenaidah Road (105 km)-AIIB
- Sylhet–Charkhai-Sheola-Sutarkandi Road (46 km)-WB
- Chittagong Port Access Road (14 km)-ADB
- Hatikumrul-Bonpara (50.5 km)-AIIB
- Chittagong-Cox's Bazar (136 km)- G 2 G Japan

Widening and Maintenance Program

- 1332 Km Widening and improvement of Regional Highways to appropriate standards has been made 2269 km of Widening and improvement of Zilla Highways to appropriate standard has been done
- 6331 km of Major Road Maintenance Program has been conducted
- 1,401 bridges and 7,360 culverts have been constructed/reconstructed since 2009 to build an uninterrupted highway network.

Policy/Program Interventions

- RSTP has been approved (2015-2035). Now a project has been taken to review and update the RSTP. Now it is being reviewed under the RSTP Midterm Review project.
- The number of bus routes and companies for launching improved bus services under the Bus Route Rationalization Program has been initially determined.
- RTHD is taking a project to formulate the Transport Master Plan of Chattogram City, which would include Metros and BRTs.

Target-11.2:

Projects for the safe, affordable, accessible public transport system

- Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT Line-6)-79% overall progress. From Uttara to Agargaon, the progress is 92%.
- MRT-1 (E/S)- 94% overall progress
- MRT Line-5: Northern Route (DD progress is 47%, LA progress-57.60%)
- MRT Line-5: Southern Route (FS progress is 95%, Basic Design 5%% and)
- BRT Project (Uttara-Gazipur)-Overall progress is 77%

Activities for the convenient and affordable access to transport

- To make the comfortable journey to the government and semi-government employees including the students of different Universities, BRTC deployed 358 staff buses to 47 institutions.
- BRTC has introduced the "Women Bus Service" for the working women of different sectors to facilitate their safe journey. Now 06 numbers of buses are running in 06 routes in Dhaka City.
- BRTC provides free transport service to the designated and war-wound freedom fighters. In addition, BRTC reserves 15 numbers of seats in each bus of city service for women, children, physically challenged people and freedom fighters. "No smoking" awareness sticker has been fixed inside each bus of BRTC.
- Out of regular bus service, BRTC provides special (bus) service to the people in the event of natural disasters (like COVID-19)/national emergency including Eid, Hajj, BishwaIjtema, etc.
- "Vehicle Tracking System" is introduced in 501 buses and 01 trucks procured in 2019. All buses and trucks of BRTC will be under the "Vehicle Tracking System" gradually.
- DTCA has implemented the Clearing House Project (P-1) to digitize the integrated e-ticketing system.
- DTCA has taken the Clearing House Project (P-2) to incorporate the Rapid Pass Ticketing system in Metro and other transport systems under RTHD.

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করে। উক্ত আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ, প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ বিভাগের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য প্রদানকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	মোস্তাইন বিল্লাহ
পদবি	উপসচিব, আইন অনুবিভাগ
ফোন	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫২৯
মোবাইল	০১৭৫২-০৩৯৫৭২
ই-মেইল	dsgfdp@rthd.gov.bd

ঠিকানা:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ভবন নং ৭, ৮ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। web: www.rthd.gov.bd
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	নীলিমা আফরোজ
পদবি	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
ফোন	৮৮-০২-২২৩৩৮০৯৬৬
মোবাইল	০১৭৬৮-২৭৬৫৬০
ই-মেইল	dstraco@rthd.gov.bd

ঠিকানা:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ভবন নং ৭, ৮ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ। web: www.rthd.gov.bd
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০

আপীল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
পদবি	সচিব
ফোন	৮৮-০২-৯৫১১১২২
মোবাইল	০১৭৭০৭৯৩৯৯৯
ই-মেইল	secretary@rthd.gov.bd

ঠিকানা:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ভবন নং ৭, ৮ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ। web: www.rthd.gov.bd
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০

উত্তম চর্চা

১. এ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য সকল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাসের ১ম/২য় সপ্তাহে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যাবলী ফলোআপ ও গুরুত্বাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে মাসের ৩য়/৪র্থ সপ্তাহে মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

২. মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও সওজ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে ২০টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিম ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ৯২টি প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সওজ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থবছরে ১০টি জোনে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সড়ক জোন এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম ও সওজ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মামলা ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা, ফেরি সার্ভিস পরিচালনা, টোল আদায়, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এডিপি/ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং অন্যান্য জিওবি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও চলমান প্রকল্প সংশোধনের লক্ষ্যে ৭৬টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি), ২৯টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) এবং ১৫টি অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ ও মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পেভমেন্টের বাইরের অব্যবহৃত ভূমি অপদখলের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ২০১৫ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার শুরু হয়। সফটওয়্যারের তথ্য সকল সড়ক বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির মৌজাভিত্তিক তফসিল (খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ, স্থাপনার বিবরণ ইত্যাদি) যথাযথ সংরক্ষণ ও নির্ভুল তথ্য এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান আছে।

৭. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহ কর্তৃক 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' ও 'সেবা সহজীকরণ' কর্মশালায় অনুশীলনকৃত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে। সৃজনকৃত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মকর্তাগণের দৈনিক কর্মসূচি ও বিভিন্ন সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটিং সিডিউলার সফটওয়্যার' কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সভা/প্রশিক্ষণ এবং জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ছুটির বিষয় অবহিত করার জন্য 'লিভ এন্ট্রি মোবাইল এ্যাপস' পেনশন/পারিবারিক পেনশন সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে 'পেনশন আবেদন জমা প্রদান সফটওয়্যার' সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে পূর্বেই ধারনা প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফরম সরবরাহ, ধারাবাহিকভাবে পেনশন আবেদনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে 'পেনশন পূর্ব প্রস্তুতি সেবা সফটওয়্যার'এবং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত (হার্ড কপি) বিভিন্ন পত্রাদি স্বল্প সময়ের মধ্যে অনলাইনে জারি বিবেচনায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় আওতায় 'পত্রজারি সহজিকরণ সফটওয়্যার' প্রস্তুত করা হয়েছে।

৮. টোল প্লাজাসমূহে যানজট নিরসন ও টোল সংগ্রহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) চালু করা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন চরসিন্দুর সেতু এবং বরিশাল বিভাগাধীন পায়রা সেতুতে ইটিসি চালু করা হয়েছে। ইটিসি ব্যবহারকারীদের প্রণোদনা হিসেবে নির্ধারিত টোল হতে ১০ শতাংশ অর্থ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে সরকার, যা ১ জুন ২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

৯. এ বিভাগে স্থাপিত লাইব্রেরীতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা ১২৮০টি। তন্মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইব্রেরীর জন্য ২১ ক্যাটাগরির মোট ৪৯টি নতুন বই সংগ্রহ করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরী পরিচালনা ও তদারকির জন্য ০১ জন ক্যাটালগার রয়েছেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সচিবালয় অংশ এর ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী

(হাজার টাকায়)

পরিচালন		
বিবরণ	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৩১১-নগদ মজুরী ও বেতন	১৩৭৯৫০	১০৭৬৪৪.৪
৩২২১-প্রশাসনিক ব্যয়	১৫৯০০	১০৪০১.৫৯
৩২১-ফি, চার্জ ও কমিশন	২৬০০	২৩৯৫.২৩
৩২৩১-প্রশিক্ষণ	৮৫০০	৭৩৭৯.৬৪
৩২৪৩-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৮০০	২০০১.৯৫
৩২৪৪-মুদ্রণ ও বদলি	২৫০০	২৩৩৯.৭৬
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি	৭৫০০	৭৪৫২.৯৩
৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ কাঁচামাল সামগ্রী	৬০০	৪১২.৫
৩২৫৭-পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৫৮০০	৩২০৯.৩২
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ	২০৯০০	১৬১৫৩.১৭
৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি	৯০০০	১১১৫৪.৪৭
৭২১৫-ঋণ	২৪৫০	৭২০
৭২৫৭-পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	১০০০	৩৭৪
৩২২.২৮৩২১১-চাঁদা	৪০০	৩২২.২৮
মোট=	২১৭৯০০	১৭১৯৬১.২৪
উন্নয়ন (জিওবি)		
পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১১৪০০	৯৮০৮.৮৮
আর্থিক সম্পদ	১১০০	৪৮৬.৫৬
মোট=	১২৫০০	১০২৯৫.৪৪
সর্বমোট=	**২৩০৪০০**	**১৮২২৫৬.৬৮**

অনুদান

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদান

২০২১-২২ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ৩০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ৫৭ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সেমিনার আয়োজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আত্মজীবনী ও কীর্তি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এম.পি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূলমন্ত্র ছিল "বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণ অভিযাত্রা: সহজ, টেকসই ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা"।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এম.পি এর বক্তব্য প্রদান

সওজ অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন

বিনোদন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতিবেদনাধীন সময়ের কিছু কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(ক) ৯ম তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ১৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে নয়ারহাট, মানিকগঞ্জে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

বার্ষিক বনভোজন ২০২২-এ অংশগ্রহণকারী এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের একাংশ

বার্ষিক বনভোজন ২০২২-এ অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত অতিথি ও কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০২২-এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন-২০২২-এ র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের উদ্যোগে ০৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক, কুমিল্লায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ বনভোজনে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক বনভোজন ২০২২-এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বনভোজন ২০২২-এ মহিলা অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

বার্ষিক বনভোজন-২০২২-এ পুরস্কার বিতরণ

(গ) সহকর্মীদের কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ের কিছু চিত্র:

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি এঁর উপস্থিতিতে সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এর বিদায় সংবর্ধনা

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরীকে এ বিভাগের সচিব মোঃ এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী এর উপস্থিতিতে বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মালেককে এ বিভাগের সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম এর উপস্থিতিতে অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা

২০২১-২২ অর্থবছরে পিআরএল-এ গমন ও অন্যত্র বদলী হওয়া কর্মকর্তাগণ

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
পিআরএলে গমনকৃত কর্মকর্তাগণ			
০১.	জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	০১/০৭/২০২১
০২.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান (২১৭৩)	অতিরিক্ত সচিব	৩১/০৭/২০২১
০৩.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	অতিরিক্ত সচিব	১৪/০২/২০২২
বদলি হওয়া কর্মকর্তাগণ			
০৪.	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন (৫৭০৩)	অতিরিক্ত সচিব	১৪/০২/২০২২
০৫.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী (৪৯০২)	অতিরিক্ত সচিব	৩০/০৬/২০২২

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা দাপ্তরিক ফোন নম্বর

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ	দাপ্তরিক ফোন নম্বর
০১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)	সাবেক সচিব	১৫-১০-২০১৭ থেকে ০৪-০৬-২০২২	-
০২.	জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী (৫৬৪৬)	সচিব	০৪-০৬-২০২২	৮৮-০২-৯৫১১১২২
০৩.	জনাব নীলিমা আখতার (৫৬৫৩)	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০১-২০২০	৮৮-০২-২২৩৩৫৪০৪৬
০৪.	জনাব মোঃ ইউছুব আলী মোল্লা (৫৭০৭)	অতিরিক্ত সচিব	০৫-০৭-২০২০	৮৮-০২-২২৩৩৫৪০০৮
০৫.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (২০১৮৩)	অতিরিক্ত সচিব	০৬-০৫-২০১৩	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫১৫
০৬.	এ, কে, এম শামীম আক্তার (৫৯০৮)	অতিরিক্ত সচিব	২৭-০২-২০২২	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫১৬
০৭.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯-০১-২০১৪	৮৮-০২-৯৫১৪৮৮৬
০৮.	জনাব গৌতম চন্দ্র পাল (৬৫১৮)	যুগ্মসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	১০-০৬-২০২০	৮৮-০২-৯৫১১৩৩৬
০৯.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (২০৩২১)	যুগ্মসচিব	১৯-১০-২০১৯	৮৮-০২-২২৩৩৫৪০৪৫
১০.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (৭৭৮৭)	যুগ্মসচিব	১১-০২-২০২০	৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৯
১১.	জনাব মো: আব্দুল মোক্তাদের (৬৮০৩)	যুগ্মসচিব	১৪-০৫-২০১৮	৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
১২.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	যুগ্মসচিব	১৪-০৫-২০১৫	৮৮-০২-২২৩৩৫৪৫৩৪
১৩.	সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন (৬৮৯৪)	যুগ্মসচিব	২৭-০৬-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৮১২২৫
১৪.	জনাব মো: সামীমুজ্জামান (২০৩৮৯)	যুগ্মসচিব	০৫-০৭-২০১৮	৮৮-০২-৫৫১০০৬১০
১৫.	জনাব মোঃ মনিরুল আলম (১৫০৯৬)	উপসচিব	১৮-১১-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৮১২২৫
১৬.	জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ (১৫১৬৬)	উপসচিব	২৩-০১-২০২২	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫২৯
১৭.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১৩-১০-২০১৪	৮৮-০২-৫৫১০১২৯৮
১৮.	ফাহমিদা হক খান (৮০৭৯)	উপসচিব	১৯-১২-২০১৮	-

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ	দাপ্তরিক ফোন নম্বর
১৯.	জনাব ফারজানা জেস্‌মিন (১৫৯৩৭)	উপসচিব	০৯-০৬-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫১৪
২০.	জনাব এ.এম.এম. রিজওয়ানুল হক (২০৪৫২)	উপসচিব	২৬-০২-২০২০	৮৮-০২-৯৫১৪০৭৬
২১.	জনাব নীলিমা আফরোজ (১৬১১৩)	উপসচিব	০৮-০৩-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৮০৯৬৬
২২.	জনাব মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ (১৬১৩৭)	উপসচিব	০৮-০৩-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৮৫৩২৩
২৩.	জনাব মোঃ আবু নাছের (৮১৫৭)	উপসচিব	০১-০৪-২০২১	৮৮-০২-৯৫৮৪১২৭
২৪.	শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ	তথ্য অফিসার		৮৮-০২-৯৫১২২৯৩
২৫.	জনাব টিনা পাল (১৬৯৬৭)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১১-০২-২০১৯	৮৮-০২-৯৫৪৬৩২১
২৬.	জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ (২০৫৯৪)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০৩-০৮-২০২০	৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭
২৭.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ (২০৬০২)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১০-০৭-২০১৬	৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬
২৮.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন (১৭০৪৪)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৮-০৬-২০২১	-
২৯.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬-০১-২০১২	৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৩
৩০.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৭.০৫.২০১৫	৮৮-০২-৪৭১১২৪৩৬০
৩১.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫০৪-২০১৩	৮৮-০২-২২৩৩৯০৪০০
৩২.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	৩১-০৫-২০২১	৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫৩৫
৩৩.	জনাব এস, এম সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০-১০-২০১১	৮৮-০২-২২২৩৩৫৫৫২
৩৪.	কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	২৯-০৯-২০১১	৮৮-০২-৯৫৭৩২২৭
৩৫.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০-০৫-২০১৬	৮৮-০২-২২৩৩৫৪৩১০
৩৬.	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন (১১২৯০)	সহকারী সচিব	২০-০৯-২০১৮	৮৮-০২-৯৫৭৪৩১০
৩৭.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১১৫৩৬)	সহকারী সচিব	১৪-০১-২০১৯	৮৮-০২-২২৩৩৮২৪১৫
৩৮.	জনাব বিনা রানী দাস (১১৫৪০)	সহকারী সচিব	১৪-০১-২০১৯	৮৮-০২-৯৫৪৬০৮০
৩৯.	জনাব মোঃ মুর্শিদ আলম (১১৫৯৯)	সহকারী সচিব	২০-১২-২০২০	৮৮-০২-৯৫৭৪০৪৬
৪০.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬-১০-২০১১	৮৮-০২-৯৫৭৩২২৭
৪১.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২৯-১২-২০১০	৮৮-০২-২২২৩৩৫৫৫২
৪২.	জনাব নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২-০৬-২০১১	৮৮-০২-২২৩৩৫২২২৪
৪৩.	জনাব সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১-১১-২০১২	৮৮-০২-২২২৩৩৫৫৫২
৪৪.	জনাব মো: সেলিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৩-১০-২০১৮	৮৮-০২-২২৩৩৮২৪১৫

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত "সুপারিনটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (এসআরটিএম)" সংস্থাটি সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭৭ সালে "ডাইরেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (ডিআরটিএম)"-এ রূপান্তরিত হয়। দেশে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মোটরযানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) হিসেবে নতুন কলেবরে যাত্রা শুরু করে। বিআরটিএ'র অনুমোদিত জনবল ৯৩১ জন। এ কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে; মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ও সরকারি মোটরযান মেরামতের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান এবং দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান পরিদর্শনের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং মানসম্মত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন ২০২১ অর্জন করতে বিআরটিএ সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে "National Road Safety Strategic Action Plan ২০২১-২৪" প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

রূপকল্প

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান;
- মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট সার্টিফিকেট প্রদান;
- সরকারি মোটরযান মেরামতের পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান, দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান পরিদর্শন;
- মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদানুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
- আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি গঠন ও এর কার্যক্রম তদারকি;
- মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
- গণপরিবহনের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
- যেকোনো এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহনের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যা সড়ক নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী বিআরটিএ এর চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার পরিচালনা পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ক) বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশ, পত্র ইত্যাদি অনুসরণে কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা; খ) উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করা; গ) কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো কর্মকান্ড।

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (BSP)

গ্রাহক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন সেবা প্রদান করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে গ্রাহকদের অর্থ ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হয়েছে। সার্ভিস পোর্টাল (BSP) এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদানকৃত সেবাসমূহ:

- শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল ও শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট;

- মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল;
- মোবাইল মেসেজ এর মাধ্যমে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন (এসএমএস) সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক প্রদান ও সার্টিফিকেট সংগ্রহের অ্যাপয়েন্টমেন্ট (ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেল) গ্রহণ এবং মোটরযানের রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানা ও সংযোজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট (ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেল) গ্রহণ;
- মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ট্যাক্স-টোকেনসহ অন্যান্য ফি'র পরিমাণ জানা;
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে ফিটনেস ও ট্যাক্স টোকেনের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং ফি'র পরিমাণ জানা;
- ফিটনেস নবায়নের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ;
- রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রিন্ট;
- MASTER/VISA/NEXUS/AMERICAN EXPRESS/CARD bKash/Rocket মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোটরযানের বিভিন্ন কর ও ফি জমা প্রদান;
- বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো- ১,২,৩ ও ঢাকা জেলা সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ সার্কেল এবং সিলেট সকল সার্কেলের ড্রাইভিং টেস্টের ফলাফল দেখা।

২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন

ড্রাইভিং লাইসেন্স (স্মার্ট কার্ড)

ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিভিন্ন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকায় অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সারাদেশে সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ১০টি হাসপাতালের মাধ্যমে নিয়মিত ডোপ টেস্টের কার্যক্রম চলমান আছে। লাইসেন্স পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিনই ফলাফল ইনফরমেশন সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭,৮৪,৮৫১টি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

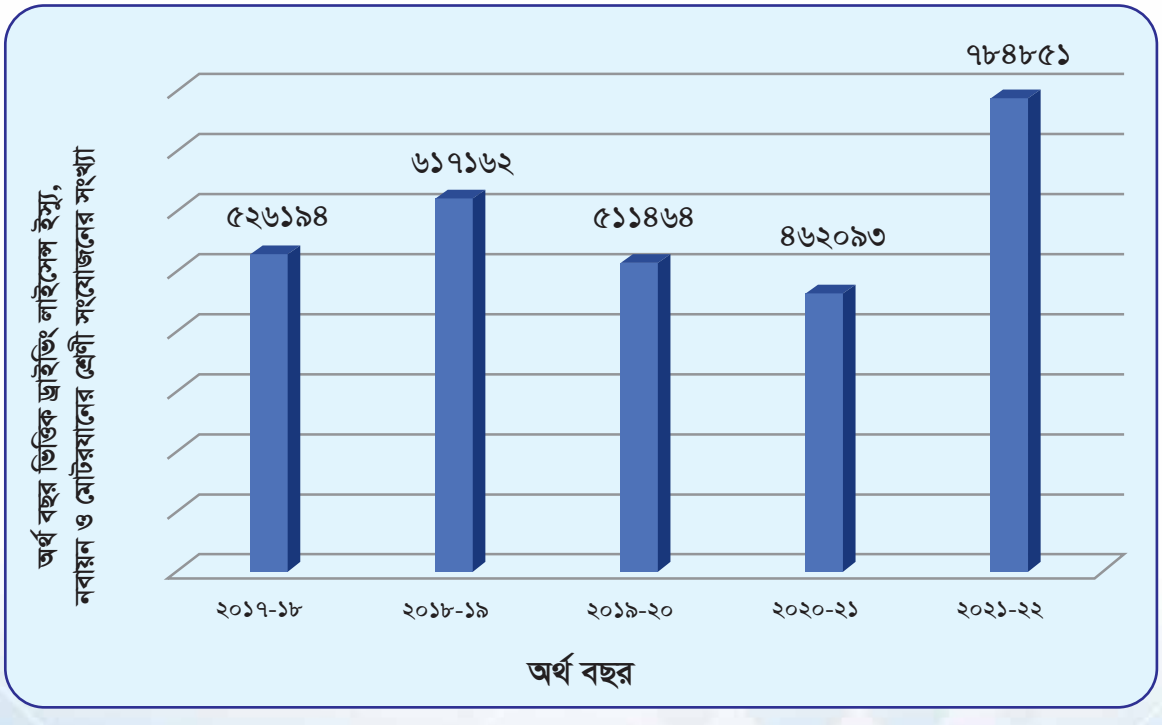

ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ

সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরিবহন সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১২টি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন

প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫,১৬,০৩৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,৮৯,৩২২ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত ও সংযোজনের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

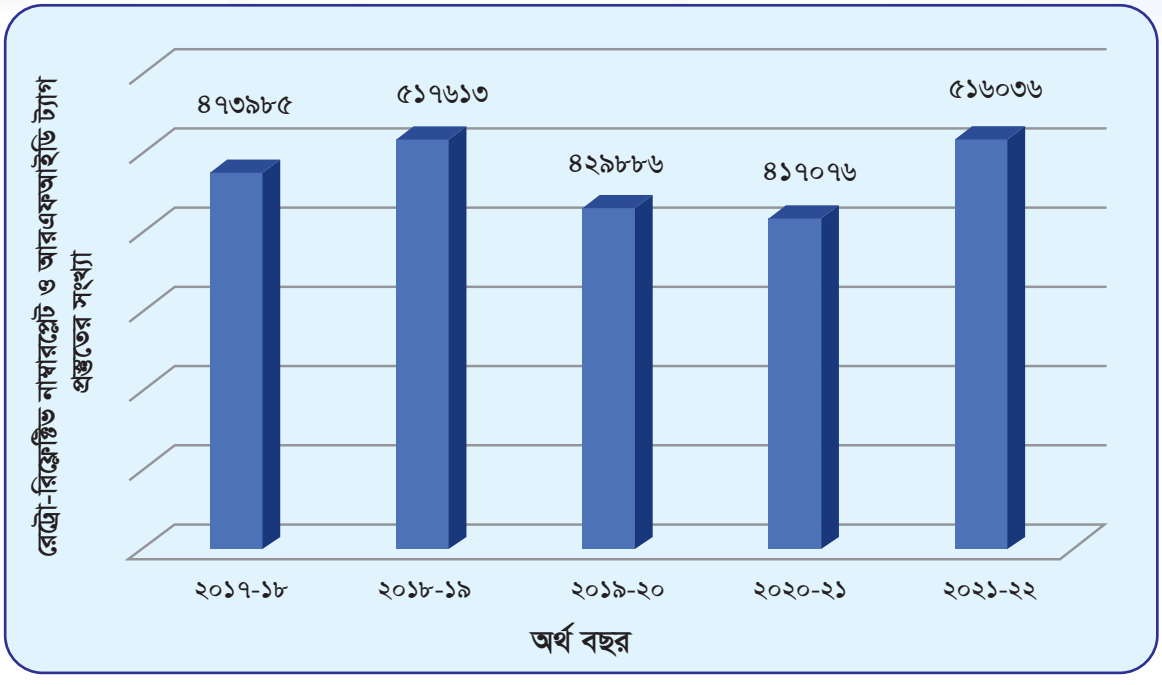

মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি)

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪,৫১,৬০৩টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃতসহ মোট ৪,৭৭,৬২৮টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৫ অর্থবছরে ডিআরসি প্রস্তুত ও বিতরণের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

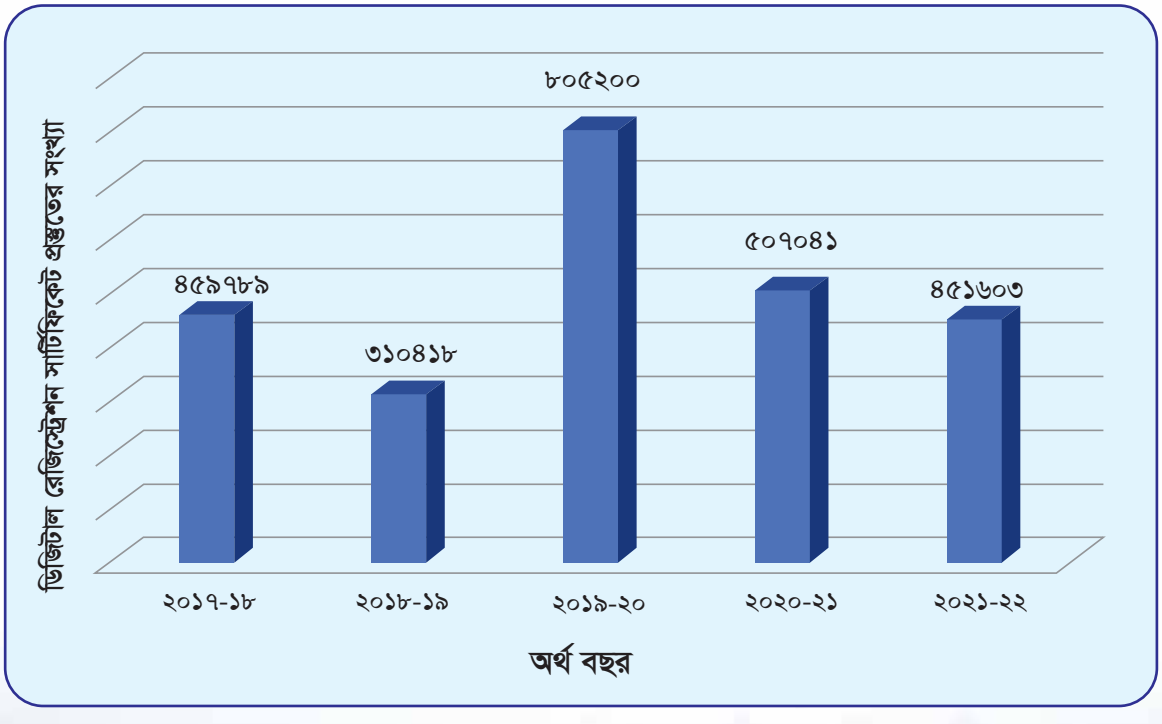

রেজিস্ট্রেশন সনদ

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান

২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,৬৪,৩২২টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ০৫ বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর এবং বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যায়। বিগত ৫ অর্থবছরে মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

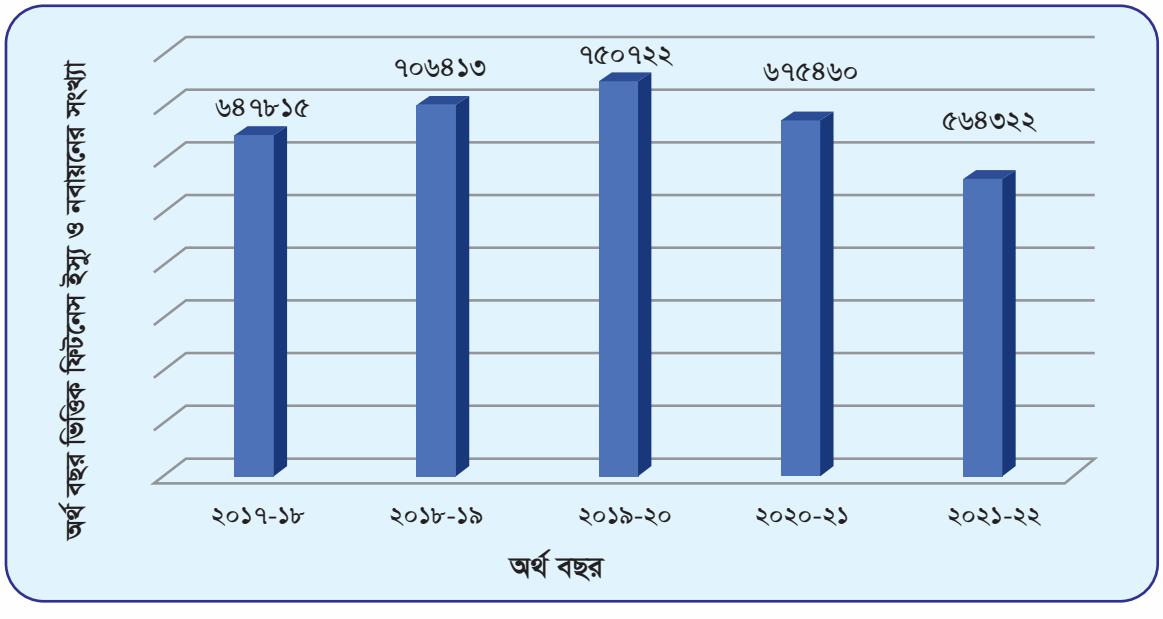

মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন রেকর্ডভুক্তকরণ

- মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আবেদন দাখিলের সময় গতানুগতিক হাতে লেখা ম্যানুয়াল প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ এর পরিবর্তে কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হচ্ছে। বিআরটিএ-আইএস এর মাধ্যমে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৬৭,৫০৪টি মোটরযানের বিপরীতে মোটরযান মালিককে সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হয়েছে;
- ঢাকা মেট্রো-১, ২ ও ৩ সার্কেলের সংরক্ষিত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথিগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল সার্কেল অফিসের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে; এবং
- ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল অফিসে মালিকানা পরিবর্তন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ১০টি টিম বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করছে।

রুট পারমিট

ড্রাইভার ব্যতীত ৯ বা ততোধিক আসন সংখ্যার সকল বাণিজ্যিক মোটরযান এবং ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের রুট পারমিট থাকা আবশ্যক। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২,০৫,১২৫টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়নের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

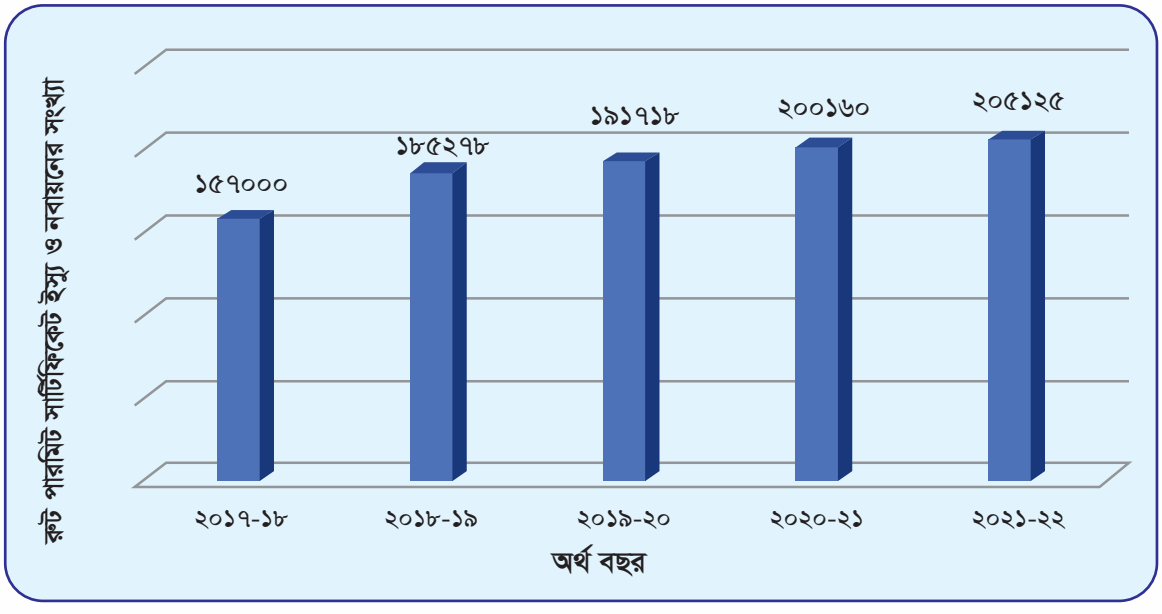

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

দেশব্যাপী ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে অনলাইনে মোটরযান কর, ফি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। পাশাপাশি (https://ipaybrta.brta.gov.bd) ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ডাচ-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট রকেট, বিকাশ ও নেক্সাস কার্ড ও সিটি ব্যাংকের অসবী কার্ডের মাধ্যমে কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৪২১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

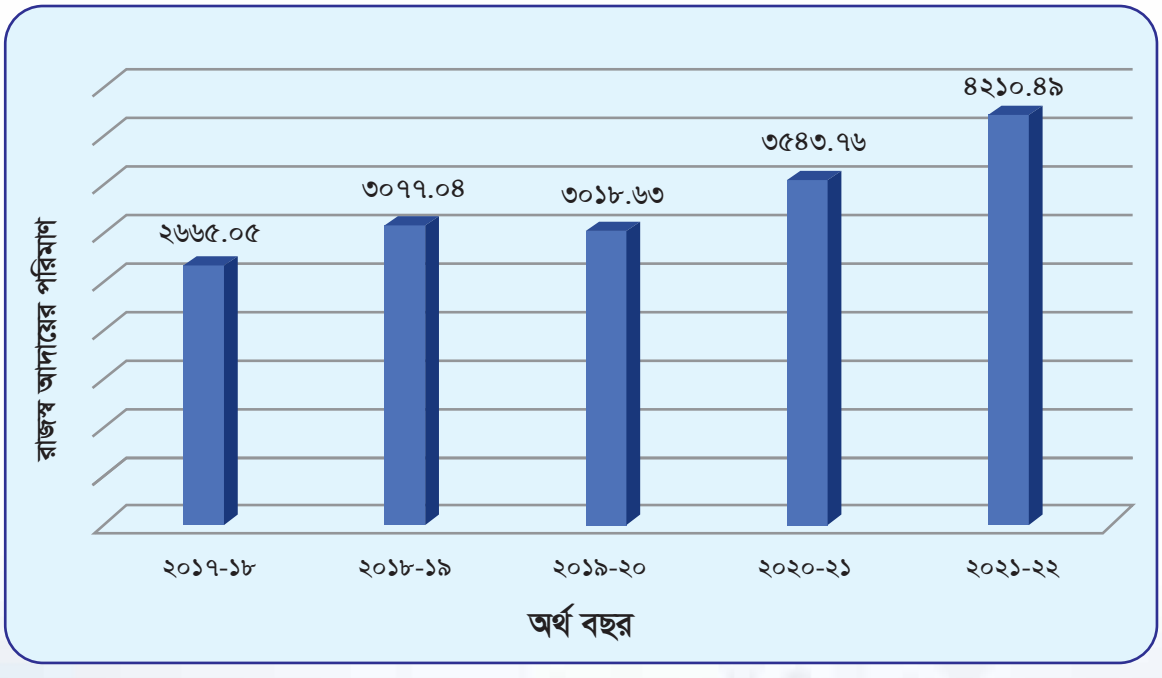

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন

অভিজ্ঞ ও দক্ষ মোটরযান চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫০ জনসহ এ পর্যন্ত ৯৫০ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএ'র আওতায় ১৪৬টি ড্রাইভিং স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল, ওভারলোড ও ওভার স্পিড নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮,৯৮৭টি মামলায় ৩,৯৩,৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায়, ২৩৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এ অভিযানে ২১৬টি মোটরযান ডাম্পিং করা হয়।

জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি

মাস	অভিযানের সংখ্যা	মামলা	জরিমানা (টাকায়)	কারাদন্ড	ডাম্পিং
জুলাই ২০২১	১৬১	১১৮৯	৯,০২,২৫০.০০	০১	০০
আগষ্ট ২০২১	২০৬	২১০০	২০,৮১,৫০০.০০	১১	০৩
সেপ্টেম্বর ২০২১	২৪৩	২৩০৪	৩৩,৯৬,১০০.০০	৪০	১৪
অক্টোবর ২০২১	২১৪	১৭৬১	৩২,৪০,১০০.০০	৩৬	১২
নভেম্বর ২০২১	২৮০	২৩২৭	৬৪,৫৪,০০০.০০	২৩	৩১
ডিসেম্বর ২০২১	২৩২	১৬৯৫	৪৩,৫৯,৫০০.০০	২৩	৫০
জানুয়ারি ২০২২	১৭৬	১৪০৬	৩০,৮২,৮০০.০০	০৩	১৬
ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৬৫	১১২৬	২৭,১৬,৯৫০.০০	১৫	৩৫
মার্চ ২০২২	২১১	১৬৪৬	৩৯,৩৭,২০০.০০	৪০	২৫
এপ্রিল ২০২২	১৬৪	১০৯০	২৮,৩৬,৯০০.০০	০১	০৫
মে ২০২২	১৪৮	৮৪৯	২১,২২,৮০০.০০	০৫	০৮
জুন ২০২২	২৫০	১৪৯৪	৪২,৪৩,৮০০.০০	৪০	১৭
মোট	**২৪৫০**	**১৮৯৮৭**	**৩,৯৩,৭৩,৯০০.০০**	**২৩৮**	**২১৬**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্যাটাগরিভিত্তিক বিআরটিএ মোবাইল কোর্টের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	অপরাধ মামলা	জরিমানা (টাকায়)	ডাম্পিং	কারাদন্ড	
১	অতিরিক্ত ভাড়া আদায়	৩৬৭	১০,৩৮,৫০০	০০	০০
২	ফিটনেস বিহীন গাড়ী	৩০৩৮	৬,৩৮,৮৯০	০০	০০
৩	রুট পারমিট বিহীন	৪১০	১,১৭,০০০	২১৬	০০
৪	হাইড্রলিক হর্ণ	২৮২	৩,১৭,০০০	০০	০০
৫	হাইওয়েতে ওভার স্পীড	৩১০	৪,১৪,৫০০	০০	০০
৬	নছিমন, করিমনসহ ছোট গাড়ী	১৩৭২০	২,২৭,৯৫,০০০	০০	০০
৭	বাস রুট রেশনালাইজেশন	২৪০	৯,৭৬,২০০	২৯	০০
৮	মেট্রো সার্কেল- ১/২/৩ এ দালাল বিরোধী অভিযান	৭০১	৬,৯৩,২০০	০০	১৯৬
মোট =		**১৯,০৬৮**	**২,৬৯,৯০,২৯০**	**২৪৫**	**১৯৬**

রাইড শেয়ারিং

গণপরিবহনের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানার মোটরযানসমূহ ভাড়ায় পরিচালনার জন্য অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪,৫৩২টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

ট্রাস্টি বোর্ড

সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ বা মৃত্যুবরণকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা তহবিল পরিচালনার জন্য সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৪ ধারায় বর্ণিত ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত ধারা ৫৪(৩) এবং ৫৪(১) (ঠ) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সচিব, বিআরটিএকে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব এর দায়িত্ব প্রদান করে ২২ ডিসেম্বর ২০২০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন।

বিআরটিএ'র ভেহিক্যাল ইনস্পেকশন সেন্টার (ভিআইসি)

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নবায়নের লক্ষ্যে মিরপুরে সেমি অটোমেটেড দুই-লেন বিশিষ্ট মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) চালু রয়েছে। ফিটনেস পরীক্ষার জন্য উক্ত ভিআইসি'টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় একইস্থানে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরেকটি ১২ লেন-বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যমান ২-লেন ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

নির্মাণাধীন ১২-লেন-বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

মাল্টিপারপাস ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত Multipurpose Center-এ Vehicle Inspection Center (VIC) নির্মাণ করা হবে।

সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মোটরযান চালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় এবং জেলা শহরে নিয়মিত লিফলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ এবং রোড শো আয়োজন করা হয়। তাছাড়া বিআরটিএ কর্তৃক দেশের জেলা সদরের স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	পেশাজীবী গাড়িচালক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ		সভা/সেমিনার		প্রচার ও বিজ্ঞাপন		
		সংখ্যা	অংশগ্রহণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণ	বিতরণকৃত লিফলেট	বিতরণকৃত পোষ্টার/স্টিকার	অডিও/ ভিডিও
২০২১-২০২২	৬২৯০০	৩০৯	৪৮৪৮৩	৯৬	৯৮৭২	৭৯৭৫৪১	৪৫৪৮০০	৪

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন পত্রিকায় ৪০৬টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ১১১টি সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের নাটিকা/টিভি ফিলার তৈরি করে স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীসহ মোটরযান মালিক, চালক ও পথচারীদের মধ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৪৫টি টিভি ফিলার তৈরি করা হয়েছে এবং যা একটি টিভিতে প্রচারেরর কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশ পুলিশ হতে প্রাপ্ত সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের মে পর্যন্ত ৫০১২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪,৪৩৪ জন নিহত এবং ৪,১৬২ জন আহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
২০১৫-২০১৬	২,৫৫৬	২,৪৬০	২,১৮৪
২০১৬-২০১৭	২,৬৮৮	২,৬৫২	২,০৭৮
২০১৭-২০১৮	২,৪৯৮	২,৫১৩	১,৮৭৬
২০১৮-২০১৯	৩,১২৬	৩,১৯৬	২,৯৬২
২০১৯-২০২০	৪,১৯৬	৪,০২৮	৪,১৯০
২০২০-২০২১	৫,১৪২	৪,৭৫৮	৪,৭২১
২০২১-২০২২ (মে/২২ পর্যন্ত)	৫,০১২৫৪৪৬	৪,৪৩৪৪৭৭১	৪,১৬২৪৫৬১

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম

নিরাপত্তা সচেতনতামূলক রোড-শো এ বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব

মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সারাদেশে সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে ৬টি প্রতিষ্ঠান (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, শের-ই-বাংলা নগর, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা) এর মাধ্যমে নিয়মিত ডোপ টেস্টের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, সরকার নির্ধারিত ফি অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতেও ডোপটেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১ সালে বিআরটিএ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পঞ্চমবারের মতো দিবসটি পালন করেছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি'।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পেশাজীবী গাড়ি চালকদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ

২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে সারাদেশে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের ০২ দিনব্যাপী রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৬২,৯০০ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাফিক পুলিশ, ডাক্তার, রোড সেফটি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় পেশাদার মোটরযান চালকদের অংশগ্রহণ

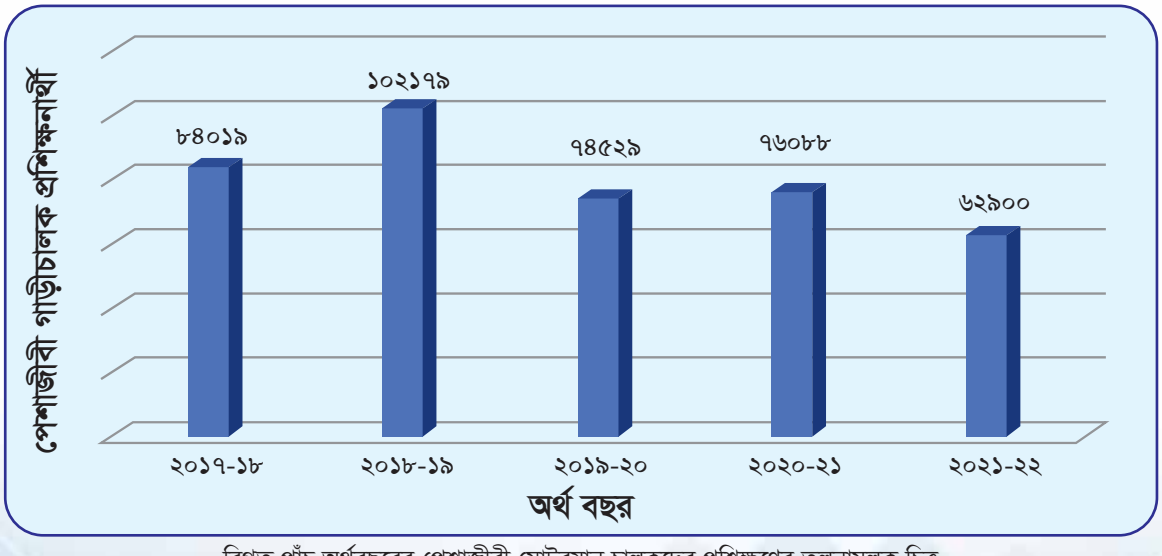

বিগত পাঁচ অর্থবছরের পেশাজীবী মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্র

বিআরটিএ'র আর্কাইভ

বিআরটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ডিজিটাল উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে দ্রুত যাচাই করতে গ্রাহকসেবা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সিস্টেম তৈরি ও পরিচালনার জন্য পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ করে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সিএনএস লি: এর সাথে ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। ২ (দুই) বছরের মধ্যে তিনটি মেট্রো সার্কেলে প্রায় ৩,৫৬,৩৩,৯৫০ (তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) পৃষ্ঠা স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত ১,৭৫,৭২,৯৮৮ পৃষ্ঠা দলিল স্ক্যান হয়েছে।

গণশুনানি

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৩টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিআরটিএ সিলেট সার্কেল অফিসে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ-তে ২৯৩টি অভিযোগ দাখিল করা হয়। তন্মধ্যে ১৩টি অন্য দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২৮০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ১০০%। এছাড়া সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু আছে এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। গত অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা ও বিভাগীয় অফিসের সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক ০৪টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। NIS বিষয়ে ২৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার এবং এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালুর পর হতে বিআরটিএ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত সফটওয়্যারেও প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। গত ২৮ জুন ২০২২ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ বিআরটিএ সদর কার্যালয় এবং বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয়

ই-টেন্ডার

বিআরটিএ'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৬,১৮,৫৬,৬৭২.৫০ টাকার ৭টি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

ইনোভেশন

গত অর্থবছরে ৩টি ইনোভেশন নিয়ে কাজ করা হয়। (১) উদ্ভাবনী ধারণার নাম: ডিলার/শো-রুম কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন বিএসপি'র মাধ্যমে অনলাইনে ডাটা এন্ট্রির পাশাপাশি ক্রেতা ইচ্ছা করলে যাতে নিজে নিজেই আবেদন দাখিল করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি। (২) সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ: মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (মালিকানা বদলী সহজীকরণের নিমিত্তে) (৩) সেবা ডিজিটাইজেশন: মোটরযানের মালিকানা বদলীর নাগরিক সেবার আবেদনপত্র বিআরটিএ সার্কেল অফিসে জমা রাখার ক্ষেত্রে সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তিস্বীকার রশিদ প্রদান।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরের ১৬টি বিষয়ের উপরে মোট ১২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

জনবল

১৯৮৭ সালে ২৯১ জন জনবল সমন্বয়ে বিআরটিএ'র যাত্রা শুরু হয়। ১০৮ জন জনবল নতুন সৃজিত হয়ে বর্তমানে অনুমোদিত জনবল সংখ্যা ৯৩১ জন। বিআরটিতে নতুন মেট্রো সার্কেল ১টি এবং নতুন জেলা সার্কেল ৭টি সৃজিত হওয়ায় বর্তমানে বিআরটিতে মোট মেট্রো সার্কেল ৬টি এবং মোট জেলা সার্কেল ৬৪টি।

শ্রেণি	মোট	কর্মরত (সরাসরি)	কর্মরত (পদোন্নতি)	কর্মরত (প্রেষণ)	মোট কর্মরত	মোট শূন্য
১ম	১৮৫	৪৪	৭২	১৮	১৩৪	৫১
২য়	১৮৫	৬৬	৫৮	০	১২৪	৬১
৩য়	৪২৩	২৬৮	৯৪	০	৩৬২	৬১
৪র্থ	১৩৮	৮৭	২	০	৮৯	৪৯
মোট	**৯৩১**	**৪৬৫**	**২২৬**	**১৮**	**৭০৯**	**২২২**

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

মহাসড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২-এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর নিমিত্ত প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

হেল্প ডেস্ক ও ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং জনবলের জন্য পিডিএস সফটওয়্যার

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র গ্রাউন্ড ফ্লোরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ'র জনবল এর তথ্য সুবিন্যস্ত করে রাখার জন্য পিডিএস সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্থাপিত হেল্প ডেস্ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন

'নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান' "বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো" সম্বলিত ৫,৯৩,৫১৮টি স্টিকারসহ লিফলেট বিতরণ করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২২ জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে স্কুল/মাদ্রাসায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি পালন করা হয়।

স্কুল/মাদ্রাসায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি

চ্যালেঞ্জসমূহ

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা;
- বিআরটিএ'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়ন;
- জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ; এবং
- মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক) গ্রহণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো (যেমন: ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‍্যাম্প, পরীক্ষার হল, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযান) নির্মাণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিআরটিএ'র সেবা সহজিকরণের জন্য সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ঢাকার ইকুরিয়া, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৪টি ভিআইসি চালুকরণ ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ভিআইসি স্থাপন;
- স্বল্প মেয়াদে বৃহত্তর ১৭ জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ও পাবলিকেশন, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, গবেষণা ও উন্নয়ন, রোড এক্সিডেন্ট ডাটা এনালাইসিস, প্রকিউরমেন্ট এবং রাইড শেয়ারিং এর জন্য পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর ৬টি নতুন শাখা চালু করা;
- বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন চালুকরণ; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাত্রীসেবা ও পণ্য পরিবহন এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরটিসি বাস এবং ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদে ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার খাতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীর মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে বিআরটিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

- যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- ডিপোর বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা;
- পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা; এবং
- নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

রাজস্ব আয়

যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে বিআরটিসি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫৭.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় বাবদ ৪১২.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উদ্বৃত্ত ৪৪.৬৩ কোটি টাকা হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি, সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন প্রদান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছররে বিআরটিসি কর্তৃক সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৫২.০৯২৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১০.৮৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.১৮ কোটি টাকা। ২১টি প্রশিক্ষণ ভবনের মধ্যে ১৯টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি ভবন নির্মাণের কাজ এখনও শুরু হয়নি। ২৫টি কেন্দ্রে স্টুডেন্ট ফার্নিচার এবং ২৫ সেট অফিস ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ৯০টি ট্রেনিং কারের মধ্যে ৬২টি ট্রেনিং কার এবং ৪টি বাস মেরামত করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৪.২৫ শতাংশ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২৭ জুন ২০২১ তারিখে বিআরটিসি'র অধীনস্থ ডিপো, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ সেন্টারসমূহের ইউনিট প্রধানদের সাথে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিসি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্কোর ১০০ নম্বর এর মধ্যে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের স্কোর ছিল ৭০ নম্বর। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২০২২	অর্জন
			১০০%	১০০%
১	পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০	৫১০
২	পরিবহনকৃত পণ্য	পরিমাণ (হাজার টন)	৫৫০	৮৯০
৩	বিআরটিসি'র নিজস্ব সংগৃহিত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	৩৮০	৪৪০
৪	প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	৮০০০	১৮৬০০
৫	ডিজিটালাইজেশনকৃত ডিপো	সংখ্যা	৮	৮টি
৬	নিরীক্ষাকৃত ডিপো	সংখ্যা	২৭	২৭টি
৭	আয়োজনকৃত গণশুনানী	সংখ্যা	৪	৪
৮	প্রশিক্ষণ প্রদত্ত কর্মচারী	সংখ্যা	১০০	১০০ জন
৯	মেরামতকৃত অবাণিজ্যিক গাড়ী	সংখ্যা	৫০০০	৫১০০
১০	অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ি	সংখ্যা	৩০	২০০টি

মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিআরটিসি'র অনুমোদিত মোট পদ ৫৪৬৯টি। তন্মধ্যে ২৪৬১টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০৩ জন, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) ০৬ জন, কারিগর ৭৬ জন, চালক গ্রেড-সি ১০২ জন, নিরাপত্তা প্রহরী ৩৫ জন ও কম্পিউটার অপারেটর ১৭ জনসহ সর্বমোট ২৩৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কন্ডাক্টর-ডি (কাউন্টারম্যান) ৩০০টি শূন্য পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রয় কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সাঁট লিপিকার, ইলেক্ট্রিশিয়ান (নির্মাণ), এস্টিমেটর (সিভিল), সহকারী নকশাকারী/ড্রাফটসম্যান, আমিন, বিল সহকারী, টেলিফোন অপারেটর, ষ্টোরম্যান, পিওএল এটেন্ডেন্ট, পরিচ্ছন্নতা কর্মী মোট ১৪টি ক্যাটাগরিতে ৯৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আরো ১০০ জন চালক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে নূন্যতম ৬০ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার, এপিএ, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস, ই-গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন, ডেপুটি ম্যানেজার হিসাব অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সার্বিক বিষয়াদি সংক্রান্ত, ডিপো ইউনিটের অফিস এ্যাডমিনদের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত, এপিএএমএস সফটওয়্যার বিষয়ে ৩৮টি প্রশিক্ষণে ১১০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি, ছুটি নগদায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিসি'র নিজস্ব আয় হতে অনলাইনে অবসরপ্রাপ্ত ৫৭১ জন কর্মকর্তা - কর্মচারিদের সিপিএফ/গ্র্যাচুইটি/ছুটি নগদায়ন পাওনা বাবদ ২০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অপারেশন বিভাগ

অপারেশন বিভাগের অন্যতম সেবা হচ্ছে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন। ২২টি বাস ডিপোর মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন এবং ২টি ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা হয়। সারাদেশে ২১৩টি রুটে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাস পরিচালনার তথ্য উপস্থাপন করা হল।

মাসের নাম	মোট বাস	সচল বাস	নির্ধারিত রুটে চলমান বাস	মন্তব্য
জুলাই ২০২১	১৭৬২	১২৪৪	৯৮০	হালকা ও রানিং মেরামতে থাকায় সকল বাস অনরুট করা সম্ভব হয় না।
আগষ্ট ২০২১	১৭৬২	১২৫১	৯৮৭	
সেপ্টেম্বর ২০২১	১৭৬২	১২৯০	৯৯২	
অক্টোবর ২০২১	১৭৬২	১২৬৬	১০৫১	
নভেম্বর ২০২১	১৭৬২	১২৬০	১০৭৭	
ডিসেম্বর ২০২১	১৭৬২	১২৩৬	১০৭৮	
জানুয়ারি ২০২২	১৬১১	১২৩৩	১০৩১	
ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৬১১	১২২৩	১১০২	
মার্চ ২০২২	১৬১১	১২০৬	১১৮০	
এপ্রিল ২০২২	১৬১১	১২০৬	১১২০	
মে ২০২২	১৬০০	১২৩৩	১১২২	
জুন ২০২২	১৬০০	১২৩৪	১১০৮	

বর্তমানে ১২৩৫টি সচল বাস নির্ধারিত রুটে চলাচল করছে। রুটভিত্তিক আয়-ব্যয় মনিটরিং করার পাশাপাশি অলাভজনক রুটে গাড়ী চালাতে নিরুৎসাহিত করা হয়। পণ্য পরিবহনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিবহনে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আয়-ব্যয়

বিআরটিসিকে আয় করে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। বর্তমানে বিআরটিসি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৫৭.২৭ কোটি, ব্যয় হয়েছে ৪১২.৬৪ কোটি টাকা এবং উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪৪.৬৩ কোটি টাকা। নিম্নে বাস ও ট্রাকের আয়-ব্যয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হল।

বাসের আয়-ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

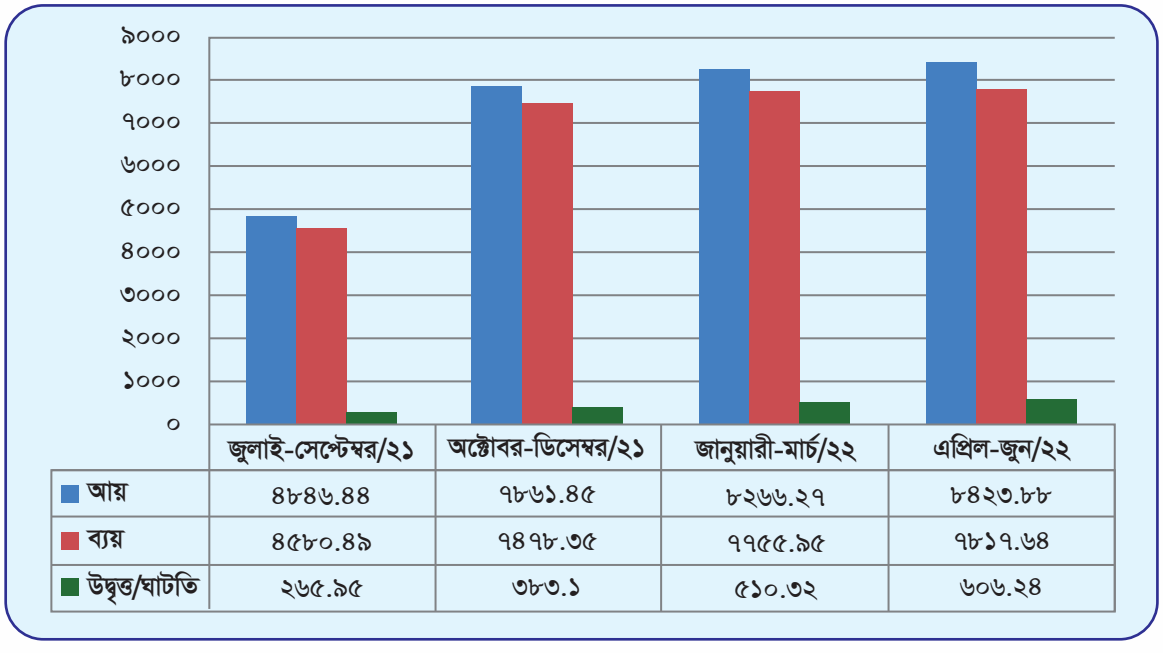

	জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারী-মার্চ/২২	এপ্রিল-জুন/২২
আয়	৪৮৪৬.৪৪	৭৮৬১.৪৫	৮২৬৬.২৭	৮৪২৩.৮৮
ব্যয়	৪৫৮০.৪৯	৭৪৭৮.৩৫	৭৭৫৫.৯৫	৭৮১৭.৬৪
উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২৬৫.৯৫	৩৮৩.১	৫১০.৩২	৬০৬.২৪

ট্রাকের আয়-ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

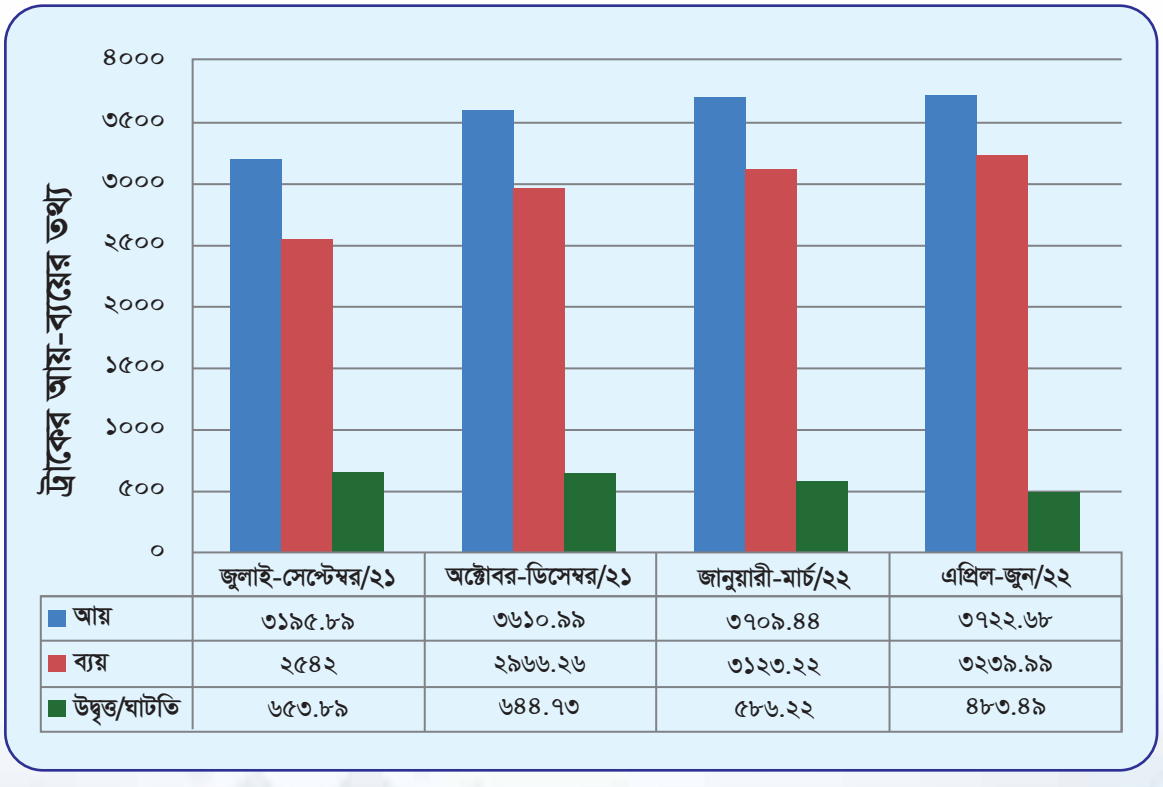

	জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারী-মার্চ/২২	এপ্রিল-জুন/২২
আয়	৩১৯৫.৮৯	৩৬১০.৯৯	৩৭০৯.৪৪	৩৭২২.৬৮
ব্যয়	২৫৪২	২৯৬৬.২৬	৩১২৩.২২	৩২৩৯.৯৯
উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৬৫৩.৮৯	৬৪৪.৭৩	৫৮৬.২২	৪৮৩.৪৯

স্থাপনা ও স্টোরের যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ২০২১-২২ অর্থ বছরের আয় ও প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

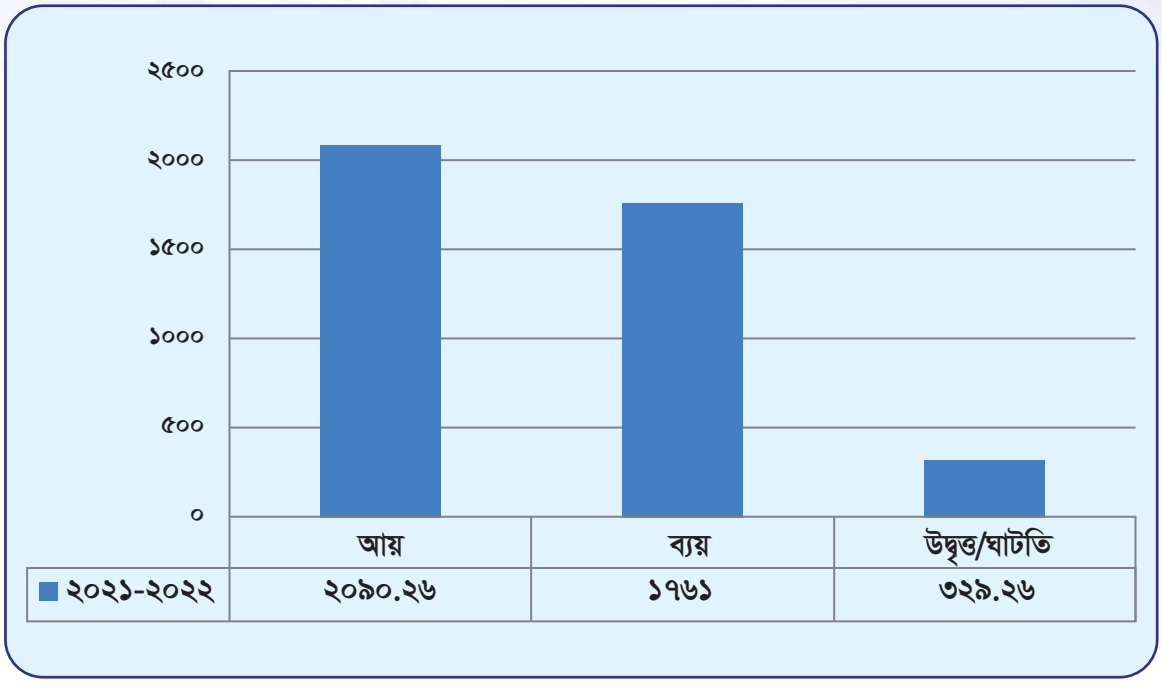

কারিগরি বিভাগ

কারিগরি বিভাগ যানবাহন মেরামত করার পাশাপাশি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে দক্ষ চালক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

যানবাহন মেরামত

বিআরটিসিতে হালকা ও ভারী উভয় ধরণের যানবাহন মেরামত করা হয়। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১০টি যানবাহন মেরামত করা হয়েছে। নিম্নে মেরামতের চিত্র উপস্থাপন করা হল:

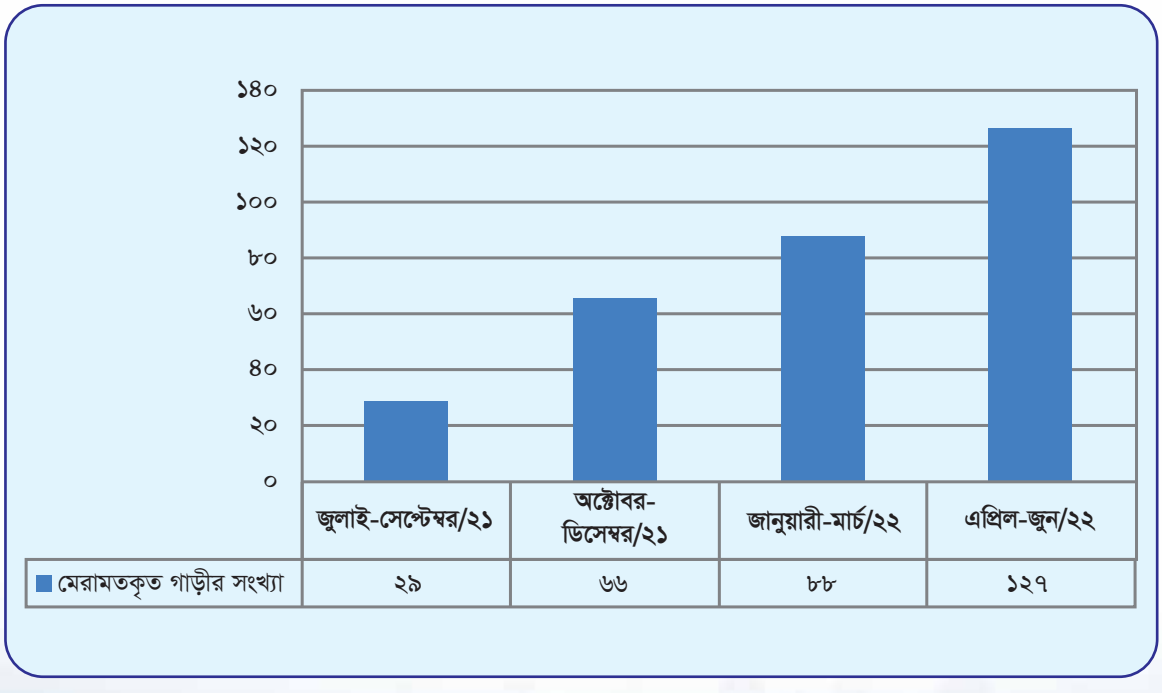

পুরাতন গাড়ী নিলাম ঘোষণা

২০২১-২২ অর্থবছরে পুরাতন ও অকেজো ২৬০টি গাড়ী নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। ফলে গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণে বিআরটিসি'র সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে নিলামে বিক্রয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হল:

ক্রম	হস্তান্তর আদেশ নং ও তারিখ	গাড়ির সংখ্যা	গাড়ির ধরণ	মন্তব্য
১.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২১,তাং-১৯/১০/২০২১	১০টি	কার, জীপ ও একতলা বাস	-
২.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২২,তাং-২৪/১০/২০২১	০৮টি	একতলা বাস	-
৩.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২৩,তাং-২৪/১০/২০২১	০৮টি	একতলা বাস	-
৪.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২৬,তাং-২৫/১০/২০২১	০১টি	একতলা বাস	-
৫.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২৭,তাং-২৫/১০/২০২১	০৭টি	একতলা বাস	-
৬.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২৮,তাং-২৭/১০/২০২১	৪০টি	একতলা বাস	-
৭.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১২৯,তাং-২৭/১০/২০২১	৩৩টি	মিনিবাস ও একতলা বাস	-
৮.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১৩৩,তাং-০৮/১১/২০২১	৪০টি	একতলা বাস ও দ্বিতল বাস	-
৯.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৭.২১-১৩৪,তাং-০৮/১১/২০২১	০৬টি	মিনিবাস ও একতলা বাস	-
১০.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৩৮,তাং-২৮/৩/২০২২	০৮টি	কার, জীপ ও ট্রাক	-
১১.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৩৯,তাং-২৮/৩/২০২২	০৩টি	কার ও একতলা বাস	-
১২.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৪৩,তাং-০৪/৪/২০২২	০১টি	কার	-
১৩.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৪৫,তাং-১২/৪/২০২২	০৮টি	একতলা বাস	-
১৪.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৪৬,তাং-১২/৪/২০২২	০১টি	একতলা বাস	-
১৫.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৫১,তাং-২০/৪/২০২২	৬৯টি	কার, জীপ, মাইক্রোবাস ও কোস্টার	-
১৬.	৩৫.০৪.০০০০.০১৭.০০.৫৬৯.২২-৫০,তাং-২০/৪/২০২২	১৭টি	কার, জীপ, মাইক্রোবাস ও পিকআপ	-
	মোট	**২৬০টি**	-	-

প্রশিক্ষণ

যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে বিআরটিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হলেও অনলাইন ও বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪,৭৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ১২,১৮৭ জন এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ২,৬০৭ জন।

নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৫৮৩ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পদ্মা সেতু প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, জয়ীতা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, আনসার ও ভিডিপি, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিপিএটিসি সাভার, বার্ড, আর ডি এ বগুড়া, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরর, জেলা পরিষদ, নায়েম, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ইউসেফ এর ৭,৩৯২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চালক প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চালক প্রশিক্ষণের তথ্য

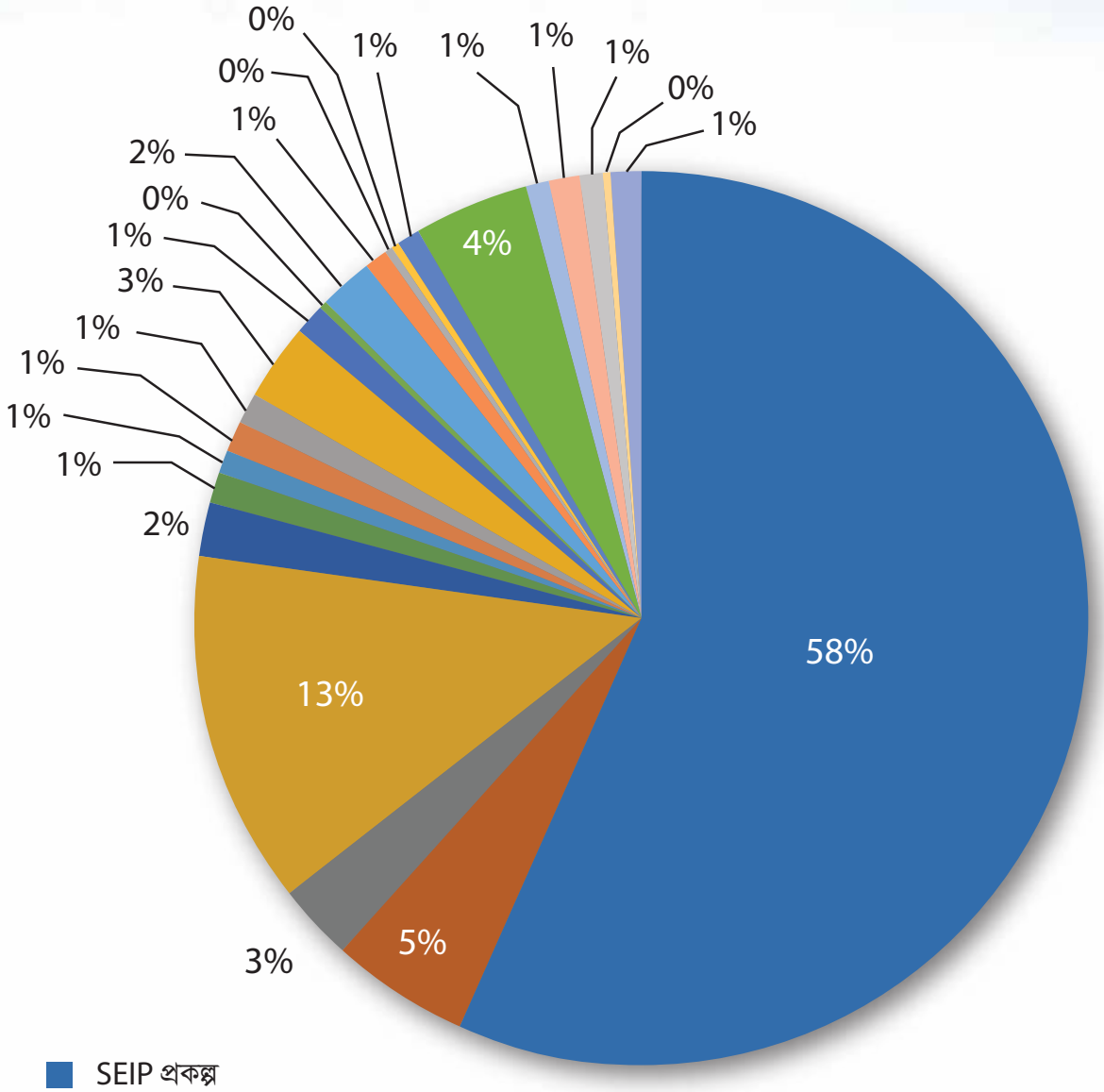

ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটের ভবন দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্র নিম্নরূপ:

প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান চিত্র

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর বর্তমান অবস্থা

ঢাকা ট্রাক ডিপোর বর্তমান অবস্থা

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

বাসবহর

বিআরটিসি নিয়মিত যাত্রীসেবা প্রদানের পাশাপাশি হরতাল, অবরোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতায় যাত্রীসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ কোটি ০৩ লক্ষ ০৬ হাজার যাত্রীকে বিআরটিসি'র পরিবহন সেবা প্রদান করা হয়।

বিআরটিসি'র বাস

ট্রাকবহর

বিআরটিসি ট্রাকের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার, কৃষি উপকরণ, খাদ্যদ্রব্য, কাগজসহ প্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়মূল্যে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতিক বন্যা ও জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিকালীন বিআরটিস'র ট্রাক দিয়ে সার, চালসহ জরুরি পণ্য সূলভ মূল্যে পরিবহন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯০৯.১৫ হাজার মেট্রিকটন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি ট্রাক

বিআরটিসি'র সার্ভিসসমূহ

সিটি বাস সার্ভিস

নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে বিআরটিসি বাস দিয়ে সিটি সার্ভিস পরিচালনা করছে। ঢাকা শহরের ৩০০টি বাস ৪১টি রুটে এবং চট্টগ্রাম শহরে ০৯টি দ্বিতল বাস ১টি রুটে সিটি সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

সিটি সার্ভিস বাস

চক্রাকার বাস সার্ভিস

যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোহাম্মদপুর-পলাশী, দিয়াবাড়ী-মতিঝিল, উত্তরা খালপার-পঞ্চবটি রুটে বিআরটিসি'র ০৭টি দ্বিতল বাসের মাধ্যমে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিসের পাশাপাশি দেশের জেলা/উপজেলাসহ প্রত্যন্তঅঞ্চলে ১৬৩টি বিভিন্ন রুটে বিভিন্ন মডেলের (এসি, নন এসি ও টিসি/টাটা বাস) ৪২০টি বাস চলাচল করছে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে ২১টি জেলার ২৩টি রুটে ৬০টি বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

আন্তঃজেলা সার্ভিস বাস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিআরটিসি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যাত্রীসেবা প্রদানের মাধ্যমে অনন্য ভূমিকা রাখছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে গত ০৯ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র ০২টি বাস দ্বারা আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু করা হয়। বর্তমানে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা ও ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা আন্তর্জাতিক ৪টি রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে। এতে যাত্রীসেবার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক রুটে পরিচালিত বাস

স্টাফ বাস সার্ভিস

- সিটি ও আন্তঃজেলা রুটে বিআরটিসি বাস পরিচালনার পাশাপাশি সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৬৪টি রুটে বিআরটিসি'র ২০২টি স্টাফ বাস সার্ভিস চলমান আছে।
- ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৮১টি বাস ৮৫টি রুটে নিয়মিত চলাচল করছে।

স্টাফ বাস

মহিলা বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবী ও অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা-নেয়ার জন্য ০৯টি রুটে ০৯টি বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চলমান আছে।

মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল/কলেজ বাস সার্ভিস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প ভাড়ায় ও নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকাস্থ এয়ারপোর্ট-শহীদ রমিজ উদ্দিন স্কুল রুটে ০১টি এবং চট্টগ্রাম শহরে ১০টি বিআরটিসি স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস চলমান রয়েছে।

ঢাকা নগর পরিবহন সার্ভিস

ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে Bus Route Rationalization করে একক কোম্পানীর মাধ্যমে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর রুটে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সার্ভিস চালু করা হয়। উক্ত রুটে বিআরটিসি'র ৩০টি বাস যুক্ত আছে। আরো ৩টি রুটে শীঘ্রই এ বাস সার্ভিস চালু করা হবে। যাত্রী সেবার মান উন্নয়নে গত ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ই-টিকেটিং সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ১১টি রুটে ই-টিকেটিং চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল রুটে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হবে।

রুটের স্টপেজসমূহ

আপ: ঘাটারচর-বসিলা-মোহাম্মদপুর থানা-সিটি কলেজ-শাহবাগ-মতিঝিল-টিকাটুলি-যাত্রাবাড়ী-শনিরআখড়া-সাইনবোর্ড-কাঁচপুর

ডাউন: কাঁচপুর-সাইনবোর্ড-যাত্রাবাড়ী-টিকাটুলি-মতিঝিল-শাহবাগ-এলিফ্যান্ট রোড-জিগাতলা-শারিরিক শিক্ষা কলেজ-বসিলা-ঘাটারচর

ঢাকা নগর পরিবহন সার্ভিস এর শুভ উদ্বোধন

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিসি'র বিশেষ কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ায় উর্ধ্বতন মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, এই ব্রত নিয়ে কর্পোরেশনের গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- ডিপো/ইউনিটের সকল কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় হতে একযোগে প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হচ্ছে;
- গাজীপুরে অবস্থিত সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (আইসিডবিউএস) দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত জুন ২০২১ থেকে পুনরায় নতুন ভাবে চালু করা হয় যার দরুন বর্তমানে গড়ে প্রতি মাসে ০৬ থেকে ০৮টি বাস ভারী মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করত অনরুট করা হচ্ছে;
- বিআরটিসির সকল ডিপোতে টেকনেশিয়ানদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, র‍্যাম্প নির্মাণের মাধ্যমে ওয়ার্কশপগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপোগুলোতে টাইম বাউন্ড পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করায় চলমান বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে;
- ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন মেরামত করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১০০টি যানবাহন মেরামত করা হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয়কে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের থ্রি-ডি চিত্র, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও বিআরটিসি যানবাহনের চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্নার, লাইব্রেরী স্থাপনসহ ভবন আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বিআরটিসির সকল ডিপো/ইউনিটে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ কর্ণার স্থাপন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও বিআরটিসি যানবাহনের চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌন্দর্যবৃদ্ধি, ভবন ও ফটক (গেইট) দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে;
- কর্পোরেশনের চালক, কন্ডাক্টর, কারিগর ও নিরাপত্তারক্ষীদেরকে নতুন পোশাক/ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯১টি বাসে রিভর সংযোগ চালু করা হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ডিপো/ইউনিটে অডিট ফার্ম কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ আভ্যন্তরীণ অডিট জোরদার করা হয়েছে;
- ০৮টি রুটে ই-টিকেটিং ও অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা বিআরটিসি বাসে চালু করা হয়েছে;
- গাজীপুর পেট্রল পাম্প পুনরায় চালু করা হয়েছে;
- বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে:
- বাস রুট Rationalization কার্যক্রমের আওতায় (ঢাকা নগর পরিবহন) ঘাটারচর হতে কাচপুর পর্যন্ত ২১ নং রুটে বিআরটিসি'র ৩০টি বাস নিয়মিত চলাচল করছে এবং ২৬ নং রুটে আগামী অক্টোবর/২২ মাস হতে বিআরটিসি এককভাবে পরিচালনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- বিআরটিসি'র বাসে যাত্রী পরিবহণ কার্যক্রম তদারকির জন্য ভিজিলেন্স টিম কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। চলমান বাসসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও দৃষ্টিনন্দন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত Monitoring করা হচ্ছে;
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২২ উপলক্ষে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি বাসের মাধ্যমে প্রায় ৩.৫০ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে;
- সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২ কাপ বিজয়ী নারী ফুটবলাদের অভ্যর্থনার জন্য বিআরটিসি'র ছাদবিহীন দ্বিতল বাস ০১ দিনের মধ্যে প্রস্তুতপূর্বক প্রদান করা হয়;
- নোয়াখালী জেলায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে;
- বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০৪১ অর্জনে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের অংশ হিসেবে বিআরটিসির ড্রাইভিং এবং অটোমোবাইল ট্রেড প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে বিনামূল্যে গাড়ি সরবরাহ/হস্তান্তর;
- বিআরটিসি'র ডিপো/ইউনিটে ইয়ার্ড ও ড্রাইভিং ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছে;
- বিআরটিসি ত্রৈমাসিক সমাচার ও বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে;
- বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ প্রদানে লক্ষ্যে বিআরটিসির আবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাছাই কমিটির সুপারিশসহ জাতীয় কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে;
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে দপ্তর/সংস্থার প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক প্রদান করা হয়;

- ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরটিসি ১ম স্থান অর্জন করেছে;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- জনদুর্ভোগ নিরসনে ২৬ জুন ২০২২ তারিখ গুলিস্তান ফুলবাড়িয়াস্থ সিবিএস-২ এ ডিজিটাল কাউন্টার উদ্বোধন করা হয়।

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি গুলিস্তান ফুলবাড়িয়াস্থ সিবিএস-২ এ ডিজিটাল কাউন্টার উদ্বোধন করেন

বিআরটিসি বাসে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন

আমদানীকৃত বিআরটিসি'র নতুন বাসে ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে। এর মাধ্যমে বিআরটিসি ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং জনসচেতনতামূলক উদ্ধৃতি যাত্রীসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। বিআরটিসি'র সার্বিক কার্যক্রম ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র প্রর্দশনের জন্য বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের সন্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুরস্কার প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানকে নির্বাচন করা হয়। গত ০২ জুন ২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বিআরটিসি চেয়ারম্যান জানাব মোঃ তাজুল ইসলামকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেন।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান বিআরটিসিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার বাইরে জনসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে:

- ✓ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা অব্যাহত আছে।
- ✓ ঈদ, হজ, বিশ্ব-ইজতেমা, আন্তজার্তিক বাণিজ্য মেলা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান।
- ✓ স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভে বাস সার্ভিস প্রদান করা হয়।
- ✓ বিআরটিসি'র সকল বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ। 'ধূমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার বিআরটিসি'র সকল বাসে সংযোজন করা হয়েছে।
- ✓ যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সম্বলিত স্টিকার বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে সংযোজন করা হয়েছে/হচ্ছে।
- ✓ বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আরামে ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৫টি আসন সংরক্ষিত আছে।
- ✓ বিআরটিসি'র প্রত্যেক বাসে ময়লা ফেলার ঝুঁড়ি সংযোজন করা হয়েছে।
- ✓ সারাদেশে বিআরিটিসি'র বাস সার্ভিসে শিক্ষার্থীদের চলাচলের ক্ষেত্রে হাফ ভাড়া কার্যকর করা হয়েছে।
- ✓ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অনুষ্ঠানে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

বিআরটিসির ডিজিটাল কার্যক্রম

ই-টিকেটিং ও অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম

ঢাকাস্থ ৬টি রুটে বিআরটিসি বাসে ঝামেলামুক্তভাবে স্বল্প সময়ে ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এ যাবত প্রায় ১২ লক্ষ যাত্রী ই-টিকেটিং পদ্ধতি অবলম্বন করে টিকেট সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও সম্প্রতি বিআরটিসি বাসে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

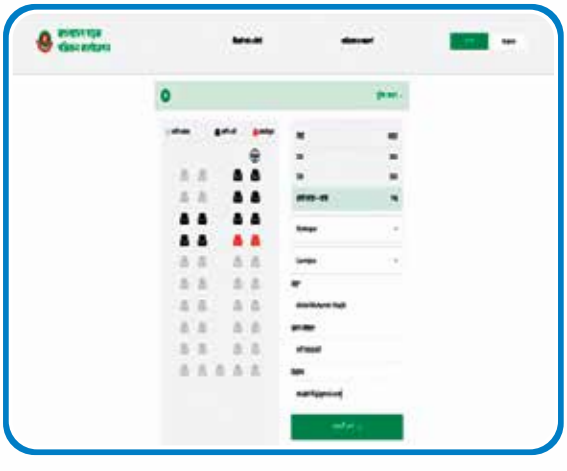

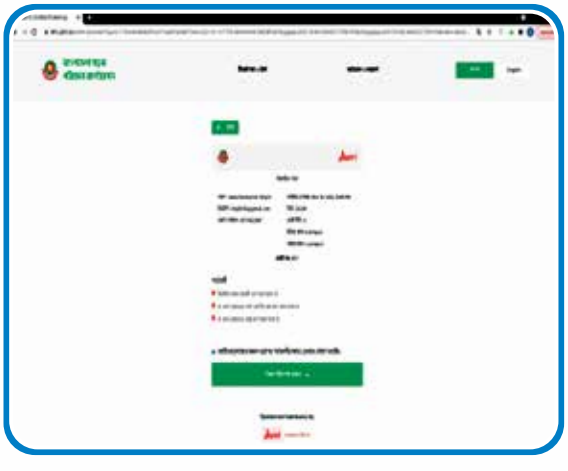

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ই-রেজিস্ট্রেশন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অনলাইনে আলাদা প্লাটফর্মে ই-রেজিস্ট্রেশন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ করে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে পারেন। এ যাবত ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অনলাইনে সফলভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।

ভ্যাহিকল ট্রাকিং সিস্টেম (ভিটিএস)

ভিটিএসের মাধ্যমে বিআরটিসি রাজস্ব বৃদ্ধি, গাড়ী অবস্থান নিশ্চিতকরণ, গতিবিধি ও মাইলেজ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ২২টি বাস ডিপোর ৫০১টি বাস ও ১টি ট্রাকে ভ্যাহিকল ট্রাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০১টি বাস ও ৫০১টি ট্রাকসহ মোট ১২০২টি যানবাহনে VTA স্থাপনের কার্যক্রম চালু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআরটিসির ডিপো/ইউনিট মনিটরিং করার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে বিআরটিসির সকল ডিপো/ইউনিটে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সকল ডিপো/ইউনিটে ২০০টি সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে মোবাইলে এবং ল্যাপটপের মাধ্যমে হেড অফিস থেকে সকল ডিপো/ইউনিটসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

"আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপ

জনসাধারণকে আধুনিক যাত্রী সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে "আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপ চালু করা হয়েছে। গুলিস্তান-নারায়ণগঞ্জ, কুড়িল বিশ্বরোড-বিশনন্দী রুটে 'আমাদের বিআরটিসি এ্যাপস' চালু করা হয়। তাছাড়া পরবর্তীতে ঘাটারচর-কাঁচপুর, ঢাকা-লক্ষীপুর, মহাখালী-কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা-নবাবগঞ্জসহ মোট ০৬টি রুটে 'আমাদের বিআরটিসি এ্যাপস' চালু রয়েছে। এ এ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ/ব্যবহারকারী মোবাইল এ্যাপ এ রুট ও বাসের সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। এ যাবত প্রায় ১৫০০ জন যাত্রী "আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপ ব্যবহার করেছেন।

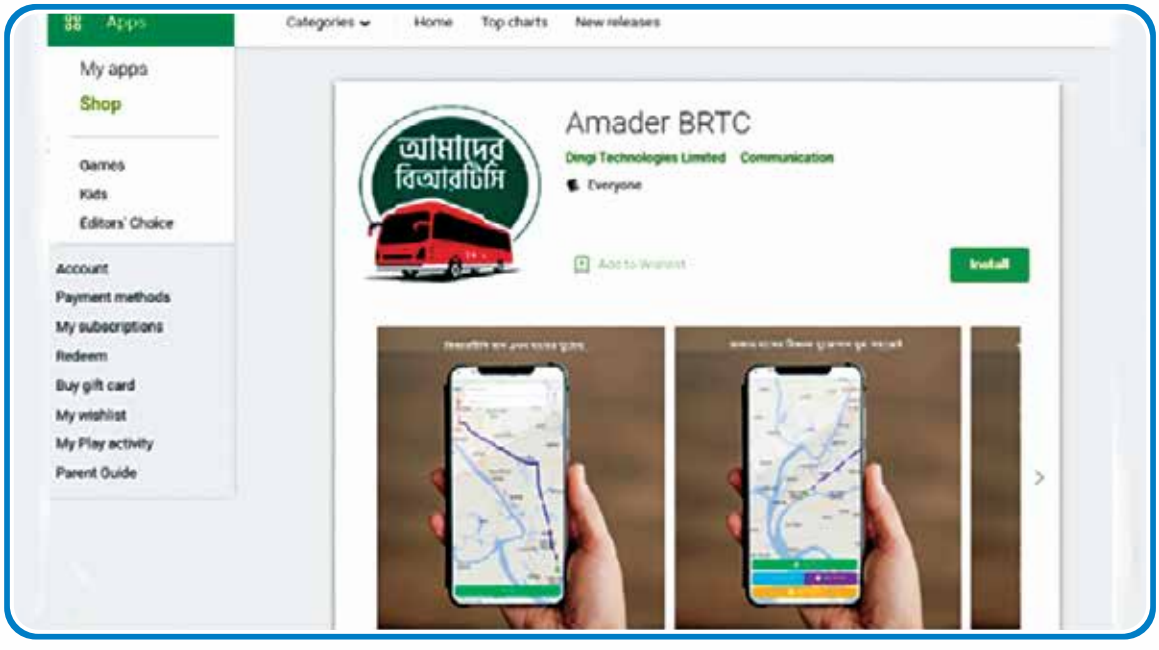

বিআরটিসি ডিজিটাল ফ্লিটম্যানেজমেন্ট

বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে ডিপো/ইউনিটের বাস ও ট্রাকের আয়-ব্যয়, যন্ত্রাংশ, জ্বালানীসহ সকল কার্যক্রম অনলাইন ও অফলাইনে পরিলক্ষিত হয়ে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ০৬টি ডিপো (জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী ও নারায়ণগঞ্জ) এবং ০২টি ওয়ার্কশপ (সিডব্লিউএস, তেজগাঁও ও আইসিডব্লিউএস, গাজীপুর) এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

এসি বাসে WiFi সংযোগ প্রদান

২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৩টি বাসে Wi-Fi ইন্টারনেট সেবা/সুবিধা চালু করা হয়েছে। আরো ০৭টি এসি বাসে Wi-Fi internet সুবিধা চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর ফলে যাত্রীসাধারণ বাসে বসেই বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ডাউনলোড এবং মেইল চেক করতে সক্ষম হচ্ছেন।

BRTC GF এ্যাপ

বিআরটিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ BRTC GF এ্যাপের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সহজেই সিপিএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটি নগদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- শূন্য পদে জনবল নিয়োগ;
- নতুন মডেলের গাড়ী বিআরটিসি বহরে সংযুক্ত করা;
- নিয়মিত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা;
- বকেয়া বেতন, সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন পরিশোধ করা;
- দুর্নীতি শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা;
- মালিক সমিতি ও বেসরকারী মালিক পক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ১০০% রুট পরিচালনা করা;
- রাজস্ব বৃদ্ধি করা;
- ব্যয় সংকোচন করা; এবং
- যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকলসহ নতুন মডেলের বাস বিআরটিসি বহরে সংযুক্ত করা;
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত অফিস ভবনসহ কর্মচারিদের আবাসন ভবন নির্মাণ;
- ডিপোসমূহে (বাস/ট্রাক) ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন;
- তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং গাজীপুর সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন;
- পর্যায়ক্রমে সকল রুটে যাত্রী পরিবহনে দ্রুত ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা;
- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অনিয়ম দূর করার জন্য দৈনন্দিন কার্যক্রমসহ ডিপো ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন সিস্টেম চালু করা;
- বাংলাবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে নতুন ২টি বাস ডিপো এবং খুলনা ও বগুড়ায় ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন;
- বরিশাল-কোলকাতা, চট্টগ্রাম-কোলকাতা ও ঢাকা-গ্যাংটক (সিকিম)-দার্জিলিং, ঢাকা-নেপাল আন্তজার্তিক বাস রুট চালু করা; এবং
- বাস ও ট্রাকের অনলাইন History book চালু করার মাধ্যমে গাড়ীর তথ্য আপডেট রাখা।

আলোক চিত্রে বিআরটিসি
২০২১-২০২২

ব্র্যাক-এর মহিলা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সদ্য যোগদানকৃত সম্মানিত সচিব জনাব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী মহোদয়কে বিআরটিসি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

গত ২৮ জুন ২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বিআরটিসির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ সম্পাদিত হয়

বিআরটিসি মিরপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের ১৫ এবং ১৬তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান

সড়ক পরিহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ভবন আধুনিকায়ন এবং বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার এর শুভ উদ্বোধন করেন

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সম্মানিত সদস্য (সচিব) জনাব মোঃ মামুন আল রশীদ মহোদয়ের সাথে চেয়ারম্যান জনাব মো: তাজুল ইসলাম এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

আলোক চিত্রে বিআরটিসি
২০২১-২০২২

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি এর উপস্থিতিতে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে বিনামূল্যে গাড়ি সরবরাহ/হস্তান্তর উপলক্ষে Memorandum of Understanding স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সড়ক পরিহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর ভবন ও গেট আধুনিকায়নের শুভ উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও কেক কাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

কারিগর ও চালক নিয়োগ পরীক্ষা

বিআরটিসির সকল ডিপো/ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্নি নির্বাপক প্রশিক্ষণ

আলোক চিত্রে বিআরটিসি
২০২১-২০২২

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১ উপলক্ষে বিআরটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল

স্বল্প মূল্যে, নিরাপদ আদর্শ ও উন্নততর যাত্রী সেবা প্রদানের বিষয়ে ৭১' টিভিতে বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এর সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রদান

ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড

সড়কপথে ডেডিকেটেড লেনসম্বলিত অবকাঠামো ও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, আরামদায়ক, পরিবেশবান্ধব বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ১লা জুলাই ২০১৩ তারিখে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন 'ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিআরটি ব্যবস্থা চালু হলে এয়ারপোর্ট হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত বিআরটি করিডোরে যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ করিডোরে ঘন্টায় উভয় দিকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার যাত্রী পরিবহন সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় ডেডিকেটেড বাস লেইনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক বাস ব্যবহার করে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট রুটে ২০.৫ কিলোমিটার রাস্তা ৩৫-৪০ মিনিটে ভ্রমণ করা যাবে।

রূপকল্প

নগরে ছন্দময় পথচলা

অভিলক্ষ্য

সড়কপথে একচ্ছত্র লেনসম্বলিত অবকাঠামো, নির্দিষ্ট সময়ে বাসের চলাচল এবং নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তাসহ নিরাপদ, সুলভ, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব বিআরটি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ করে মহানগরীর যাত্রী সাধারণের ভ্রমণ ও দৈনন্দিন কর্ম পরিকল্পনায় সাবলীলতা আনয়নের মাধ্যমে ছন্দময় এক আবহ সৃষ্টি করা।

পরিচালনা পর্ষদ

ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪টি পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্মাণাধীণ বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)'র প্রভাব

অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নির্মীয়মাণ বিআরটি চালু হলে গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার সড়কে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাত্রী পরিবহনে সক্ষম হবে। অটোমেটিক টিকেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিআরটি করিডোরে ২৫টি স্টেশন এবং ৩৫-৪০ মিনিটে যানজটবিহীন যাতায়াত করা যাবে। এটি হবে পরিবেশ বান্ধব ও ডেডিকেটেড বাস লেন সম্বলিত দেশের প্রথম পরিবহন ব্যবস্থা।

ঢাকা বিআরটি প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ফরাসী উন্নয়ন সংস্থা এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি-র অর্থায়নে 'গ্রেটার ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (জিডিএসইউটিপি)' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৪টি প্যাকেজের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্যাকেজভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্যাকেজ-১: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, বিআরটি লেন, ফ্লাইওভার ও বিআরটি স্টেশন নির্মাণ

এ প্যাকেজটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৪৫% শতাংশ।

বিআরটি প্রকল্পের আওতায় এয়ারপোর্ট অংশে ফ্লাইওভারের চলমান নির্মাণ কাজ

প্যাকেজ-২: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, এলিভেটেড বিআরটি লেন, টঙ্গি সেতু ও বিআরটি স্টেশন নির্মাণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৯.৮২ শতাংশ।

এয়ারপোর্ট অংশের রাস্তা সংস্কারের নির্মাণ কাজ চলমান

গাজীপুর চৌরাস্তায় ফ্লাইওভারের চলমান নির্মাণ কাজ

প্যাকেজ-৩: ফুটপাত, ড্রেইনেজ ও পৌর অবকাঠামো নির্মাণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্যাকেজের আওতায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্টেশনের চলমান কাজ

ফুটওভার ব্রীজের চলমান কাজ

প্যাকেজ-৪: বিআরটি বাস ডিপো নির্মাণ

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্যাকেজের শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাস ওয়াশিং স্পট

গাজীপুরে নির্মিত বাস ডিপো

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জনসমূহ

ঢাকা বিআরটি কোম্পানীর বিআরটি বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে একজন উপ মহাব্যবস্থাপক, একজন ব্যবস্থাপক, দুইজন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও আটজন কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বাস ও আইটিএস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রস্তাবনা আহবান করা হয়েছে।

কোম্পানী লোগো

১১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৩টি লোগো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে নিম্নোক্ত লোগোটি নির্বাচন করা হয়। ১৩তম বোর্ড সভায় লোগো চূড়ান্তকরণের বিষয়টি অবহিতকরনার্থে গৃহীত হয়।

DHAKA LINE
TRANSFORMING TRAVEL

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষ থেকে ১৭ মার্চ ২০২২ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া এতিম শিশুদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং নির্বাহী পরিচালক ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

গাজীপুরে অনুষ্ঠিত মুক্তির উৎসব ও সূবর্ণ জয়ন্তী মেলায় অংশগ্রহণ

গাজীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৭ মার্চ ২০২২ মহানগরীর ভাওয়াল রাজবাড়ি মাঠে আয়োজিত মেলায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানী অংশগ্রহণ করে। মেলায় কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিআরটি ব্যবস্থা সম্পর্কে দর্শনার্থীদের অবহিত করা হয়। মেলায় সাজসজ্জা ও অন্যান্য বিষয়াদির বিবেচনায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানী ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

গাজীপুরে সূবর্ণ জয়ন্তী মেলায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানীর স্টল

বিআরটি করিডোর ও কোম্পানী পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব, জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী ১১ জুন ২০২২ তারিখে ঢাকা বিআরটি কোম্পানী লিমিটেড এর অফিস পরিদর্শন করেন।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বিআরটি অফিস পরিদর্শন

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত The Companies Act ১৯৯৪ অনুযায়ী গত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। DMTCL এর Authorized Share Capital ১০ হাজার কোটি টাকা এবং Paid-up Capital ৫০০ কোটি টাকা।

রূপকল্প

বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ

যানজট কমাবে মেট্রোরেল

অভিলক্ষ্য

দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন

পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান। পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা গত ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের ৪৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৪টি সভায় গৃহীত ৩০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৮টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কোম্পানির ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের হিসাব বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, পরিচালকগণের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন, কোম্পানির নিরীক্ষক পুনঃনিয়োগ ও ফি পুনঃনির্ধারণ এবং ডিএমটিসিএল এর পরিচালনা পরিষদের পরিচালকগণের সম্মানির হার পুনঃনির্ধারণ অনুমোদন করা হয়।

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শিরোনামে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে বাংলাদেশে প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণ এবং ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বয়ে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি MRT বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে:

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের নিমিত্ত সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			

এই কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে MRT Line-6, MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route এর নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। MRT Line-5: Southern Route এর Engineering Design এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। MRT Line-2 এবং MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

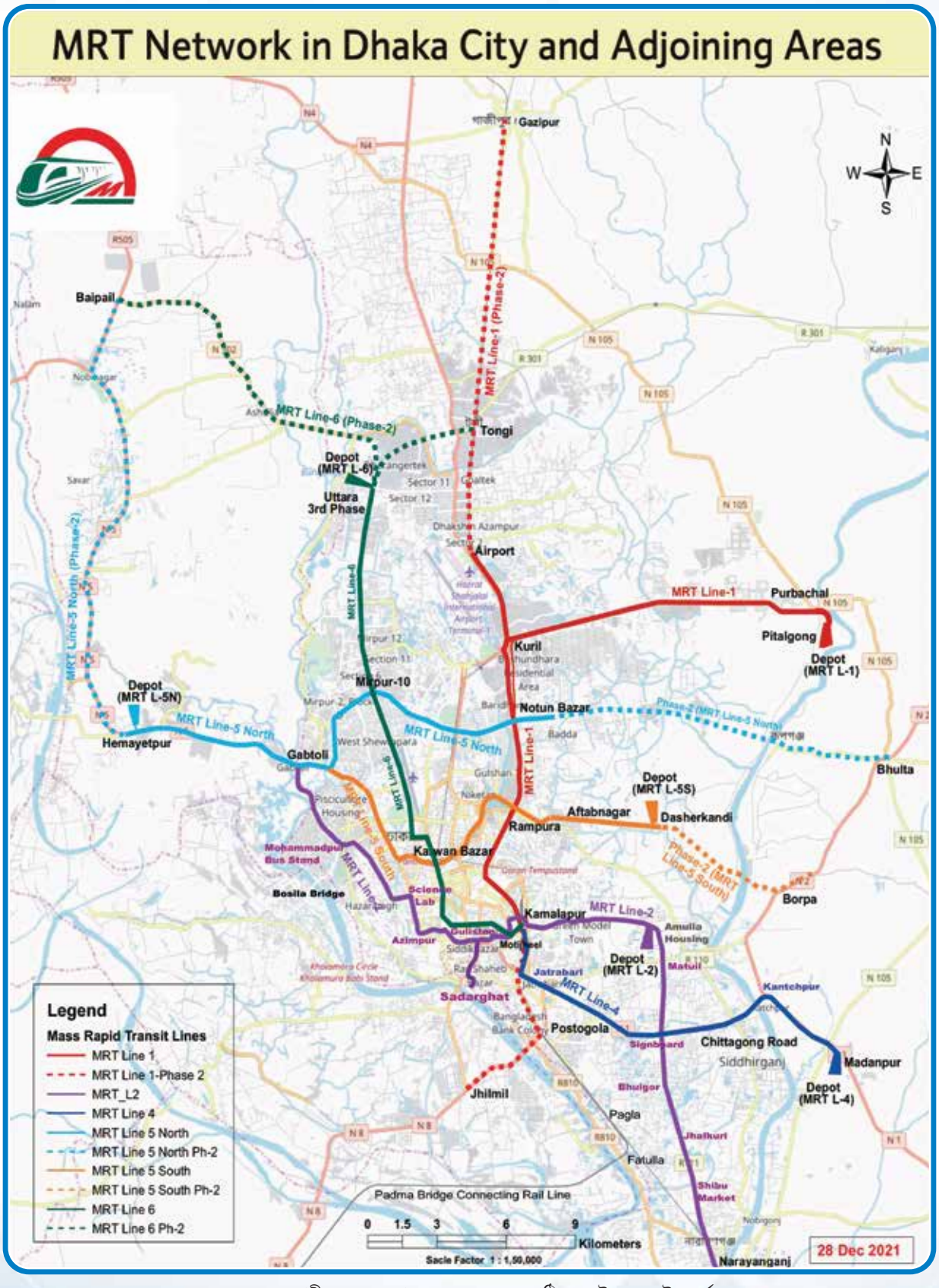

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকার সমন্বয়ে গঠিত মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক

এই নেটওয়ার্কের আওতায় উত্তরা (উত্তর) থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6 এর নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৮১.১৯%। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল উত্তরা (উত্তর) থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Detailed Design সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল (বিমানবন্দর রুট) এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল (পূর্বাচল রুট) মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। সকল নির্মাণ প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০২৮ সালের মধ্যে ১৩.৫০ কিলোমিটার পাতাল ও ৬.৫০ কিলোমিটার উড়াল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Northern Route নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন সার্ভে, Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এটিই হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Pre-feasibility ও Feasibility Study সম্পন্ন করে Engineering Design-এর কাজ চলমান। গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত PPP প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় MRT Line-2 জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একই সময়ের মধ্যে গাবতলী থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সম্ভাব্য মেইন লাইন এবং গোলাপ শাহ মাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত সম্ভাব্য ব্রাঞ্চ লাইন সমন্বয়ে MRT Line-2 নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত MRT Line-4 নির্মাণের জন্যও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালুর পরিকল্পনা

আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেন উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালুর লক্ষ্যে পুরদোমে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত এই অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৩.৭৬%। উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের কাজের প্রধান প্রধান অর্জন:

- ডিপোর অভ্যন্তরে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত সকল অবকাঠামোর (৫২টি) নির্মাণ কাজ গত ২০ জুন ২০২২ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে;
- উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ অংশের ০৫টি স্টেশনের Entry-Exit ও ০৯টি স্টেশনের Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ ব্যতিত সকল পূর্ত কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে;
- ডিপোর অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ (১৯ কিলোমিটার) রেল লাইন স্থাপন করে ১৬ কিলোমিটার অংশে OCS Mast স্থাপন এবং এবং উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উভয় দিকে সম্পূর্ণ (২৫.২৩ কিলোমিটার) রেললাইন স্থাপনপূর্বক Overhead Catenary System চালু করা হয়েছে;
- উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সিগন্যালিং সিস্টেমের ইকুইপমেন্ট স্থাপন সম্পন্ন করে টেস্টিং চলছে। ইতোমধ্যে Automatic Train Protection (ATP) এবং Automatic Train Operation (ATO) সিস্টেম এর টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ১৪ সেট মেট্রো ট্রেন ঢাকার উত্তরাস্থ ডিপোতে পৌঁছেছে। বর্তমানে ডিপোতে যে সকল মেট্রো ট্রেন রয়েছে সেগুলোর Functional Test চলছে;
- গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত Performance Test চলছে এবং আগামী অক্টোবর ২০২২ মাসে Integrated Test শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- উত্তরা (উত্তর) মেট্রোরেল স্টেশন এবং আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন হতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন রুটে নিরাপদে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের পরিবহনের নিমিত্ত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে একটি খসড়া সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করার জন্য বিআরটিসি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেট্রোরেলের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় জিডিপি'তে ঢাকার অবদান প্রায় ৩৬ শতাংশ। এখানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৫০ হাজার। এ মহানগরীতে যানবাহনের সংখ্যা ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৮,৭৭,৪৭৪ ও ক্রমবর্ধমান। ঢাকা মহানগরীর সড়ক ঘনত্ব মাত্র ৬.১২ কিলোমিটার বিধায় নগরীতে যানজট লেগেই থাকছে এবং এর কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

মেট্রোরেল চালু হলে যানজট হ্রাস পাওয়ায় এ ক্ষতি বহুলাংশে কমে যাবে এবং দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ পর্যন্ত ০৬টি এমআরটি লাইন নির্মিত হলে দৈনিক প্রায় ৫০.৫০ লক্ষ যাত্রী দ্রুততর সময়ে যাতায়ত করতে পারবে। সে জন্য যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় মহানগরবাসীর কর্মঘন্টা সাশ্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মেট্রোরেল বিদ্যুৎ চালিত বিধায় জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানী ব্যবহৃত না হওয়ায় বায়ু দূষণ রোধ হবে। একইসাথে মেট্রোরেল কম সময়ে অধিক যাত্রী পরিবহন করবে বিধায় ছোট ছোট যানবাহনের ব্যবহার অনেক যাবে, জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস পাবে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, শুধু এমআরটি লাইন-৬ চালু হলে এই রুটে যানবাহনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বছরে ২,০২,৭৬২ টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে ও পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। অত্যাধুনিক নগর পরিবহন হিসেবে মেট্রোরেল কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। মেট্রোরেল প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে, যারা দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেট্রোরেলে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হবেন।

জনবান্ধব মেট্রোরেল পরিবহন ব্যবস্থার মূল দর্শন হলো সকলের জন্য সমান সুযোগ। এখানে বিশেষ শারীরিক চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য নিম্নতর উচ্চতায় টিকেটিং বুথ, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ গেইট, ওয়াশ রুম, কোচের অভ্যন্তরে হুইল চেয়ারের জন্য নির্ধারিত স্থান, হুইল চেয়ার ব্যবহার বান্ধব লিফ্ট ইত্যাদি থাকবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্টেশন এলাকা, লিফ্ট এবং ট্রেনের অভ্যন্তরে অডিও ইনফরমেশন সিস্টেম, বাইন্ড স্টিক দ্বারা সহজে অনুধাবনযোগ্য Tactile টাইলস্ দ্বারা নির্মিত আলাদা রংয়ের চলার পথ, লিফটের অভ্যন্তরে ব্রেইল (Braille) বাটন, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভিজুয়াল ডিসপ্লে/মনিটরে সেবা ও চলাচলের দিকনির্দেশনা ইত্যাদি রাখা হয়েছে। ঢাকার মেট্রোরেলের প্রতি ট্রেনে মহিলাদের জন্য একটি করে স্বতন্ত্র কোচ থাকবে। স্টেশনগুলোতে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক বাথরুম ও শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংযোজিত আছে। বয়স্ক যাত্রীগণের জন্য কোচের অভ্যন্তরে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এই প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৮২৭.৭৮ কোটি (জিওবি ১৫৮৭.৭৭ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩২৪০.০১ কোটি) টাকা। এ বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৮২৭.১৮ কোটি (৯৯.৯৯%)। তন্মধ্যে জিওবি ১৫৮৫.৮৭ কোটি (৯৯.৮৮%) ও প্রকল্প সাহায্য ৩২৪১.৩১ কোটি টাকা (১০০.০৪%)। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

প্রকল্পের নাম	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	শতাংশ
এমআরটি লাইন-৬	৪০০৭.৭০	৪০০৯.০৪	১০০.০৩
এমআরটি লাইন-১ [ই/এস]	১০২.৪০	১০১.৫৫	৯৯.১৭
এমআরটি লাইন-১	৪৫৮.০২	৪৫৭.৮৭	৯৯.৯৭
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	১৮২.৫০	১৮১.৯৯	৯৯.৭২
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	৭৭.১৬	৭৬.৭৩	৯৯.৪৪
মোট	**৪৮২৭.৭৮**	**৪৮২৭.১৮**	**৯৯.৯৯**

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)

সার্বিক ও পর্যায় ভিত্তিক অগ্রগতি

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক গড় অগ্রগতি ৮১.১৯%। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা উত্তর হতে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৩.৭৬%। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৮০.৭৭%। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৮১.৭৮%।

আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের কাজের প্রধান প্রধান অর্জন

- গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ সর্বশেষ সেগমেন্ট উত্তোলনের মাধ্যমে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৮.১১৭ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের সম্পূর্ণ অংশের Erection সম্পন্ন হয়েছে;
- আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১৬.১৯ ট্র্যাক-কিলোমিটার রেললাইনের মধ্যে ১৫.১২ ট্র্যাক-কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হয়েছে;
- আগারগাঁও হতে মতিঝিল পর্যন্ত OCS Mast স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৯.৮৯ কিলোমিটার OCS ওয়্যারিং এর মধ্যে ৪.৩০ কিলোমিটারের ওয়্যাংরিং সম্পন্ন হয়েছে; এবং
- আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল স্টেশনসমূহের Platform পর্যন্ত স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ এবং Entry-Exit Structure নির্মাণ ও Roof Sheet স্থাপনের কাজ চলছে।

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত অংশের Detailed Design সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মতিঝিল থানাধীন সর্বমোট ১.৮৭৫৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ৬৪৬,১৩,৭১,৭১৫.০৪ টাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর মালিকানাধীন আরও ৪.০৫৮১৫ একর ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্তির উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে এই অংশের পরিসেবা যাচাই এর কাজ চলমান আছে।

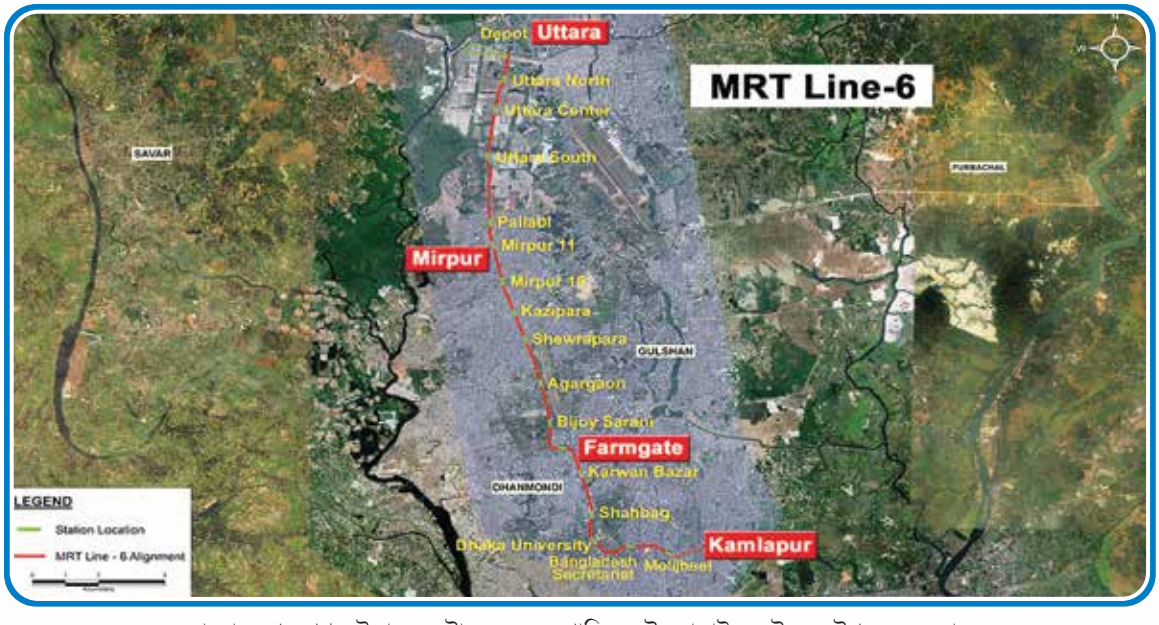

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশনের অবস্থান

MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে ১৭টি স্টেশন নিম্নরূপ:

ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম
০১	উত্তরা উত্তর	০২	উত্তরা সেন্টার	০৩	উত্তরা দক্ষিণ	০৪	পল্লবী
০৫	মিরপুর-১১	০৬	মিরপুর-১০	০৭	কাজীপাড়া	০৮	শেওড়াপাড়া
০৯	আগারগাঁও	১০	বিজয় সরণি	১১	ফার্মগেট	১২	কারওয়ান বাজার
১৩	শাহবাগ	১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়	১৬	মতিঝিল
১৭	কমলাপুর		-		-		-

MRT Line-6 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৬ এর মিরপুর-১০ স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট, কারওয়ান বাজার স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-২ ও এমআরটি লাইন-৪ এর সঙ্গে আন্তঃলাইন সংযোগ (Interchange) থাকবে।

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মোট ৯টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮টি প্যাকেজের নির্মাণ ও সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্যাকেজ-০৯ হিসেবে Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের নিমিত্ত দরপত্র দলিল প্রস্তুতের কাজ চলছে।

প্যাকেজ-০১ (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন) ও প্যাকেজ-০২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ): এ দুটি প্যাকেজের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ডিপো এলাকার বর্তমান চিত্র:

উত্তরা ডিপোর একাংশ

প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ): উভয় প্যাকেজের কাজ গত ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল, পাইল ক্যাপ, আই-গার্ডার, প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং, পিয়ার হেড, ভায়াডাক্ট, ভায়াডাক্টের উপর প্যারাপেট ওয়াল স্থাপন, Long Span Balanced Cantilever নির্মাণ, সকল স্টেশনের Sub-structure, Concourse ছাদ, Platform ছাদ, Steel Roof Structure এবং আইকনিক স্টেশনসহ সকল স্টেশনের Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ০৯টি স্টেশনের মধ্যে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবী এই ০৪টি মেট্রোরেল স্টেশনের Entry-Exit নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া ও আগারগাঁও এই ০৫টি মেট্রোরেল স্টেশনের Entry-Exit নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ০৯টি স্টেশনের Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আছে। এই প্যাকেজ দুটির সমন্বিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.০৫%।

নির্মিত মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশন

প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ কাজ):

এই প্যাকেজের বাস্তব কাজ গত ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। এই অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, ট্রায়াল ট্রেঞ্চ, টেস্ট পাইল, স্থায়ী বোর্ড পাইল, পাইল ক্যাপ, পিয়ার কলাম, পিয়ার হেড, Portal Beam, স্টেশন কলাম ও ভায়াডাক্টের জন্য প্রিকাস্ট সেগমেন্ট, সকল Span, Special Long Span নির্মাণ, ভায়াডাক্ট Erection ও সকল প্যারাপেট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বিজয় সরণি, ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম লেভেল পর্যন্ত স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে স্টেশনত্রয়ের Steel Roof Structure স্থাপন, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আছে। এই প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৫.২৩%।

নির্মাণাধীন বিজয় সরণি মেট্রোরেল স্টেশন

প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ):

এই প্যাকেজের বাস্তব কাজ গত ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। এই অংশের পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, ট্রায়াল ট্রেঞ্চ, টেস্ট পাইল, স্থায়ী বোর্ড পাইল, পাইল ক্যাপ, পিয়ার কলাম, পিয়ার হেড, Portal Beam, স্টেশন কলাম, ভায়াডাক্টের জন্য প্রিকাস্ট সেগমেন্ট নির্মাণ, সকল স্প্যান, Special Long Span নির্মাণ, ভায়াডাক্ট Erection, প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ এবং স্থাপিত ভায়াডাক্টের ওপর সকল প্যারাপেট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনসমূহের Steel Roof Structure ও Roof Sheet স্থাপনের কাজ; Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ এবং Entry-Exit Structure-এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এই প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৫.৭৯%।

নির্মাণাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রোরেল স্টেশন

প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম): ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজ গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুরু হয়েছে। এই প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.০০% । এ প্যাকেজে আওতাধীন সম্পন্নকৃত কাজের একাংশ:

মেট্রোরেলের Railway Track, Crossover ও Overhead Catenary System

প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ]: এই প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু করা হয়েছে। ৬(ছয়)টি যাত্রীবাহী কোচ সম্বলিত প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট গত ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ ঢাকার উত্তরাস্থ ডিপোতে পৌঁছেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে মোট ১৪ মেট্রো ট্রেন সেট ঢাকার উত্তরাস্থ ডিপোতে পৌঁছেছে। ১৫তম ট্রেন সেট জাপানের কোবে সমুদ্র বন্দর হতে গত ০৩ জুন ২০২২ তারিখ জাহাজ যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আগত মেট্রো ট্রেনসমূহের নির্ধারিত পরীক্ষা ডিপোতে পৌঁছানোর পর পর ধারাবাহিকভাবে করা হয়ে থাকে। এই প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৫০% ।

ভায়াডাক্টের উপর মেট্রো ট্রেনের Performance Test নিয়মিত চলছে

প্যাকেজ-০৯ Enterprise Resource Management System (ERMS):

এই প্যাকেজের আওতায় Enterprise Resource Management System (ERMS) এর কাজ শুরু করার নিমিত্ত গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ Kick Off Meeting অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করার জন্য গত ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখ DMTCL এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ০১টি কমিটি গঠন করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিপো এলাকা পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণপূর্বক দরপত্র দলিলের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ মে ২০২২ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খসড়া দরপত্র দলিল পর্যালোচনার নিমিত্ত Team DMTCL এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। DMTCL কর্তৃক গঠিত কমিটির মতামত পর্যালোচনা করে গত ০৮ জুন ২০২২ তারিখে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NKDM Association খসড়া দরপত্র দলিল প্রস্তুত করে দাখিল করেছে। ERMS Committee কর্তৃক খসড়া দরপত্র দলিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) মেট্রোরেল সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে MRT Line-6 এর উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) নির্মাণ করা হয়েছে। মেট্রো ট্রেনের Mock Up, মূল মেট্রো ট্রেন সেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণকে মেট্রো ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে সক্ষম ০২ সেট Mini মেট্রো ট্রেন, মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে মিল রেখে Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vending Machine (TVM), মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Smart Card Based স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ এবং বহিরগমন গেইট MREIC-তে স্থাপন করা হয়েছে। MREIC-এর প্রদর্শনী হলে প্রদর্শনের জন্য মেট্রোরেলের অভ্যন্তরে ও মেট্রোরেল স্টেশনে যাত্রীগণের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহের সচিত্র উপস্থাপনা সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। MREIC-এর ভিডিও প্রদর্শনী হলে প্রদর্শনের জন্য ভিডিও এবং এ্যানিমেটেড কার্টুন নির্মাণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আগামী আগস্ট ২০২২ মাসে Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের পরপরই দেশবাসী বিশেষ করে ঢাকা মহানগরবাসী দর্শনীর বিনিময়ে Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনের সময় দক্ষ গাইড দর্শনার্থীদের প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

নবনির্মিত Metro Rail Exhibition & Information Center

Memorial Monument

গত ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ ঢাকার গুলশান হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে এক অনাকাঙ্খিত ঘটনায় ০৭ জন জাপানী নাগরিক নিহত হন। তন্মধ্যে ৫ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। নিহত জাপানী নাগরিকগণ পরামর্শক হিসেবে Preparatory Study of Dhaka Mass Rapid Transit Development Project এ বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। সরকার নিহত এই ০৭ জন জাপানী নাগরিকের স্মরণে Memorial Monument স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরা ডিপো এলাকায় নির্মিত Metro Rail Exhibition and Information Center-এ গত ১৫ জুন ২০২২ তারিখ Memorial Monument স্থাপন করা হয়েছে।

Metro Rail Exhibition and Information Center-এ স্থাপিত Memorial Monument

Safety Managment System of MRT Line-6

MRT Line-6 এর সিস্টেম ও যাত্রীদের Safety নিশ্চিত করার লক্ষ্যে JICA এর সরাসরি অর্থায়নে The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of MRT Line-6 বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের আওতায় চলমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে:

প্রশিক্ষণের ধরণ	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী
এমআরটি সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - মৌলিক বিষয়াবলী	০২ - ০৩ জুলাই ২০২১ ০৯ - ১০ জুলাই ২০২১ ১৬ - ১৭ জুলাই ২০২১	০৩টি ব্যাচে ডিএমটিসিএল এর মোট ৫৫ জন কর্মকর্তা	জাইকা এক্সপার্ট টিম
এমআরটি সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - এডভান্স বিষয়াবলী	০৮ - ০৯ অক্টোবর ২০২১ ২১ অক্টোবর ২০২১ ২৪ অক্টোবর ২০২১	০৩টি ব্যাচে ডিএমটিসিএল এর মোট ৫৫ জন কর্মকর্তা	জাইকা এক্সপার্ট টিম
এমআরটি সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - প্রাক্টিক্যাল এসএমএস কাজসমূহ এবং ইমারজেন্সি ড্রিল	১২ - ১৩ এপ্রিল ২০২২ ১৮ - ১৯ এপ্রিল ২০২২	০২টি ব্যাচে ডিএমটিসিএল, ডিএমপি এবং ফায়ার সার্ভিস এর মোট ৫৬ জন কর্মকর্তা	জাইকা এক্সপার্ট টিম

ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line সমূহের Safety Management System সংক্রান্ত Safety Policy প্রণয়ন ও Emergency Response বিষয়ে যথাক্রমে গত ০৮ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং ০৭ ও ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ ২টি পৃথক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি, প্রকল্পের Joint Coordination Committee (JCC) এর সদস্যগণ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি এবং ডিএমটিসিএল ও এর আওতায়ব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মকর্তগণ অংশগ্রহণ করেন।

Safety Managment Training এর Emergency Drill

সড়কের মিডিয়ানের উভয় পার্শ্বের Hard Barrier প্রত্যাহার

MRT Line-6 এর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত জনবলের ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রুট এল্যাইনমেন্টে অবস্থিত সড়কের মিডিয়ানের উভয় পার্শ্ব মিলে ১৩ মিটার সড়ক Hard Barrier দিয়ে Occupy করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন থাকায় পল্লবী থেকে Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য প্রদত্ত Hard Barrier প্রত্যাহার করে নেয়ায় বিদ্যমান সড়ক পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সড়কের যেসকল স্থান হতে Hard Barrier প্রত্যাহার করা হয়েছে সেখানে নতুন করে মিডিয়ান তৈরী করে দেয়া হয়েছে। মিডিয়ানে রোপিতব্য সৌন্দর্য বর্ধন গাছের স্থায়িত্ব রক্ষার্থে পলি মাটি দ্বারা মিডিয়ান ভরে দেয়া হয়েছে।

আগারগাঁও ও বিজয় সরণি মেট্রোরেল স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকার সড়কের Hard Barrier প্রত্যাহার করে নতুন করে মিডিয়ান তৈরী এবং পরীক্ষামূলক সৌন্দর্য বর্ধন

Panel of Experts

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণে উদ্ভূত বড় চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা প্রদানের জন্য Panel of Experts (PoEs) রয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর Panel of Experts (PoEs) এর বর্তমান চেয়ারম্যান Dr. M. Shamim Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific. PoEs এর বৈদেশিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাপানের Chuo University এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara. PoEs এর দেশী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন Professor Dr. A. M. M. Safiullah. প্রয়োজন অনুযায়ী Panel of Experts সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্প এলাকার সন্নিকটে প্রকল্প টিমের অবস্থান ও নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরা, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও গাবতলীতে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি গত ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখ এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকা পরিদর্শন শেষে ভায়াডাক্টের উপর মেইন লাইনে প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল পরীক্ষণের শুভ সূচনা করেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভায়াডাক্টের উপর মেট্রো রেল চলাচল পরীক্ষণের শুভ সূচনা

জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গত ২৯ জুন ২০২২ তারিখ এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকায় নির্মাণাধীন স্থাপনাসমূহ যেমন-Workshop, Stabling Yard, Receiving Sub-Station এবং Auxiliary Sub-Station & Traction Sub-Station; মেট্রো ট্রেন, Metro Rail Exhibition & Information Center এবং উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন সরজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি ডিপো এলাকায় একটি নিম গাছের চারা রোপণ করেন। পরিদর্শনের পূর্বে তাঁকে ঢাকা এমআরটি নেটওয়ার্ক এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে Powerpoint Presentation এর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক কর্তৃক মেট্রো রেলের অভ্যন্তরভাগ সরেজমিনে প্রত্যক্ষকরণ

জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এঁর নেতৃত্বে একটি টিম গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকা, Metro Rail Exhibition & Information Center (MEIC), নির্মাণাধীন উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন পরিদর্শন করেন।

সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ভূমি ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে MRT Line-6 নির্মাণের নিমিত্ত হস্তান্তরের জন্য গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ মে ২০২২ তারিখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ডিএমটিসিএল এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সমন্বয় আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza নির্মাণের জন্য চিহ্নিত ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমন্বয় সভায় সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ডিএমটিসিএল এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ গত ১২ জুন ২০২২ তারিখ এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকায় নির্মাণাধীন স্থাপনাসমূহ, Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC), নির্মাণাধীন উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন এবং উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন Transit Oriented Develpomnet (TOD) Hub এর জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি TOD Hub এর জন্য নির্ধারিত স্থানে একটি উন্নত জাতের আমের চারা রোপণ করেন।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

গত ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখ জাপান দূতাবাস কর্তৃক MRT Line-6 এর ডিপো এলাকার উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যে একটি Press Tour আয়োজন করা হয়। এই Press Tour শুরুর পূর্বে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত জনাব ইতো নাওকি, JICA Chief Representative জনাব ইহুও হায়েকাওয়া এবং ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক।

জাপান দূতাবাস কর্তৃক MRT Line-6 এর ডিপো এলাকায় Press Tour এ অংশগ্রহণ

এছাড়াও, দেশের প্রথম বারের মত নির্মানাধীন মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনে আসেন। ডিএমটিসিএল কর্তৃক তাদেরকে ব্রিফিং প্রদান ও পরিদর্শন করানো হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের MRT Line-6 পরিদর্শন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1)

৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং পূর্বাচল রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের (পাতাল) মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং স্টেশন সংখ্যা ১২টি। পূর্বাচল রুটের (উড়াল) মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার এবং স্টেশন সংখ্যা ৯টি। উভয় রুটের সকল বিস্তারিত Study, Survey, Basic Design, Detailed Design ও নির্মাণ কাজের সকল প্যাকেজের প্রাক-যোগ্যতার দলিল প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে।

MRT Line-1 এর নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মোট ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- প্যাকেজ-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করার নিমিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তারিখ দরপত্র আহবান করা হয়। এ প্যাকেজের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- প্যাকেজ-০২ থেকে প্যাকেজ ১২ এর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান আছে।

MRT Line-1 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজার ৯২.৯৭২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং রিসিভিং সাব স্টেশন-২ নির্মাণের নিমিত্ত ঢাকা জেলার গুলশান থানার তেজগাঁও সার্কেলের আওতাধীন বাড্ডা মৌজায় ০.০৬৮২ একর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

MRT Line-1 নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং MRT Line-1 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) নির্মাণ ও পরিচালনার নিমিত্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে MRT Line-1 এর লাইসেন্স ইস্যুকৃত মেট্রোরেল লাইসেন্স নম্বর-০২/২০২০ গত ১৫ জুন ২০২২ তারিখ ডিএমটিসিএল এর নিকট হস্তান্তর করেন।

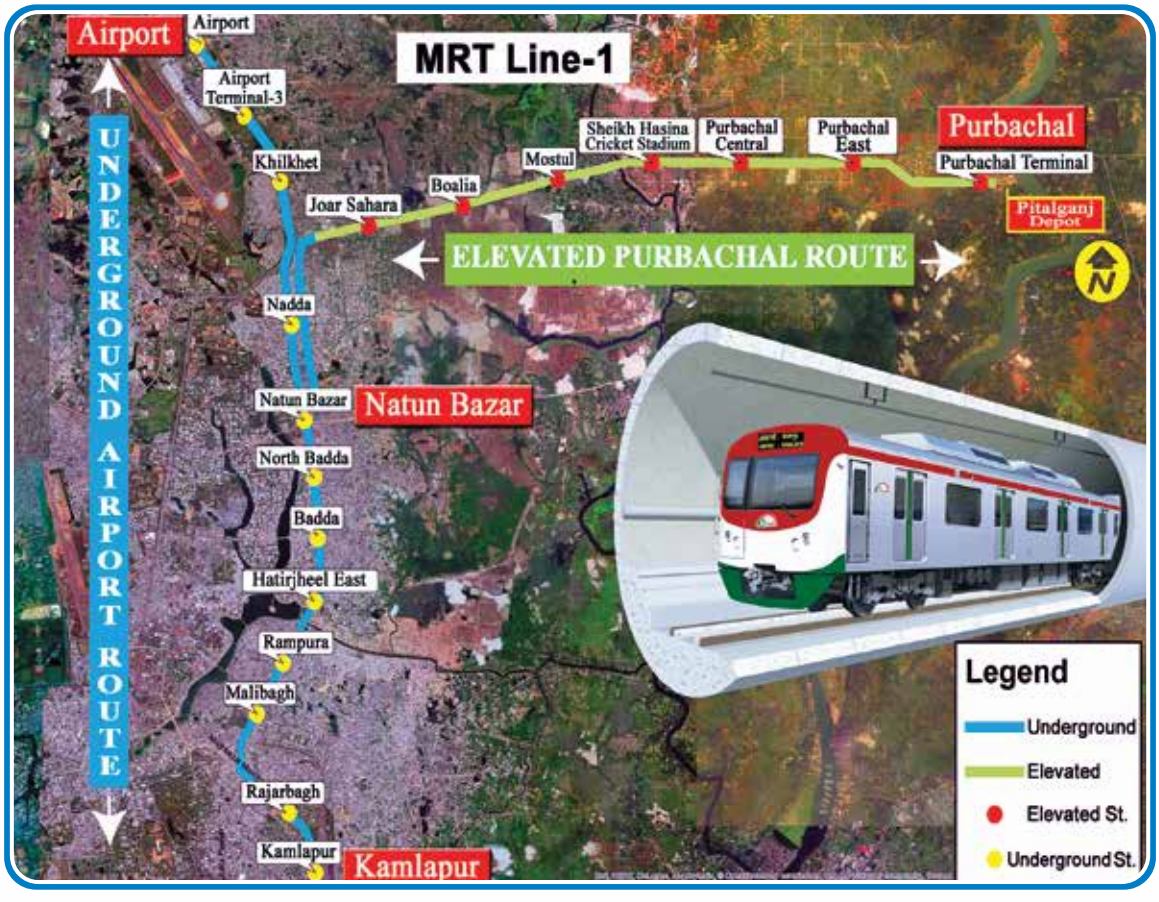

MRT Line-1 এর উভয় রুটের এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-1 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর নতুন বাজার স্টেশনে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে। একইভাবে এমআরটি লাইন-১ এর আফতাব নগর স্টেশনের সঙ্গে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন এর আফতাব নগর পশ্চিম স্টেশনে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে। উপরন্তু কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, ২, ৪ এবং ৬ এর মধ্যে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

MRT Line-1 এর লাইসেন্স হস্তান্তর

MRT Line-1 নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং MRT Line-1 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণ ও পরিচালনার নিমিত্ত সরকার গত ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে মেট্রোরেল লাইসেন্স নম্বর-০২/২০২০ ইস্যু করেছে। গত ১৫ জুন ২০২২ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে MRT Line-1 এর লাইসেন্স ডিএমটিসিএল এর নিকট হস্তান্তর করেন।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক MRT Line-1 এর লাইসেন্স ডিএমটিসিএল এর নিকট হস্তান্তর

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5)

Northern Route ২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে প্রায় ৪১ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে MRT Line-5: Northern Route চালু হলে এই মেট্রোরেল লাইনে দৈনিক প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। ইতোমধ্যে MRT Line-5: Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন সার্ভে ও Detailed Design এর কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত Detailed Design এর অগ্রগতি ৫২.৫০%। এটিই হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor. MRT Line-5: Northern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর - বলিয়ারপুর - বিলামালিয়া - আমিনবাজার - গাবতলী - দারুস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা।

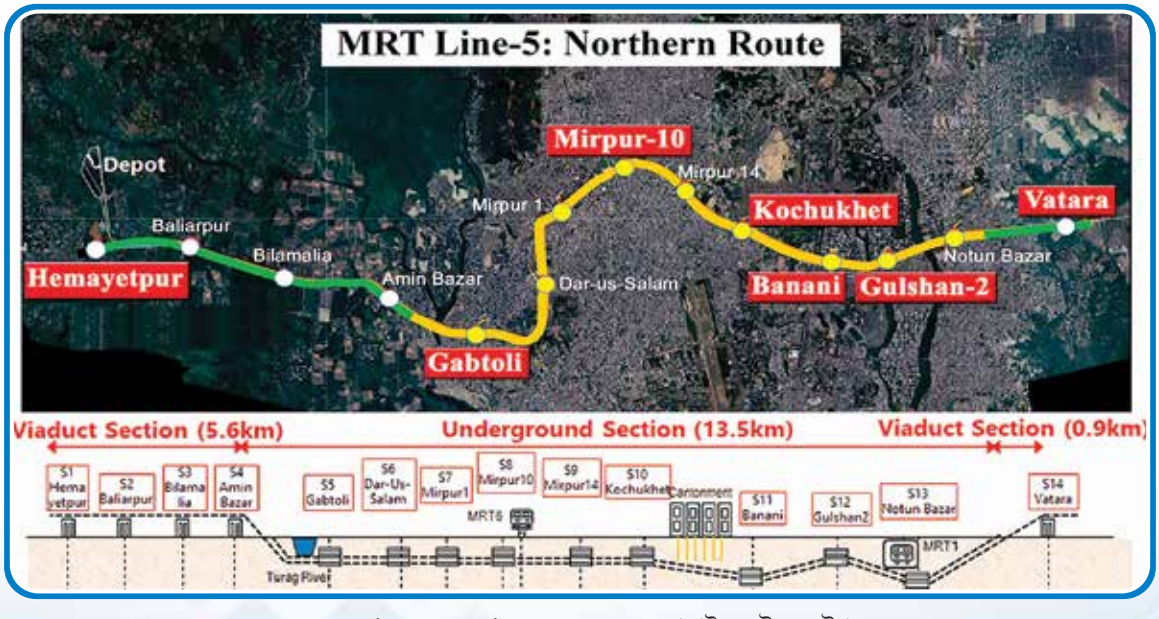

MRT Line-5: Northarn Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর নির্মাণ কাজ মোট ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে প্যাকেজ-০১ এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করার নিমিত্ত গত ২৭ জুন ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ দরপত্র গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত আছে। অবশিষ্ট প্যাকেজসমূহের Detailed Design এবং দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

MRT Line-5: Northern Route-এর গুলশান-২ মেট্রোরেল স্টেশনের Entry-Exit এর প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন

MRT Line-5: Northern Route-এর ভূমি অধিগ্রহণ

MRT Line-5: Northern Route-এর হেমায়েতপুর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া ও কোন্ডা মৌজায় ১ম পর্যায়ে মোট ৯৯.২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক এলএ কেইস নম্বর-০৩.১৫.১৭/২০২০-২০২১ রুজু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ধাপভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা হতে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে। গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ প্রাক্কলিত সমুদয় অর্থ বাবদ প্রায় ৯৩৪.৮৪ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা এঁর অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে।

MRT Line-5: Northern Route-এর হেমায়েতপুর ডিপোর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি প্রজেক্ট টিম কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন

হেমায়েতপুর হতে বলিয়ারপুর পর্যন্ত উড়াল অংশ নির্মাণের জন্য ২য় পর্যায়ে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া মৌজায় ১.৪৬৬৯ একর, চান্দুলিয়া মৌজায় ১.০২৮১ একর, কান্দি বলিয়ারপুর মৌজায় ১.৬৪৫৬ একর ও ডিপোর ড্রেইনেজ লাইন নির্মাণের জন্য কোন্ডা মৌজায় ১.১০৯১ একর মোট ৫.২৪৯৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

MRT Line-5: Northern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের গাবতলী স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে। এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের মিরপুর-১০ ও নতুন বাজার স্টেশনে যথাক্রমে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১ এর আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত প্রায় ৪০৮.৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে Project Readiness Financing (PRF) করার নিমিত্ত TAPP অনুমোদিত হয়। এই TAPP এর আওতায় ইতোমধ্যে Pre-feasibility ও Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত Engineering Design-এর অগ্রগতি ৬৫.০০%। Feasibility Study এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে প্রায় ৫৩ হাজার কোটি টাকা। ২০৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে MRT Line-5: Southern Route চালু হলে দৈনিক প্রায় ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor.

MRT Line-5: Southern Route এর হাতিরঝিল মেট্রোরেল স্টেশন এবং স্টেশনের Entry-Exit এর প্রস্তাবিত স্থান নির্ধারনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে পরিদর্শন

MRT Line-5: Southern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী-টেকনিক্যাল-কল্যাণপুর-শ্যামলী-কলেজ গেইট-আসাদ গেইট-রাসেল স্কয়ার-কারওয়ান বাজার-হাতিরঝিল-তেজগাঁও-আফতাব নগর-আফতাব নগর সেন্ট্রাল-আফতাব নগর পূর্ব-নাছিরাবাদ-দাশেরকান্দি।

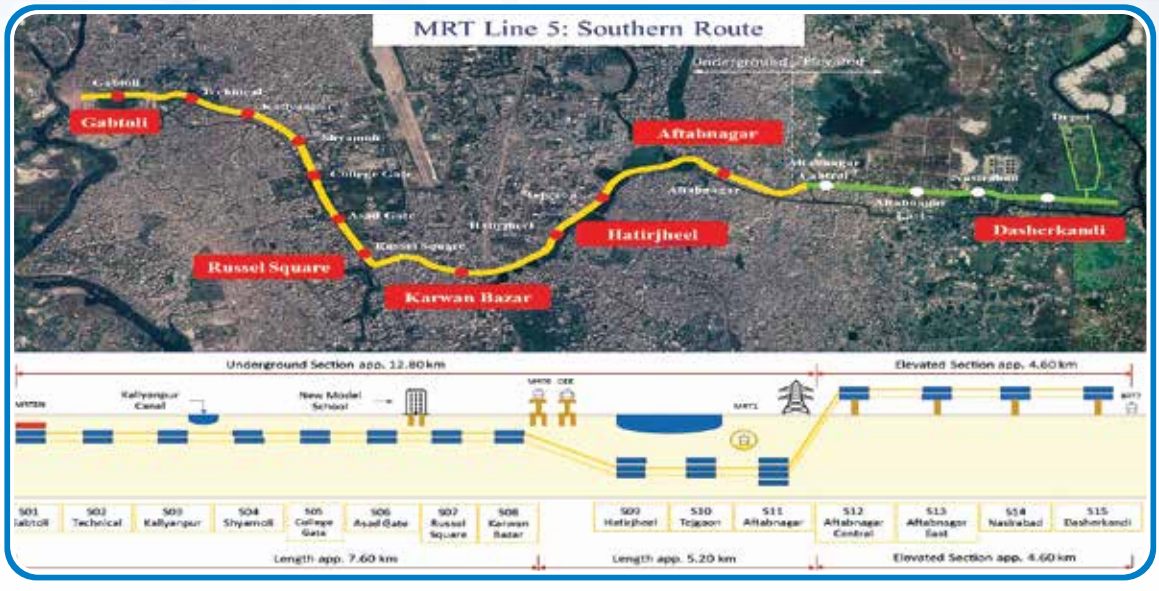

MRT Line-5: Southern Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-5: Southern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬ এর সঙ্গে, আফতাব নগর মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-১ এর সঙ্গে এবং গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট-এর ভূমি অধিগ্রহণ

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট-এর Depot, Depot Access Corridor, Route Alignment, Water Retention Area, Transit Oriented Development (TOD) Hub, Multi-Purpose Park, Green Area এবং আফতাব নগর থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল অংশের ০৫টি মেট্রোরেল স্টেশনের Entry-Exit নির্মাণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ এর ধারা-৪ এর উপধারা-১২ অনুসরণে ঢাকা জেলার ০৫টি মৌজায় ৩২৩.২৪৬৬ একর ভূমির ক্রয়-বিক্রয় ও ভূমিতে নতুন অবকাঠামো তৈরির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকার নিকট প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

MRT Line-5: Southern Route এর দাশেরকান্দি ডিপো এলাকা ও তৎসংলগ্ন Multi-Purpose Park এবং Water Retention Facility এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি সরজমিনে পরিদর্শন

MRT Line-2

G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে ২০৩০ সালের মধ্যে MRT Line-2 বাস্তবায়নের নিমিত্ত PPP Research ও Preliminary Study করা হয়। এই Research ও Study পর্যালোচনা করে প্রকল্পটি G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের তালিকা হতে অবমুক্ত করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ডিএমটিসিএল এর আওতায় সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন করার জন্য গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত PPP প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় পিপিপি তালিকা হতে প্রকল্পটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

এমআরটি লাইন-২ এর ভূমি অধিগ্রহণ

MRT Line-2 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার ডেমরা এলাকায় মাতুয়াইল ও দামড়িপাড়া মৌজায় গ্রীন মডেল টাউন এবং আমুলিয়া মডেল টাউন এর মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৬৫ হেক্টর ভূমি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর Detailed Area Plan (DAP) ২০১৬-২০৩৫ এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

MRT Line-2 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইমেন্ট

মেইন লাইন: গাবতলী-ঢাকা উদ্যান-মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড-ঝিগাতলা-সাইন্স ল্যাবরেটরি-নিউমার্কেট-আজিমপুর-পলাশী-ঢাকা মেডিকেল কলেজ-গুলিস্থান-মতিঝিল-কমলাপুর স্টেশন-মান্ডা-দক্ষিণগাঁও-দামড়িপাড়া-সাইনবোর্ড-ভূইঘর-জালকুড়ি-নারায়ণগঞ্জ

ব্রাঞ্চ লাইন: গোলাপ শাহ মাজার-নয়া বাজার-সদরঘাট।

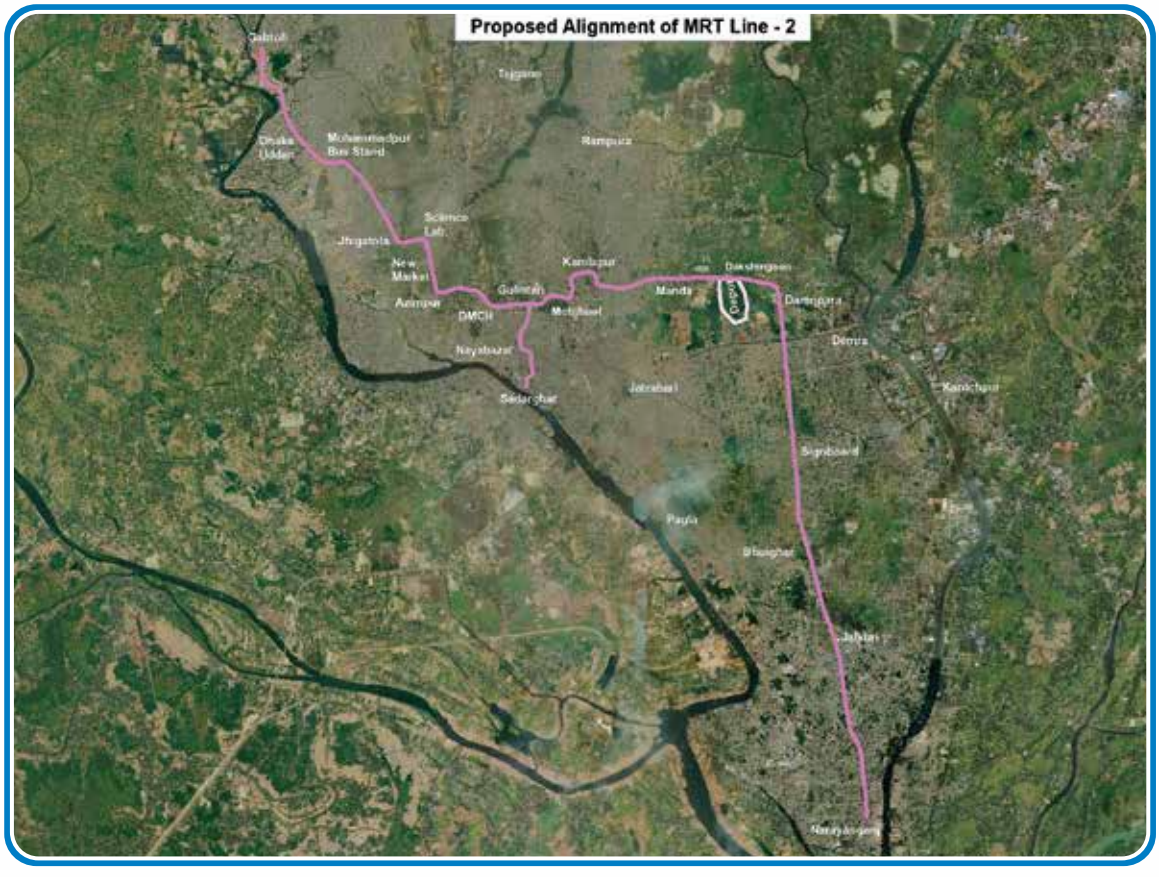

MRT Line-2 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট

MRT Line-4

২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

MRT Line-4 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইমেন্ট

কমলাপুর-সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী-শনির আখড়া-সাইনবোর্ড-চট্টগ্রাম রোড-কাঁচপুর-মদনপুর

MRT Line-4 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর লোগো এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লোগো ব্যবহার করে ডিএমটিসিএল খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জী ২০২২ প্রকাশ করে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড গত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচিগুলোর অন্যতম হল: ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, দিবসের প্রতিপাদ্য: "বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার"-এর উপর আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত এবং পবিত্র কোরআন খতম ও মাদ্রাসার এতিম শিশুদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি জনাব এ, কে, এম শামীম আক্তার, অতিরিক্ত সচিব Zoom Cloud-এর মাধ্যমে যোগদান করেন।

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ফার্মগেট সাইট অফিস ও Zoom Cloud-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার শিরোনামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। দিবসের প্রতিপাদ্য "শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস"। ডিএমটিসিএল এর সভা কক্ষে সিনিয়র কর্মকর্তাগণ এবং Zoom Apps-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প অফিস ও সাইট অফিস থেকে অন্যান্য কর্মচারীগণ এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব এইচ এম রকিব হায়দার (উপসচিব), উপপ্রকল্প পরিচালক (এলএ এন্ড আর), MRT Line-5: Southern Route.

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিএমটিসিএল কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু কর্নার

উত্তরা ডিপো এলাকায় নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনের নিচ তলায় বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের নিমিত্ত Interior Design প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত Interior Design অনুযায়ী দ্রুত বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force গঠন

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গণভবনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT Network-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force দ্রুত গঠন করতে অনুশাসন প্রদান করেন। এই অনুশাসনের ধারাবাহিকতায় ৩৫৭টি পদ সৃজন এবং ২১টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব জননিরাপত্তা বিভাগ হতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উত্থাপনের জন্য পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) প্রতিটি এমআরটি লাইনের রুট এ্যালাইনমেন্টে ন্যূনতম একটি করে TOD Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিকট থেকে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমির মূল্য বাবদ প্রায় ৮৬৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা রাজউক-কে পরিশোধ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Project for Development of Policy and Guidelines for Transit Oriented Development along Mass Transit Corridors প্রকল্পের পরামর্শক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং টিম ডিএমটিসিএল এর সমন্বয়ে গত ০১ মার্চ ২০২২ তারিখ একটি আন্তঃসংস্থা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Green Field এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Brown Field হিসেবে চিহ্নিত করে TOD নির্মাণের জন্য স্থান চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য Master Plan প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে। এই Master Plan-এ ৪টি major development parcels রয়েছে। এইগুলো হল: North, Centre, South ও DMTCL parcels. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ North, Centre ও South parcels-এর উন্নয়ন করবে এবং DMTCL parcel এর উন্নয়ন করবে DMTCL. এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম TOD Hub.

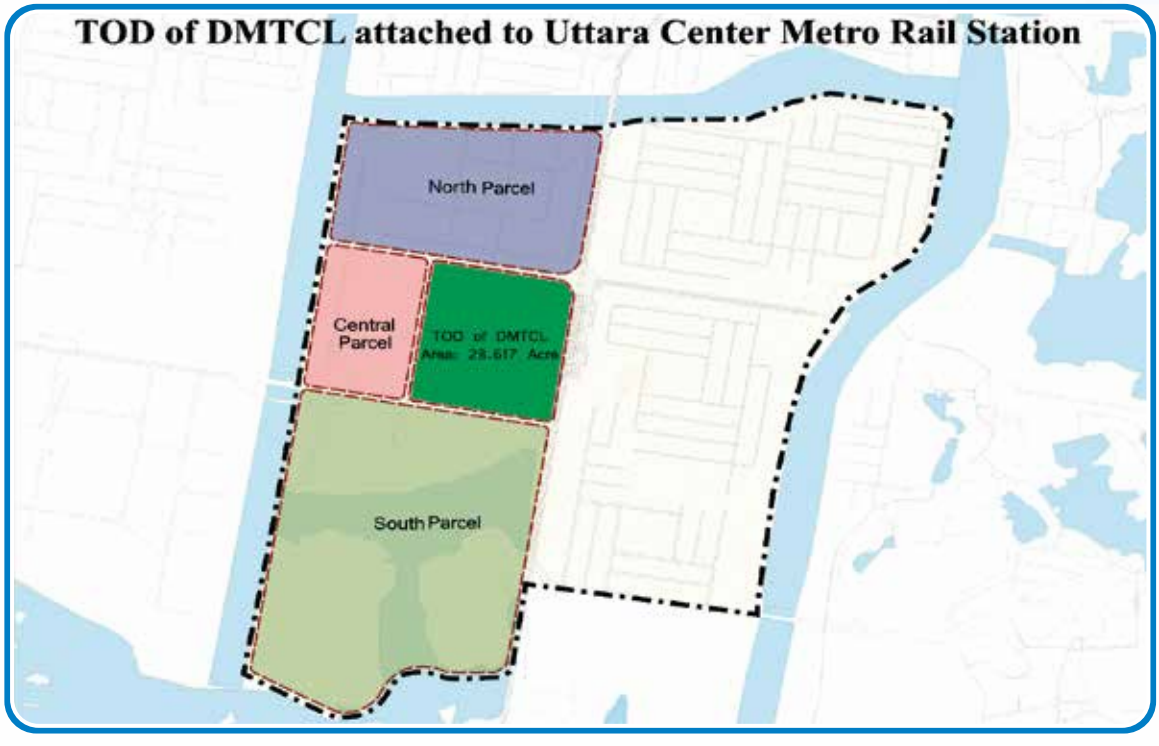

উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD Hub নির্মাণের খসড়া Master Plan

Station Plaza

Dhaka MRT Network-এর প্রতিটি লাইনের প্রধান প্রধান মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে ন্যূনতম ৪টি করে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংস্থার ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্তির কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে Station Plaza সমূহের Layout Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর ও কমলাপুর মেট্রোরেল টার্মিনাল স্টেশনদ্বয়ে দীর্ঘ মেয়াদে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

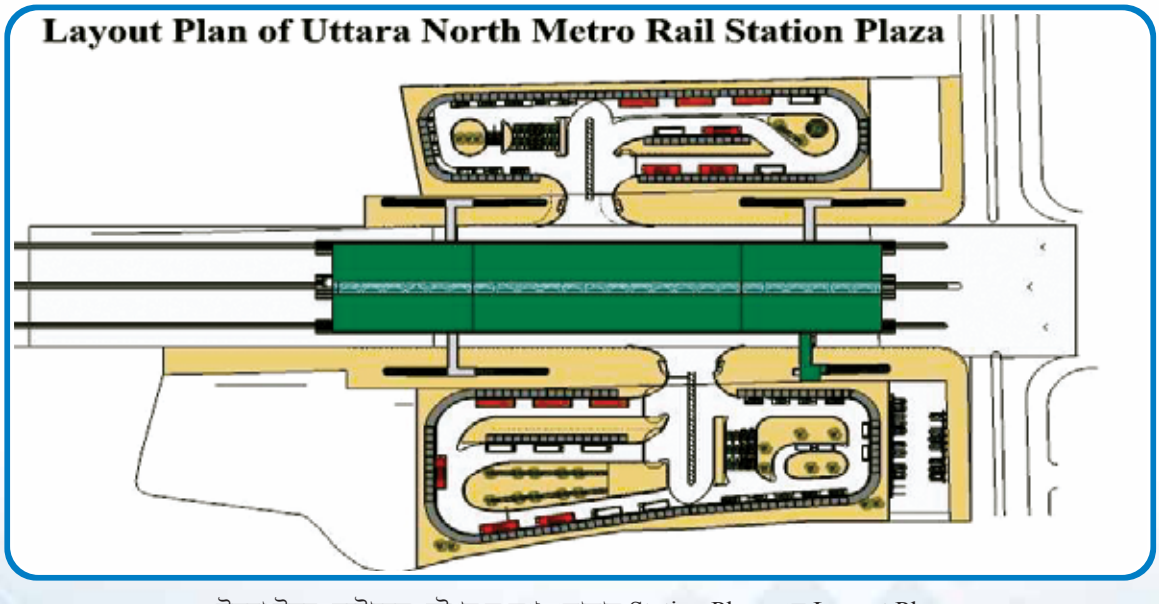

উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza এর Layout Plan

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) রয়েছে। ডিএমটিসিএল-এর কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য Website-এর সেবা বক্সসমূহ, Frequently Asked Question (FAQ) এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। যে কোনো স্থান হতে যে কোনো সময় ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এই Website-এর Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery তে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। Video Gallery তে YouTube Channel-এর লিংক সংযুক্ত আছে। দ্রুত জনসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে টোল ফ্রি নাম্বারসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। করোনা (COVID-19) মহামারী পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল সভার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ Video Conference এর পাশাপাশি Zoom Video Conference এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহে নিয়মিত ই-নথি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সকল ডকুমেন্ট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিএমটিসিএল-এর ডিজিটাল আর্কাইভ রয়েছে।

সরকার কর্তৃক প্রণীত e-Service Roadmap Plan-2021 এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর জন্য Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের নিমিত্ত বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ সিপি-০৯ সংযোজন করা হয়েছে। দ্রুত Project Documents আদান প্রদানের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS) এর আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য Public Information System (PIS) এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station স্থাপনের কাজ চলছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার নিমিত্ত Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera System স্থাপনের কাজ চলছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System স্থাপনের কাজ চলমান। Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীগণ একই MRT Pass ব্যবহার করে মেট্রোরেলের সকল লাইনে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। Mobile Apps এবং Web Application ব্যবহার করে MRT Pass সহজেই রিচার্জ করা যাবে। মেট্রোরেলের প্রতিটি স্টেশনে Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vending Machine (TVM) ব্যবহার করে MRT Pass রিচার্জ করা যাবে। MRT Pass ব্যবহার করে যাত্রীগণ মেট্রোরেল ছাড়াও বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করতে পারবেন। MRT Pass-কে Rapid Pass Compatible করা হয়েছে বিধায় Rapid Pass ব্যবহার করেও মেট্রোরেলে যাতায়াত করা যাবে। MRT Pass এবং Rapid Pass একই স্থান থেকে রিচার্জ করা যাবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

ডিএমটিসিএল-এ চুক্তিতে ও প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে চুক্তিতে ও প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য নিয়মিত বিরতিতে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত চুক্তিতে ও প্রেষণে যোদানকৃত কর্মকর্তাগণের ০৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে এমআরটি নেটওয়ার্ক, বাস্তবায়নাধীন নেটওয়ার্কের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, এমআরটি সিস্টেম ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা

প্রদান করা হয়। এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিভিন্ন লাইনের রুট এ্যালানমেন্ট, এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপো এলাকা এবং এমআরটি লাইন-৬ এর মেট্রোরেল স্টেশনসমূহ সরজমিনে পরিদর্শনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গত ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ চুক্তিতে ও প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪০৩ জনকে শ্রেণীকক্ষে ও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে নৈতিকতা, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা; তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ; e-GP System; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি; নথি ব্যবস্থাপনা; উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নবনিযুক্ত জনবলের মৌলিক প্রশিক্ষণ

মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এঁর অনুশাসন অনুসরণে ডিএমটিসিএল-এ নবনিযুক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। নবনিযুক্ত জনবলকে এমআরটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বুনিয়াদি, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে এবং টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতেও ২০২১-২২ অর্থবছরে নবনিযুক্ত জনবলের মধ্যে ৬৯ জনকে রেলওয়ে বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১১ জনকে বিদ্যুৎ বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা এখনও টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি তাঁদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ-কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশেষায়িত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত জনবলকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক বিশেষায়িত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NKDM Association এবং Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতের DMRC এর Delhi Metro Rail Acadamy-তে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭ জন Operations ও Rolling Stock শীর্ষক কারিগরি প্রশিক্ষণ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। অবশিষ্ট ৫৯ জন তিনটি গ্রুপে যথাক্রমে Operations, Electrical এবং Signaling and Telecommunications শীর্ষক কারিগরি বিষয়ে এখনও Delhi Metro Rail Acadamy-তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

Operations বিষয়ে Delhi Metro Rail Academy-তে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

নিবিড় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

ডিএমটিসিএল-এর জনবলকে তৃতীয় পর্যায়ে মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এমআরটি লাইন-৬ এর আওতায় চলমান বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট প্যাকেজসমূহের অধীনে ইতোমধ্যে ১৬৬ জনকে নিবিড় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৬ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। অবশিষ্ট ১২০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ সিপি-০৮ এর আওতায় ডিএমটিসিএল-এর জনবলকে রোলিং স্টক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

মাঠ প্রশিক্ষণ

মাঠ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মচারী ও সরকারি-বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ নিয়মিত মেট্রোরেলের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করে থাকেন। এই সময়ে প্রশিক্ষণার্থীগণকে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পরিস্থিতিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাঠ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবতার নিরিখে সীমিত রাখা হয়। তদসত্ত্বেও দুইটি মাঠ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে National Academy for Planning and Development (NAPD) এর Project Planning and Management Course এর ১০ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীগণ এবং Bangladesh Public Administration Training Centre এর ১০০ তম ব্যাচের Senior Staff Course এর প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

100th Senior Staff Course এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

DMTCL Training Academy এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও Internship

DMTCL Training Academy এবং Dormitory Building এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী DMTCL Training Academy-কে Center of Excellence হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিকল্প ব্যবস্থায় DMTCL বহিঃপ্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ Mass Rapid Transit (MRT) এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং Internship করে থাকেন।

সেমিনার

The Progress & Prospect of MRT Line-6 এর উপর গত ১৫ জুন ২০২২ তারিখ Bangabandhu International Conference Center (BICC)-এ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস; ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মিস রওশন আরা মান্নান, এমপি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী। সেমিনারে MRT Line-6 এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং মেট্রোরেলের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সম্ভাব্য প্রভাব PowerPoint Presentation-এর মাধ্যমে তুলে ধরেন ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক।

Seminar on the Progress & Prospect of MRT Line-6

ওয়ার্কশপ

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গত ০৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখ র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে এক Stakeholders' ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। Workshop-এ নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Egis Rail, SMEC International and Oriental Consultants Global (ESO) Consortium কর্তৃক রুট এ্যালাইনমেন্ট, স্টেশনের অবস্থান, নির্মাণ কৌশল ও বর্তমান অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট এর Stakeholders' ওয়ার্কশপ

গত ২২ মার্চ ২০২২ তারিখ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর সম্মেলন কক্ষে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে ডিএমটিসিএল-এর সম্পৃক্ততা, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

ডিএমটিসিএল এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

অংশীজন সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ মতিঝিল এজিবি কলোনী কমিউনিটি সেন্টারে এই বর্ধিতাংশের অংশের অংশীজনের সমন্বয়ে একটি অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত অংশীজন নিজ নিজ অভিমত তুলে ধরে বর্ধিতাংশের ভূমি অধিগ্রহণে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ বিষয়ক অংশীজন সভা

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর এর ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিলামালিয়া মৌজা অংশের অংশীজনের সমন্বয়ে মোঃ আনোয়ার হোসেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, বিলামালিয়া, হেমায়েতপুর, সাভারে একটি অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত অংশীজন স্ব স্ব অভিমত তুলে ধরে মেট্রোরেল নির্মাণে বিলামালিয়া মৌজার ভূমি অধিগ্রহণে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর এর ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত অংশীজন সভা

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী

চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে নিয়োজিত জনবলের পরিপূর্ণ Screening ব্যবস্থা চালু আছে। মেট্রোরেলের কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে নির্মিত দুইটি Field Hospital চালু আছে। নিয়োজিত জনবলকে কোভিড-১৯ এর প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা এবং তৃতীয় টিকা বা বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের সহযোগিতার জন্য DMTCL Quick Response Team কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর আওতায় 'ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন প্রায় ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়নের মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবহন অবকাঠামোর সমীক্ষা সম্পাদন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা ডিটিসিএ'র কর্মপরিধিভুক্ত।

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে জিওবি অর্থায়নে ৫টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ১টি। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিওবি বরাদ্দ ১১.৩৫ কোটি টাকা যার মধ্যে ব্যয় ৪.৭৯ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

রাজস্ব আয়

ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্রের আবেদন ফি বাবদ ডিটিসিএ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১,৫৪,৭২০ টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

পরিচালনা পরিষদ

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন

মেট্রোরেল লাইন-৬ ভাড়া নির্ধারণ

মেট্রোরেল লাইন-৬ এর ভাড়া নির্ধারণের লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালককে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মেট্রোরেল লাইন-৬ এর যাত্রী ভাড়া সংক্রান্ত সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে দাখিল করা হয়।

মেট্রোরেল লাইন-৬ পরিদর্শন

ডিটিসিএ কর্তৃক গঠিত পরিবীক্ষণ টিম নির্মাণাধীন মেট্রোরেল লাইন-৬ এর ডিপো গত ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে, মেট্রো ট্রেন সেট গত ০৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মেট্রোরেলের কমিউনিকেশন বেজড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন, কম্পিউটারাইজড ইন্টার-লকিং, অটোমেটিক ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি গত ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে এবং উত্তরা নর্থ স্টেশন গত ০২ জুন ২০২২ তারিখে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা হয়।

ডিটিসিএ পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক মেট্রোরেল লাইন-৬ এর ডিপো পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

ডিটিসিএ'র পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক মেট্রোরেল লাইন-৬ এর মেট্রো ট্রেন সেট পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

মেট্রোরেল লাইন-৫ সংক্রান্ত

মেট্রোরেল লাইন-৫ সাউদার্ন রুট-এর লাইসেন্সের বিষয়ে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃক দাখিলকৃত ডকুমেন্টসমূহ ডিটিসিএ-তে যাচাই বাছাই করে রিকাস্ট করার জন্য ডিএমটিসিএল-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

ঢাকা ইনটিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্ত জাইকার কারিগরি সহায়তায় ডিটিসিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইন্টারসেকশনে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টারসেকশনে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজসহ ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম চালিত সিগনাল স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীতে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাপ্ত এ প্রকল্পের অধীনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে-

(১) ঢাকা শহরের ঝুঁকিপুর্ণ সড়ক এবং সংযোগ সড়ক চিহ্নিতকরণ;

(২) ঢাকা শহরের ১০০ কিলোমিটার সড়ক এবং সড়কে পথচারীদের চলাচলে নিরাপত্তা বিধান;

(৩) ঢাকা শহরের জন্য স্কুল জোনিং এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন;

(৪) ডিটিসিএ'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে-

(ক) পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুতকরণ;

(খ) আরবান রোড সেফটি গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ;

(গ) নিরাপদ ওয়ার্ক জোন এবং মবিলিটি গাইড লাইন প্রস্তুতকরণ;

(ঘ) গণপরিবহনে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রস্তুতকরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন; এবং

(ঙ) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।

রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত মহাখালী, সায়েদাবাদ ও গাবতলী বাস টার্মিনাল স্থানান্তর ও আন্ত:জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জিওবি খাতের ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot শীর্ষক প্রকল্প সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের অধীনে ঢাকার চারপাশে প্রস্তাবিত ১০টি স্থানে বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং Conceptual Design প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোড: ইষ্টার্ন, ওয়েষ্টার্ন এন্ড নর্দান পার্ট প্রকল্প

১৬.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ (সংশোধিত) মেয়াদে ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোড: ইষ্টার্ন, ওয়েষ্টার্ন এন্ড নর্দান পার্ট (হেমায়েতপুর, কালাকান্দি, মদনপুর, ডাঙ্গা, বাইপাইল, গাজীপুর) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে আউটার রিং রোডের প্রয়োজনীয়তা এবং এলাইনমেন্ট যাচাই করা হবে। বৈদেশিক সহায়তায় বা পিপিপি অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক নকশা ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রস্তুত করা হবে।

Preparation of Comprehensive Transport Master Plan For Narayanganj and Gazipur City Corporation শীর্ষক প্রকল্প

নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভবিষ্যতে ট্রাফিক বৃদ্ধি বিবেচনায় যথাযথ, কার্যকর, দক্ষ ও নিরাপদ সুশৃঙ্খল নগর পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪১.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে আগষ্ট ২০২৩ মেয়াদে "Preparation of Comprehensive Transport Master Plan For Narayanganj and Gazipur City Corporation" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০ বছর মেয়াদী ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হবে। এছাড়াও পাবলিক ট্রানজিট নেটওয়ার্কের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমোডাল হাবের ধারণামূলক নকশা প্রণয়ন করা হবে। একইসাথে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার মাস্টার প্ল্যানে ট্রাক টার্মিনালের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই ও ধারণাগত নকশা প্রণয়ন করা হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পুর্নগঠন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ সংশোধনপূর্বক ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র "সমগ্র বাংলাদেশ" নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম "বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" করা ও প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান ও গাইড লাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ট্রাফিক সার্কুলেশন) প্রবিধানমালা, ২০২২; পথচারী নিরাপত্তা প্রবিধানমালা, ২০২২; ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (কর নির্ধারণ, নগর গণপরিবহন, পার্কিং ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০২২ এবং পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২২ এর খসড়া অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমণ ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি বহুতল ভবনের এবং ১টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি/অনুমোদন প্রদান করেছে।

বাস রুট রেশনালাইজেশন

ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১ নং রুটের ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে বিআরটিসির ৩০টি দ্বিতল বাস, ট্রান্স সিলভা পরিবহনের ২০টি বাসসহ মোট ৫০টি বাসের মাধ্যমে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা ২৬.১২.২০২১ তারিখে শুরু করা হয়েছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্লাস্টার, ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। গ্রিন ক্লাস্টারে বর্তমানে চলমান মোট ৫৪টি রুটকে সমন্বয় করে ৮টি রুটে পরিণত করা হয়েছে, যাদের রুট নং ২১ হতে ২৮। উক্ত রুটসমূহের মধ্যে আপাতত ৩টি রুটে মোট ২২৫টি বাস চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

স্মার্ট কার্ড Rapid Pass প্রবর্তন এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাইকা'র সহায়তায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া আদায় পদ্ধতির প্রচলন ও ভাড়া আদায় পদ্ধতিকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে। Rapid Pass এবং MRT Pass এর মাধ্যমে মেট্রোরেল এর ভাড়া আদায় করা হবে, যা ডিটিসিএ ক্লিয়ারিং হাউজ সিস্টেমের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট করা হবে। গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে ডিএমটিসিএল-কে ৭০০টি Secure Access Module (SAM) হস্তান্তর করা হয়।

ডিএমটিসিএল-কে Secure Access Module (SAM) Card হস্তান্তর অনুষ্ঠান

Special Purpose Company (SPC) গঠন

একটি টেকসই ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে Transport Clearing House পরিচালনা, সম্প্রসারণ এবং Rapid Pass কার্ড এর বহুবিধ ব্যবহার (ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল পরিশোধ, সুপার মার্কেটের ব্যবহার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন পরিশোধ ইত্যাদি) বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রকল্প ফেইজ-২ এর আওতায় Special Purpose Company (SPC) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গণপরিবহনে ইউজারগণ র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করে ঝামেলাবিহীন, ক্যাশলেস ট্রানজেকশন এর মাধ্যমে পরিবহনের ভাড়া পরিশোধ করতে পারবে। ফলে পরিবহন ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে। তাছাড়া Rapid Pass কার্ড এর মাধ্যমে ভাড়া আদায় এর ফলে যে Origination-Destination (OD), Big Data তৈরি হবে তা ব্যবহার করে বাস্তবসম্মত, কৌশলগত Urban Transport পরিবহন পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে।

Mid-Term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for DTCA Area (MTR-RSTP) শীর্ষক প্রকল্প

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন ২০১৬ সালে সংশোধিত Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান ট্রাফিক চাহিদার ভিত্তিতে নতুন করে পরিবহন অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে আরএসটিপি হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে "Mid-Term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for DTCA Area (MTR-RSTP)" শীর্ষক প্রকল্প গত ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩৪.২০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ২৪.৪০ কোটি টাকা ও জিওবি ৯.৭৯ কোটি টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ৩১ মে ২০২৪ পর্যন্ত।

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

ডিটিসিএ'র অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁও এ ০২ বিঘা ভূমি'র উপর ডিটিসিএ'র ১৩তলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৯ মে ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪ জুন ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। মে ২০২২ মাস পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৫.৬০% শতাংশ। ডিসেম্বর ২০২২ এ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন সম্মুখদৃশ্য

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণাধীন মসজিদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে গত ১৫ আগষ্ট ২০২১ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কার্যালয়ে বিশেষ মোনাজাত এর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মোনাজাত-এ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-তে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ডিটিসিএ-তে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কশপ-এ সভাপতিত্ব করেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকালকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে চারটি বিষয়ের উপর উপস্থাপনা প্রতিযোগিতা ১২ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. আয়োজন করা হয়েছে।

- শেখ রাসেল দিবস পালন উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ডিটিসিএ'র সভা কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডিটিসিএ-তে নির্বাচিত লোগো সম্বলিত ১৭০টি মগ তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছে।

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২২ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর সভা কক্ষে শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি ও শ্লোগান প্রস্তুতকরণ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব নীলিমা আখতার, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা

ঢাকার ইউসেপ আর কে চৌধুরী স্কুল ৬৮, পোস্তগোলা এবং নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ৫৭/১ ভগবৎ সাহা শঙ্খনিধি রোড এ সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

সাপোর্টিং দ্য গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ে গৃহীত কর্মসূচি

সাপোর্টিং দ্য গুড গর্ভন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে অভিযোগ পাওয়া গেলে যথারীতি নিষ্পত্তি করা হয়। ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ কমিটি নিয়মিত অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা তদারকি করে ০৩ মাস অন্তর অন্তর প্রতিবেদন পাঠায়। এছাড়াও অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে ০৪টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মোট ২টি অংশীজন সভাও সম্পন্ন হয়েছে।

বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজি পাইলটিং পরিদর্শন

ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঘাটারচর - মোহাম্মদপুর - জিগাতলা - প্রেসক্লাব - মতিঝিল - যাত্রাবাড়ি - কাঁচপুর বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলট রুটের উদ্বোধন করেন। উক্ত বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলটিং যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনের নিমিত্তে ৪ সদস্য বিশিষ্ট ০১টি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি এ পর্যন্ত ০৮ বার বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলটিং পরিদর্শন করেছে। সার্ভিসটি কিভাবে আরও যাত্রীবান্ধব উন্নত সেবা প্রদান করতে পারে সে বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করছে।

ঢাকা নগর পরিবহন বাস রুট পাইলটিং এর শুভ উদ্বোধন

বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলটিং এ ঢাকা নগর পরিবহনের বাস

নগর পরিবহনে (বাসে) শুদ্ধাচার চর্চা পরিবীক্ষণ

ডিটিসিএ-এর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নগর পরিবহনে (বাসে) শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণ কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিবীক্ষণ করে ০৫টি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি (টিএমসি)'র সভা

ঢাকা মহানগরী ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি (টিএমসি)'র সদস্যদের অংশগ্রহণে ডিটিসিএ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩টি টিএমসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। সভায় সিগন্যালিং মেরামত ও স্থাপন, ব্লক ভিত্তিক রিকশা ব্যবস্থা চালু, ফুটপাত দখলমুক্তকরণ, সড়ক খোঁড়া ও সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, শব্দদূষণ মুক্ত এলাকা বাস্তবায়নসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন

ডিটিসিএ-তে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ "বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

- গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে "গণপরিবহনে ও হেঁটে চলি, ব্যক্তিগত গাড়ি সীমিত করি" শীর্ষক কর্মশালা ডিটিসিএ'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

কর্মশালার স্থির চিত্র

- গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মালিবাগ বাজার থেকে খিলগাঁও তালতলা মার্কেট পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন উপস্থিত ছিলেন।

পদযাত্রার স্থির চিত্র

- বেসরকারি অংশীজন এনজিও সংস্থা/সংগঠনসমূহের সাথে এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবিনার গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ডিটিসিএ'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

ওয়েবিনার এর স্থির চিত্র

- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ সকাল ৮.০০ ঘটিকায় ধানমন্ডি শংকর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সড়কে সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

সাইকেল র‍্যালির স্থির চিত্র

- দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর কর্তৃক মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করার নিমিত্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ "বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস" "গণপরিবহনে ও হেঁটে চলি, ব্যক্তিগত গাড়ি সীমিত করি" ডিটিসিএ প্রচার করা হয়।

সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন

পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ডিটিসিএ কর্তৃক মোট ৫টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ শীর্ষক ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া "ঢাকা মহানগরীতে কার্যকর বাইসাইকেল নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএফআইসি Korea এর যৌথ উদ্যোগে "Sustainable City Development Through SMART Transportation in Busan Korea শীর্ষক Online International Program চীন সরকারের উদ্যোগে Seminar on Road Safety and Traffic Management for Bangladesh শীর্ষক সেমিনার-এ ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ডিটিসিএ-তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন, ই-নথি প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মোট: ১০টি অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ডিটিসিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, অর্থ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত iBAS++ এর উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন, বাজেট পরিপত্র-১, iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, Budget Management Specialist (BMS)" প্রশিক্ষণে ডিটিসিএ'র কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশ প্রশিক্ষণ

জাপানে অনুষ্ঠেয় Issue-focused Training Course on Urban Public Transport শীর্ষক অন লাইন প্রশিক্ষণ এ ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন

ডিটিসিএ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে Bus Route Rationalization, RSTP, iBAS++, Road Safety, GIS, Traffic Circulation বিষয়ে ৬টি লার্নিং সেশন আয়োজন করা হয়েছে।

জনবল

ডিটিসিএ প্রতিষ্ঠাকালে ৬৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকার ডিটিসিএ-তে আরো ১৪৮ জনবল মঞ্জুর করে। বর্তমানে ডিটিসিএ'র মোট জনবল ২১২ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল) পদে ৩ জন এবং ১৬-১৭ গ্রেডভুক্ত ৩য় শ্রেণির ৫টি ক্যাটাগরির ১৪টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ জন গাড়িচালক এবং ৭ জন অফিস সহায়কসহ মোট ৮ জন আদালতের আদেশবলে নিয়োগ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির (৫ম, ৭ম, ৯ম) বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৮টি পদের মধ্যে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১২টি পদে আবেদনকারীদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৪ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গত ১৪ জুন ২০২২ তারিখে ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আউটসোর্সিং এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। পদোন্নতির কোটায় শূন্য পদে নিয়োগযোগ্য পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

RSTP গণশুনানী

গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখে ডিটিসিএ এর উদ্যোগে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) বিষয়ক একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত গণশুনানীতে এফবিসিসিআই এর মহাসচিব, পরিবহন বিশেষজ্ঞ, ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। একইসাথে জুম অনলাইনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্র, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, রাজউক এর নগর পরিকল্পনাবিদ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধিসহ আরো সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

ডিটিসিএ হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিটিসিএ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে শতভাগ নম্বর অর্জন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ডিটিসিএ'র ০৪ জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমন্বয় কার্যক্রম

ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে। ডিটিসিএ ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা সংশোধন ও পরিমার্জন করে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন করছে, যা ২৯ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ডিটিসিএ এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-৫ (উত্তরাংশ) এর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এমআরটি লাইন-৫ (দক্ষিণাংশ) প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে। ডিটিসিএ আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ডিএমটিসিএল গঠন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিটিসিএ আইনে কোন জরিমানার সংস্থান না থাকায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ডিটিসিএ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলে ডিটিসিএ বিভিন্ন পরিবহন সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করতে পারছেনা। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ব্যতীত ঢাকা মহানগরীর ৩৮৮টি বাস রুটকে রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে পুর্নবিন্যাস করে ৪২টি রুট, ২২টি কোম্পানী এবং পুনবিন্যাসের মাধ্যমে বাস পরিচালনা করা দূরুহ হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ডিটিসিএর কার্যাবলী পুন:গঠন;
- র‍্যাপিড পাস এর মাধ্যমে ভ্রমণের জন্য MRT, BRT, BRTC BIWTC সহ বেসরকারি বাস অপারেটরদেরকে Clearing House প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য Clearing House ফেজ-২ প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- আগামী ৫ বছরে ঢাকা মহানগরীতে বাসরুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং প্রবর্তনের মাধ্যমে যানজট হ্রাস ও নিরাপদ এবং সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৯৬২ সালে তদানীন্তন কন্সট্রাকশন ও বিল্ডিং (সিএন্ডবি) বিভাজন করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। সেই সময় হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রধান সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস অনুযায়ী ১১০টি জাতীয় মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩৯৯১ কিলোমিটার, ১৪৭টি আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪,৮৯৭ কিলোমিটার এবং ৭৩৫টি জেলা মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৫৮৮ কিলোমিটার। জাতীয় মহাসড়কসমূহের প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ১০.৫ মিটার আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহের প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার এবং জেলা মহাসড়কসমূহের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুগোপযোগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সদর দপ্তরের ৪টি উইংসহ মাঠ পর্যায়ের ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে মহাসড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক ও সেতুসমূহের সুনির্দিষ্ট ব্যাপ্তি রয়েছে।

জাতীয় মহাসড়ক: রাজধানীর সাথে বিভাগীয় সদর, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, প্রধান নদীবন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপোসমূহের সংযোগকারী সড়ক, এক বিভাগীয় সদরের সাথে অন্য বিভাগীয় সদরের সংযোগকারী সড়ক, বিভাগীয় সদরকে বেষ্টনকারী সার্কুলার রিং-রোড অথবা উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগের জন্য নির্ধারিত সড়কসমূহ জাতীয় মহাসড়কের অন্তর্ভুক্ত।

আঞ্চলিক মহাসড়ক: জেলাসমুহের সাথে জাতীয় মহাসড়ক, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, নদীবন্দরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত সড়কসমূহই আঞ্চলিক মহাসড়ক।

জেলা মহাসড়ক: উপজেলাসমূহের সাথে জেলা সদর অথবা উপজেলার সংযোগকারী সড়ক জেলা মহাসড়ক হিসেবে বিবেচিত।

সেতু: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত সকল সেতু নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়াও ফ্লাইওভার, রেলওয়ে ওভারপাস ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত।

এক্সপ্রেসওয়ে: সময়ের ব্যবধানে উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে, যা পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সীমান্ত সড়ক: দেশের বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা ও পাহাড়ী জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর এবং নিরাপদ করার জন্য সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ:

- ৭৮.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- ১০৮.৩৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ১২৪৬.০২ কিলোমিটার সার্ফেসিং
- ১২৩.২৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ৮৪৮.৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- ৭৪৬.৬৮ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
- ১১৯টি/ ৯২৩০.২৮ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ১০৩৮টি/ ২৮৫০.৮৫ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৯টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ২টি।

পরিচালন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পরিচালন খাতের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদনকৃত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

- ৯২৫.৯৬ কিলোমিটার মহাসড়কে ওভারলে
- ২২৪.১০ কিলোমিটার মহাসড়কে ডিবিএসটি
- ৬৭৩.৫৩ কিলোমিটার এসবিএসটি
- ৩২৮.৩১ কিলোমিটার মহাসড়কে বিটুমিনাস কার্পেটিং
- ৮৯৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কে সীলকোট
- ৩১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়কে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ
- ৩৮টি সেতু নির্মাণ (মোট ১৭৯২.৮২ মিটার দৈর্ঘ্য)
- ১০০টি কালভার্ট নির্মাণ (মোট ৬৯৪.৬০ মিটার দৈর্ঘ্য)
- ২৩.৯০ কিলোমিটার মহাসড়ক পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ
- ৩৬.৬৮ কিলোমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ।

রাজস্ব আয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সেতু, সড়ক এবং ফেরিসমূহে টোল, ইজারা, ভাড়াবাবদ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট ১,০২১.১৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। জোনভিত্তিক রাজস্ব আয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

জোন	সেতুর রাজস্ব আয়	সড়কের রাজস্ব আয়	ফেরীর রাজস্ব আয়	সর্বমোট রাজস্ব আয়
ঢাকা	৬১৪.৭৮	০.০০	১.৮৬	৬১৬.৬৪
ময়মনসিংহ	২৩.৩৯	০.০০	০.০০	২৩.৩৯
কুমিল্লা	৪.৫৩	০.০০	০.০০	৪.৫৩
চট্টগ্রাম	৮৪.৫০	৩.৭২	০.৯০	৮৯.১২
সিলেট	২২.৪২	২০.০৪	০.৮৮	৪৩.৩৩
রাজশাহী	১২.২৩	১৪.৮০	০.০০	২৭.০২
রংপুর	২০.৩৭	০.০০	০.০০	২০.৩৭
খুলনা	৮৩.৭৪	০.০০	১.৯০	৮৫.৬৪
গোপালগঞ্জ	৩৭.৭৫	০.০০	২.২০	৩৯.৯৬
বরিশাল	৬৩.১৬	০.০০	৭.৯৮	৭১.১৪
সর্বমোট	**৯৬৬.৮৬**	**৩৮.৫৬**	**১৫.৭৩**	**১০২১.১৪**

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়ের মাধ্যমে ১০২১.৪৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। মাঠপর্যায়ের জোনসমূহে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ

সর্বমোট রাজস্ব আয়

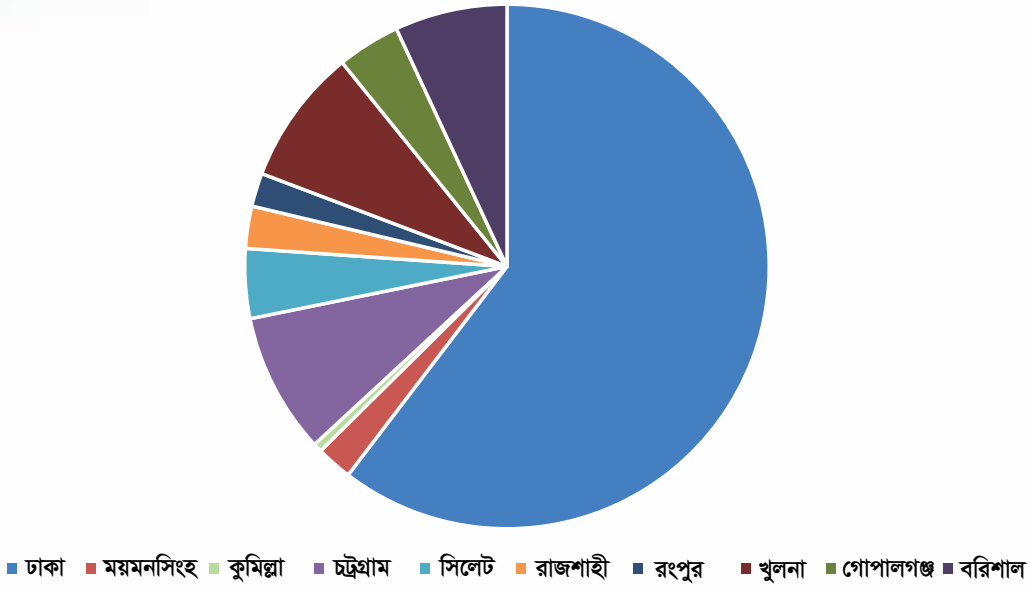

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সড়ক/সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) উদ্বোধন করেন। এটি দেশের সর্বোচ্চ স্প্যানবিশিষ্ট (২০০ মিটার) সেতু এবং সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৩০ মিটার দীর্ঘ পাইল ফাউন্ডেশন করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে গভীরতম।

পটুয়াখালী জেলার সর্বদক্ষিণে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। একসময় বরিশাল হতে পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত বর্ণিত সড়কপথে ৬টি ফেরি পার হয়ে চলাচল করতে হত। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ৫টি স্থানে সেতু নির্মিত হলেও অত্যন্ত খরস্রোতা এবং এ রুটে প্রশস্ততম পায়রা নদীর উপর সেতু না থাকায় পটুয়াখালী তথা কুয়াকাটার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ওপেক ফান্ড ও কুয়েত ফান্ডের যৌথ অর্থায়নে পায়রা সেতুর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বরিশাল থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ফেরিবিহীন নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম বাড়বে যা পর্যটন শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে নির্মিত পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনা

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মোট ৪৫টি সেতুর উদ্বোধন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

গোবিন্দগঞ্জ-পলাশবাড়ি সড়কে ১৭১ মিটার দীর্ঘ ৪ স্প্যানবিশিষ্ট কাটাখালী সেতু

রংপুর-সৈয়দপুর-দিনাজপুর সড়কে ১৪৫ মিটার দীর্ঘ ৪ স্প্যানবিশিষ্ট বারাতি সেতু

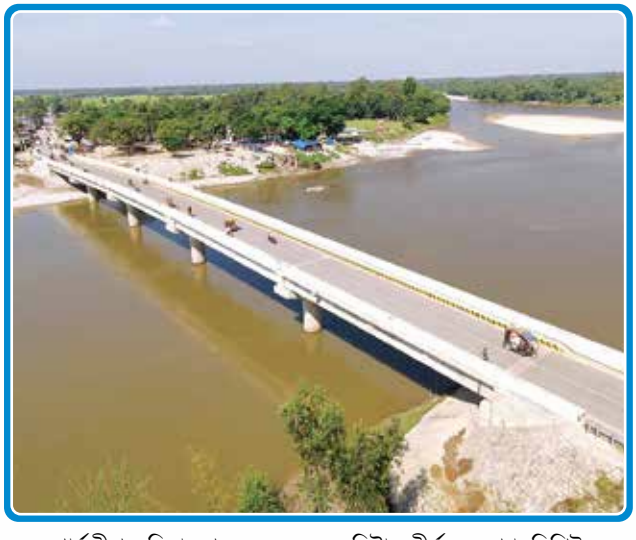

পার্বতীপুর-দিনাজপুর সড়কে ১৬৫ মিটার দীর্ঘ ৫ স্প্যানবিশিষ্ট কাকড়া সেতু

জয়পুরহাট-ধামুইরহাট সড়কে ১৪০ মিটার দীর্ঘ ৩ স্প্যানবিশিষ্ট কুঠিবাড়ী সেতু

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮৫টি প্রকল্প (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬৩টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২২টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৪৪০.৮৬ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ১৯৭৮৮.৭৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩৬৫২.১১ কোটি টাকা। তবে মোট বরাদ্দের ৫৫.৯২ কোটি টাকা ছাড়ের জন্য স্থগিত ছিল। এ অর্থবছরে মোট ২৩২৮০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৯৯.৩২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৯ শতাংশ বেশি।

বিগত ১০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০২১-২২	১৮৫	২৩৪৪০.৮৬	৯৯.৩২%
২০২০-২১	২১২	১৮১১২.৯৯	৯০.৭৩%
২০১৯-২০	২০৬	১৮৬৮২.৯২	৮৬.৯৩%
২০১৮-১৯	১৭৯	১৬৬১৮.৮৫	৯৯.৮২%
২০১৭-১৮	১৪০	১৪১৪৪.৬৮	৯৯.৮৯%
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%

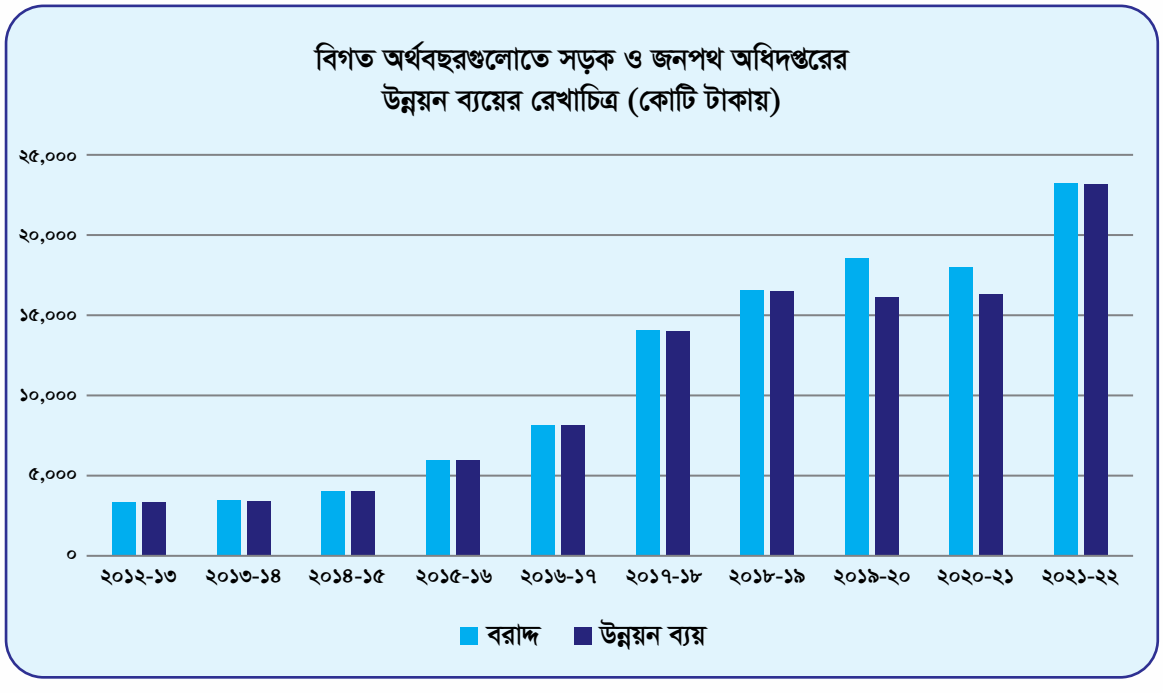

বিগত ১০ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয়ের রেখাচিত্র (কোটি টাকায়)

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

টেকসই উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭টি নতুন প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ১৬টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১টি) অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১২টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৩টি, ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প ১টি এবং আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প ১টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২. মাদারগঞ্জ-কয়রা-মনসুরনগর (কাজীপুর)-আব্দুল্লাহমোড় (সরিষাবাড়ী)-ধনবাড়ী সড়ক উন্নয়ন

৩. টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালিপাড়া-কালামপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪. আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীকরণ

৫. নড়াইল শহরাংশের জাতীয় মহাসড়ক (এন-৮০৬) প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

৬. কুমারগাঁও-বাদাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৭. নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক ও ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৮. দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ

৯. শেরপুর (কানাসাখোলা)-ভীমগঞ্জ-নারায়ণখোলা-রামভদ্রপুর-পরানগঞ্জ-ময়মনসিংহ (রহমতপুর) সড়ক উন্নয়ন

১০. কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গৌরীপুর-আনন্দগঞ্জ-মধুপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১১. মদনপুর-দিরাই-শালা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-২৮০৭) এর দিরাই-শালা অংশ পুনর্নির্মাণ

১২. কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কি:মি: থেকে ৩২.০০ কি:মি: পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্তকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন)

২. ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

৩. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের (জেড-৮৭০১) পিরোজপুর অংশের জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত বেইলী সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু ও আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককের ৮১তম কিঃমিঃ এ রেলবাজার রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ০৩টি আন্ডারপাস এবং পদুয়ার বাজার ইন্টারসেকশনে ইউলুপ নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৯টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ২টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

২. বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৩. কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরণ

৪. জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ

৫. হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ

৬. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)

৭. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন)

৮. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

৯. জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংক সহ) (আর-৮২০)

১০. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

১১. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন) (২য় পর্যায়)

১২. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)

১৩. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন)

১৪. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজশাহী জোন)

১৫. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)

১৬. নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৭. গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৮. ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৯. টেকনাফ-শাহপরীরদ্বীপ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৯৯) এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীরদ্বীপ অংশ পুনর্নির্মাণ প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

২০. সোনাহাট সেতু এপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১. মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

২২. বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ

২৩. ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৪. আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ

২৫. রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ)

২৬. ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বলাঘাট সংযোগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন

২৭. বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২৮. কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৯. লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার-ওমরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩০. টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুলা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩১. বরুড়া উপজেলার সহিত সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া, নিমসার-বরুড়া এবং খাজিরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথমানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩২. সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৩৩. সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট সড়ক উন্নয়ন

৩৪. নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসন

২. নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ

৩. চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ

৪. পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের (জেড-১০৭০) ৯ম কি.মি. এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

৫. গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (জেড-১০৪০) সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

৬. পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

৭. গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ

৮. পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়কে ক্ষতিগ্রস্থ ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-আড়ুয়া সড়কে আড়ুয়া সেতু নির্মাণ

৯. গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার (জেড-২৮০২) সড়কে বিদ্যমান ৯টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

১. টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-II (এসআরটিপিপিএফ-২) এবং

২. Study for Identification, prioritisation and Pre-Feasibility of PPP Projects under Roads and Highways Department

মেগা প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২৬টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ২টি মেগা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

২য় শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

২০১৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার সড়ক যোগাযোগ দ্রুততর হয়। কিন্তু এ সড়কে বিদ্যমান শীতলক্ষ্যা (কাঁচপুর), মেঘনা ও গোমতী সেতুসমূহ ২-লেন বিশিষ্ট হওয়ায় জনগণ ৪-লেনে উন্নীত মহাসড়কের সুফল পূর্ণাঙ্গরূপে পাচ্ছিলেন না। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার যৌথ অর্থায়নে ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০৬৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

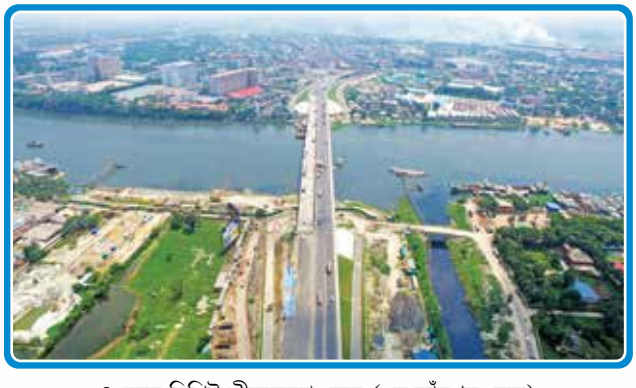

৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর সেতু)

৪-লেন বিশিষ্ট মেঘনা সেতু

৪-লেন বিশিষ্ট গোমতী সেতু

ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

৪১৫১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মিত আব্দুল্লাহপুর ফ্লাইওভার

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (মহাসড়ক উন্নয়ন)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ

South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) ফোরামটি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম। এ ফোরামের আওতায় সদস্য দেশসমূহের ২১টি উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এবং আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এডিএফডি) এর অর্থায়নে "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের একমাত্র করিডোরের জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়কটি ধীর গতির যানবাহনের পৃথক লেনসহ চার-লেনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে ৭টি ফ্লাইওভার, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৫৩টি সেতু, ৭৬টি কালভার্ট, ১১টি আন্ডারপাস, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল মহাসড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পূর্ত কাজের শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চন্দ্রা ফ্লাইওভার

সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক (এন-৪)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ১৬,৬৬২.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাসেক ফোরামের উদ্যোগে গৃহীত দ্বিতীয় প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে হাটিকুমরুল হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ মহাসড়কটি পরবর্তীতে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় হাটিকুমরুলে একটি মডিফাইড ক্লোভারলিফ ইন্টারচেঞ্জ, ৭টি উড়ালসেতু, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩৯টি আন্ডারপাস এবং ২৬টি নতুন সেতু নির্মাণসহ বিদ্যমান ৭টি সেতু পূনর্বাসন করা হবে। এছাড়াও সওজ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০.২৩ শতাংশ।

সাসেক-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন নলকা সেতু

সাসেক-২ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত অত্যাধুনিক কংক্রিট পেভার ব্যবহার করে নির্মিত রিজিড পেভমেন্ট

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে ১৬,৯১৮.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা (কাঁচপুর) হতে সিলেট পর্যন্ত ২০৯.৩২৮ কিলোমিটার মহাসড়ক পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৬৬টি সেতু, ৩০৫টি কালভার্ট, ৭টি ফ্লাইওভার/ ওভারপাস, ৬টি রেলওভার ওভারপাস, ৩৭টি ইউ-টার্ণ, ৮টি রাউন্ড এবাউট ও ২৬টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক এবং পূর্ত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

তামাবিল বন্দরের সাথে সিলেট তথা সারা দেশের যোগাযোগ দ্রুততর এবং নিরাপদ করার মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এআইআইবি'র অর্থায়নে ৩৫৮৩.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান।

উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্য দিয়ে উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪১৮৭.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ মূল সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় ২-লেন সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে ৪৮.৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নীতকরণ, ১টি ফ্লাইওভার, ৪টি সেতু, ৫৫টি কালভার্ট, ১১টি বাস-বে ও ১টি আন্ডারপাস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ, সেবা ও পূর্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৫৭৯১.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতীয় Line of Credit (LOC) এর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ০২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৪টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের তিনটি পূর্ত প্যাকেজের ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে;
- ১০টি সেতু ও ১টি রেলওয়ে ওভারপাসের সাবস্ট্রাকচারের কাজ চলমান রয়েছে;
- নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন;
- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৯৫ শতাংশ।

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ৪২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত "গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)" প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি সওজ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বিআরটি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনের জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ঢাকা বিআরটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সওজ অংশ:

- সকল সার্ভিস পাইল এবং পিয়ার ক্যাপ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে
- শতভাগ বক্স গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ৭৬টি স্প্যানের মধ্যে ৪০টি (৫২ শতাংশ) স্প্যানের বক্স গার্ডার উত্তোলন সম্পন্ন হয়েছে
- ২৪,৫১৫ মিটার (৯৭ শতাংশ) ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ২৩,২৭২ মিটার (৯৭.৫০ শতাংশ) সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ৯,৭৯৪ মিটার (৯৫ শতাংশ) রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- মূল সড়কে অ্যাসফল্ট পেভমেন্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।
- মূল চুক্তি অনুসারে ভৌত অগ্রগতি ৮১.৪৫ শতাংশ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ:

- সার্ভিস পাইল ৮১ শতাংশ, পাইল ক্যাপ ৭৫ শতাংশ, পিয়ার ৭৩ শতাংশ এবং পিয়ারক্যাপ ৬৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে
- ৯৪৭টি (৭৪ শতাংশ) আই-গার্ডার নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে ৬৩.৪০ শতাংশ আই-গার্ডার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬,৯০০ মিটার (৭৬ শতাংশ) সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ৬,০৯০ মিটার (৬৭ শতাংশ) সড়কে অ্যাসফল্ট পেভমেন্ট নির্মিত হয়েছে।
- ভৌত অগ্রগতি ৬৯.৮২ শতাংশ

এলজিইডি অংশ:

- গাজীপুর বাস ডিপোর সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- ৩৩,৬০০ মিটার সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১,৯৯৮.৮১ কোটি টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৬.৮৩ শতাংশ।

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বহিঃবাণিজ্যিক চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে উন্নয়ন সহযোগী জাইকার সহায়তায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বন্দর অংশ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ অংশ সওজ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ কোটি টাকা। সওজ অধিদপ্তরের আওতায় ২০.৬৪৬ কিলোমিটার ৪-লেন মহাসড়ক (২-লেন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত এবং ২-লেন সার্ভিস মহাসড়ক) ও মোট ৭০৫৪ মিটার দীর্ঘ ১৭টি সেতু নির্মাণ করা হবে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (সেতু উন্নয়ন)

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জুন ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৯৯ শতাংশ। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) শুভ উদ্বোধন করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রকল্পের নদীশাসন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান।

রাতের বেলায় আলোকিত পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার অর্থায়নে ২৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুন:নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ৭টি প্যাকেজের আওতায় ৫টি সড়ক জোনে ৬০টি সেতু ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৯৪ শতাংশ।

WBBIP প্রকল্পের আওতায় নাটোর-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত আত্রাই সেতু

ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২৬৩.৬৩ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ষ্টীল আর্চ সেতুসহ ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু; ৩টি সড়ক ওভারপাস; ২টি রেলওয়ে ওভারপাস; উভয় পার্শ্বে এসএমভিটি লেনসহ (Slow Moving Vehicular Traffic Lane) ৭.২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৪-লেন মহাসড়ক; টোল প্লাজা; রেস্ট এরিয়া এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হবে।

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৭৪৫.৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০.৩৬ শতাংশ। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কালনা সেতু ২০২২-২৩ অর্থবছরে উদ্বোধনের মাধ্যমে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে।

নির্মানাধীন কালনা সেতু

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) ২৭ তম কিঃমিঃ এ পান্ডব-পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) ২৭ তম কিঃমিঃ এ পান্ডব-পায়রা নদীর উপর ১০২৩.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩০০ মিটার দীর্ঘ নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২০৩০.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৮৭ শতাংশ।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ)

২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪৮৯.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৫.০৭ শতাংশ।

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৬৮২.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২৯.১২ শতাংশ।

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়কে প্রেমতলা সেতুর নির্মাণ কাজ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬২.২৫ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩,৮৬০.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২৭.৩৬ শতাংশ।

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের চলমান কাজ

হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ১২০৯.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫.৮৩ শতাংশ।

মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

১১০৭.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪০১) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬.০৬ শতাংশ।

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালিপাড়া-কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

১৪৩৫.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ১১৯০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮১টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.১৩ শতাংশ।

সাপোর্ট টু ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ৭৯৭৫.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৯.১৪ শতাংশ।

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৮.৯৬ শতাংশ।

গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান ওভারলোডের কারণে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ১৬৩০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি ৮৯৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৭৬২.৭৭ কোটি টাকা। সেতুটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান (৩য় শীতলক্ষ্যা) সেতু নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি) এর যৌথ অর্থায়নে ৬০৮.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১২৩৪.৫০ মিটার দীর্ঘ বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান (৩য় শীতলক্ষ্যা) সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। সেতুটি নির্মিত হলে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে জাতীয় মহাসড়ক এন-১ এর সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫২৯.৯৩ কোটি টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৭.০৮ শতাংশ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান (৩য় শীতলক্ষ্যা) সেতু

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকার কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে জাইকার অর্থায়নে ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য জাইকার অর্থায়নে সওজ অধিদপ্তর মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৬৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন এবং কোহেলিয়া নদীর উপরে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মিত হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৬.৯১ শতাংশ।

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সার্বিক অনুদানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৯৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৪৪ শতাংশ।

Public Private Partnership (PPP) কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য ৬টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেন উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের জন্য Financing

Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। Independent Engineer নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট ৩৮.৩৯ শতাংশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২. পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত বিনিয়োগকারী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫.৮৩ শতাংশ।

৩. উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত Feasibility Study রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসনের জন্য একটি সাপোর্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।

৪. পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ-এর লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাপানের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাক্কলনসহ Financial Modelling এবং সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

৫. ঢাকা আউটার রিং রোড: দক্ষিণ অংশ (কড্ডা-ঢাকা ইপিজেড-বাইপাইল-নবীনগর-হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু এপ্রোচ-মুক্তারপুর সেতু এপ্রোচ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত পরার্মশক কর্তৃক Technical Study সম্পন্ন হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।

৬. ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) এক্সপ্রেসওয়ে কোরিয়ান জি টু জি ভিত্তিক পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মোট ৬২টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে ৪৯টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৪টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ-রানীশংকৈল-হরিপুর সড়ক প্রশস্তকরণ, হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কে বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় লেবুখালী ব্রীজ নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহীপুর-আলীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু সহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ, মদন খালিয়াজুরী সাবমারসিবল সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট ২৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে নেত্রকোণা-ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পূনর্নির্মাণ, ঢাকা বাইপাস ২-লেনের সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ, লক্ষীপুর-শরীয়তপুর সড়ক উন্নয়ন, আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাকাকরণ, বরিশাল-খুলনা মহাসড়কের পিরোজপুরের বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ, নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার দুমকি ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পান্ডব-পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহের চর সেতু নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুনভাবে তৈরী করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বরিশাল-খুলনা মহাসড়কের

পিরোজপুরের বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুনভাবে নির্মাণের কাজ আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে আন্ধারমানিক নদীর উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত শেখ কামাল সেতু

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য সড়ক ও জনপথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪৬ দিনে সর্বমোট ৭৮টি প্রশিক্ষণ ও ৩টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সরকারি চাকুরি আইন-২০১৮, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ই-জিপি, ই-নথি, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়াও ৩৭ ও ৩৮তম বিসিএস এ যোগদানকৃত ২৮ জন সহকারী প্রকৌশলীকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ এবং নব নিয়োগকৃত ৯২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে সওজ অধিদপ্তর পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

উত্তম চর্চা

১. **Tenderer Database:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের বিভিন্ন তথ্য, ডকুমেন্ট এ ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়, যার মাধ্যমে দরদাতাদের মূল্যায়ন করা যায়।

২. **Project Monitoring System:** উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের তথ্য এ সিষ্টেমে সংরক্ষণপূর্বক মনিটরিং করা হয়। ফলে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৩. **e-GP System:** দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তরের জিওবি অর্থায়নভুক্ত স্থানীয় দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫১১৮ টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

৪. **Vehicle Management System (VEMS):** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান ও মাঠপর্যায়ের সব অফিসে ব্যবহৃত যানবাহন ও সাঁজসরঞ্জামাদির ধরণ, চেসিস নম্বর, মডেল, ইনভেন্টরি নম্বর, ব্যাটারী সাইজ এবং অন্যান্য তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়।

৫. **Online Road Network System:** এ সিস্টেমে মহাসড়ক ও সেতুর নম্বর, নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং সড়ক/সেতুর ট্রাফিকের অবস্থা, সংস্কার ও মেরামতের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা হয়। ফলে সড়ক/সেতুর হালনাগাদ ছবি, নির্বাচিত স্থানসমূহের দূরত্ব ও গতিপথের বিবরণ এবং সড়ক, সেতু ও টোল প্লাজার তালিকা পাওয়া যায়।

৬. **RHD Directory:** টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সওজ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অফিসিয়াল টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৭. **Bridge Album:** ব্রীজ অ্যালবাম প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে নির্মিত সেতুর কারিগরী ও সার্বিক তথ্যাদিসহ হালনাগাদ ছবিসম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরী করা হয়েছে। ফলে জোন এবং মহাসড়কওয়ারি দেশের অঞ্চল ও বছরভিত্তিক যেকোন সেতুর প্রতিবেদন সহজেই প্রণয়ন করা যায়।

৮. **PIMS- National ID, TIN, Driving License information integration:** সওজ এর কর্মকর্তা/-কর্মচারীদের পার্সোনাল ডাটাবেইজ এ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, আয়কর বিবরণী নম্বর, ড্রাইভিং লাইন্সেস নম্বর সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত পার্সোনাল ডাটাশীট বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করতে পারছেন।

৯. **Unified Toll Collection & Management System of RHD:** বর্তমানে সকল টোল প্লাজায় একই Software -এর লক্ষ্যে Unified Toll Software প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে মেঘনা-গোমতী ও ঘোড়াশাল টোল প্লাজায় পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল টোল প্লাজায় Unified Software Installation করা হবে।

১০. **Central Management System (CMS):** সওজ অধিদপ্তরের একটি Central Management System (CMS) রয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা হয়। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ থেকে Web based CMS চালু হবে।

১১. **মনিটরিং এ্যাপস:** সড়ক ও সেতু মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য মনিটরিং এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে। এ এ্যাপস ব্যবহার করে পরিদর্শনের সময় Report তৈরী করা সম্ভব।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমিতে অবৈধ দখলদার কর্তৃক স্থাপনা নির্মাণ ও ভূমি দখল বিমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ দপ্তরে কর্মরত এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, জেলা প্রশাসন এবং বাংলাদেশ পুলিশ এর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫৫৮৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ১১৩,৮০৮.৭০ শতাংশ সওজ এর সরকারি ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মহাসড়ক, সেতু ও ফুটওভার ব্রিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবৈধভাবে স্থাপিত বিল বোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জোনভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ১০টি সড়ক জোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সড়ক জোনসমূহ হল-ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল। এছাড়াও ১টি যান্ত্রিক জোন রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৪১৫.৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৫৩৫৬.৯৬ কোটি টাকা সমমূল্যের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। মাঠপর্যায়ের জোনসমূহের উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

জোনওয়ারি উন্নয়ন বরাদ্দের চিত্র

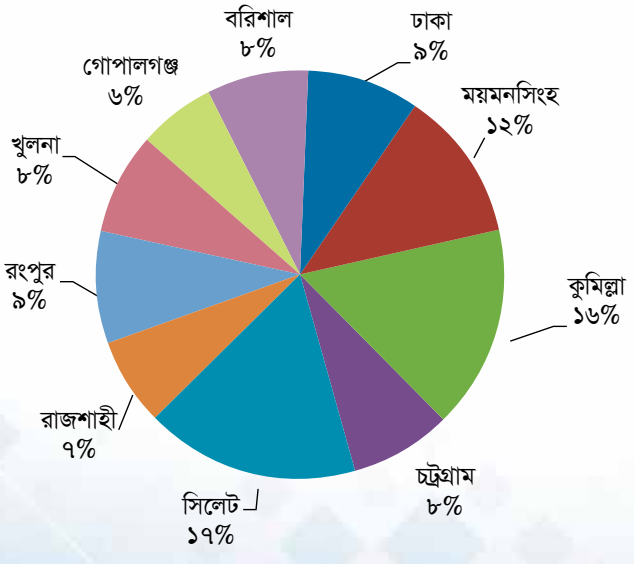

জোনওয়ারি উন্নয়ন ব্যয়ের চিত্র

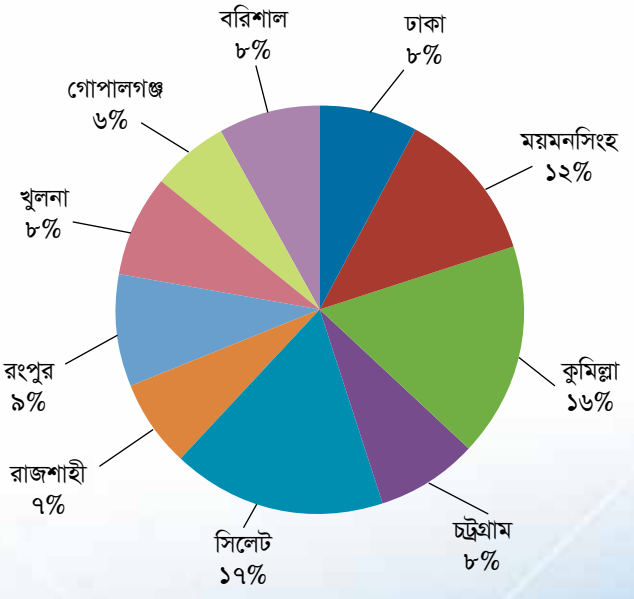

ঢাকা জোন

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে ঢাকা সড়ক জোন গঠিত। ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে ঢাকা সার্কেল এবং নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী সড়ক বিভাগ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬৮টি জেলা মহাসড়ক, ৩৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১৮৬৯.৬৭ কিলোমিটার। ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	১০০.৪৪	৭০.৬৯	১০৫.৪৮	২৭৬.৬১
গাজীপুর	১০৩.০৭	২১১.১৮	৯৭.৮৭	৪১২.১৩
মানিকগঞ্জ	৭৩.৩৩	৮০.৮৬	৮৫.৩০	২৩৯.৪৯
নারায়ণগঞ্জ	৯০.৬০	৮৮.২৪	৭৪.৫৭	২৫৩.৪১
মুন্সীগঞ্জ	৩৮.৫৭	১০৩.১৮	১৮২.৯৮	৩২৪.৭৪
নরসিংদী	৬২.৬১	১৩৫.৪১	১৬৫.২৭	৩৬৩.৩০
সর্বমোট	**৪৬৮.৬৩**	**৬৮৯.৫৬**	**৭১১.৪৮**	**১৮৬৯.৬৭**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

ঢাকা সড়ক জোনের সড়ক নেটওয়ার্কে ৪০৪টি কংক্রিট সেতু (২৬,৬৮১.৩৯মিটার), ৫৪টি বেইলী সেতু (২,৬৫৭.৮০ মিটার), ৮০৩টি কালভার্ট (৪৭৩৯.০৭মিটার) রয়েছে। এ জোনের অধীনে ১২টি টোল সেতু এবং ৬টি ফেরি রয়েছে।

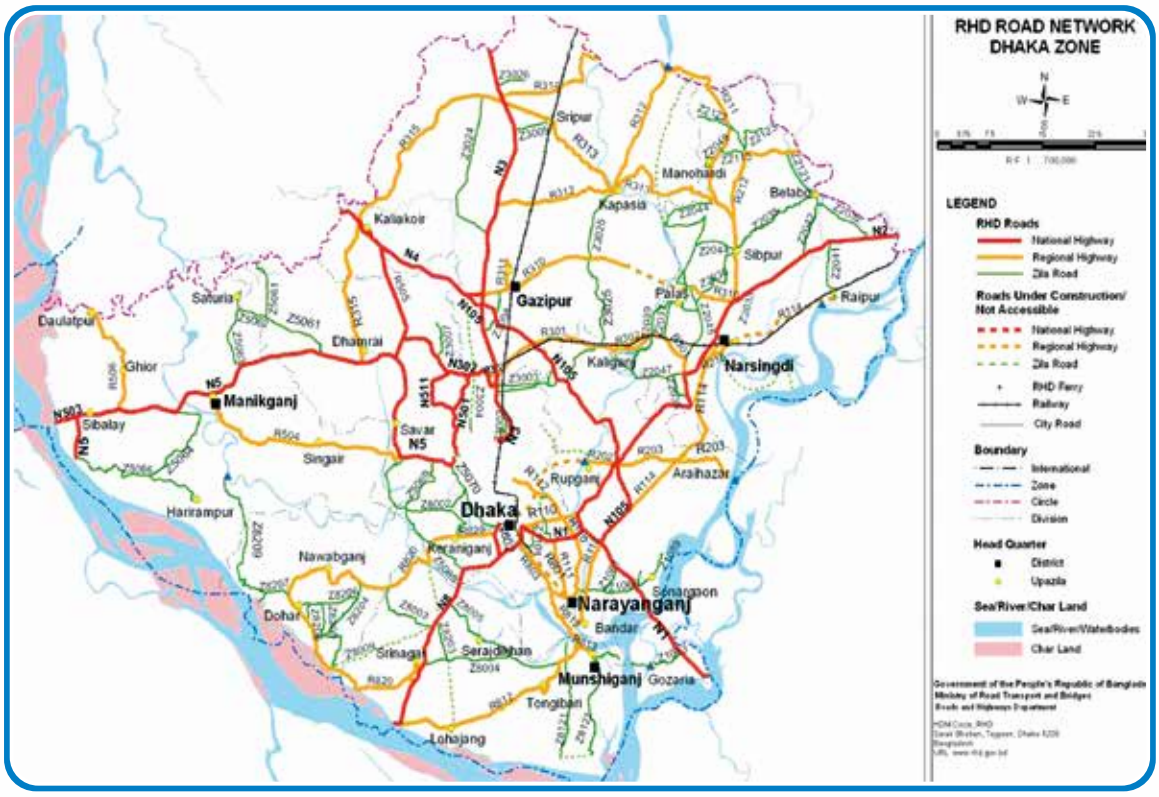

ঢাকা জোনের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

উন্নয়নকৃত জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক

রাজস্ব আয়

সড়ক, সেতু ও ফেরী হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬১৬.৬৪ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জোনে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৩০২.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৯১.৩৫ কোটি টাকা (৯৯.১২%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্প

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংক সহ)

৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটি মোট ৪৭২.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের ১৩৩.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ মোট ৫৮০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ঢাকা	ভাষানটেক-দেওয়ানপাড়া-কালসি মহাসড়ক (জেড-৩০০৫)	৩.২৯০
	জিরাবো-তৈয়বপুর-দিয়াখালী-তাজপুর মহাসড়ক (জেড-৩০০৭)	৬.৬৪০
	মাতুয়াইল-নিউটাউন-কোনাপাড়া-মানিকদি-শেখের জায়গা মহাসড়ক (জেড-১১০২)	৪.১০০
	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	১৬.২০০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
নরসিংদী	শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৪৪)	১৬.৮০০
	শিবপুর-দরিয়াপুর-কামরাবো-বেলাবো জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৫)	১৫.৬৩০
	ঘোড়াশাল টান ষ্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৭)	১২.৫০০
	জিহাসতলা-শেখেরচর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৮)	৪.৫০০
গাজীপুর	শ্রীপুর-বৈরাগীরচালা মহাসড়ক (জেড-৩০০৯)	৫.৩৭৬
	কালিগঞ্জ-তুমুলিয়া-উলুখোলা মহাসড়ক (জেড-৩০১০)	৬.৯৫৭
	মাওনা (এমসি বাজার)-শিশুপল্লী মহাসড়ক (জেড-৩০২৬)	৪.০১৫
মুন্সীগঞ্জ	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	৬.৬০০
	নিমতলী-সিরাজদীখান-কাকালদী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৫)	৭.৫০০
	শ্রীনগর (হাসাড়া)-আলমপুর-শ্রীবরামপুর (সিরাদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৩)	৩.৯৫০
মানিকগঞ্জ	বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৪)	৬.৯৪০
	গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১২.৪১০
	সর্বমোট	**১৩৩.৪৮**

উন্নয়নকৃত গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমন ও নির্গমনকারী যান চলাচলের সুবিধার্থে ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৪৫ কিলোমিটার সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৭.৪৭ শতাংশ।

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর প্রশস্তকরণসহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ

৭৩৫.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর নবীনগর হতে নয়ারহাট ও পাটুরিয়া ঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিন বাজার হতে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৯৬ শতাংশ।

ঢাকা(মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর গোলড়া বাস স্ট্যান্ডের এলাকার মেইন ক্যারিজওয়ে ও ডেডিকেটেড সার্ভিস লেন

ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত ৪০৯.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৩.৯৬ শতাংশ।

লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ)

২৬০.৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭২.১৩ শতাংশ।

চাষাড়া-খানপুর-হাজীগঞ্জ-গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক নির্মাণ

১১৩.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চাষাড়া-খানপুর-হাজীগঞ্জ-গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৭৬ শতাংশ।

নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া)-৬ লেনে উন্নীতকরণ

সাইনবোর্ড-নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৪৪৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়)-৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪২.২৬ শতাংশ।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ করতে ৩৮৮.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪১.১৪ শতাংশ।

নয়ারহাট ব্রীজ-২ এর চলমান নির্মাণ কাজ

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ ও জামালপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ সড়ক জোন গঠিত। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল এবং জামালপুর, শেরপুর ও টাংগাইল সড়ক বিভাগ নিয়ে জামালপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ২৬১০.১২ কিলোমিটার। ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
জামালপুর	১৯.৭৩	১৬৫.৬৭	১৬৩.০৪	৩৪৮.৪৪
কিশোরগঞ্জ	৩.২৭	১৩৭.৪৯	২৮৬.০৭	৪২৬.৮৩
ময়মনসিংহ	১০১.৯১	৯২.৭৭	৩৭৪.৬১	৫৬৯.২৮
নেত্রকোণা	-	৫২.৬৪	৩১৬.১৯	৩৬৮.৮৩
শেরপুর	২৮.০০	৬৩.২৮	২২৮.৫৬	৩১৯.৮৪
টাঙ্গাইল	১৩২.৯২	৬৭.২৬	৩৭৬.৭২	৫৭৬.৯০
সর্বমোট	**২৮৫.৮৩**	**৫৭৯.১২**	**১৭৪৫.১৮**	**২৬১০.১২**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতায় ৩৯২ টি কংক্রিট সেতু (২২২৬৮.২৫৬ মিটার), ৩৭টি বেইলী সেতু (১৫১৮.৩৭ মিটার), ১৬৬৬টি কালভার্ট (৬১০৫.২০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৯টি টোল সেতু এবং ৫টি ফেরি রয়েছে।

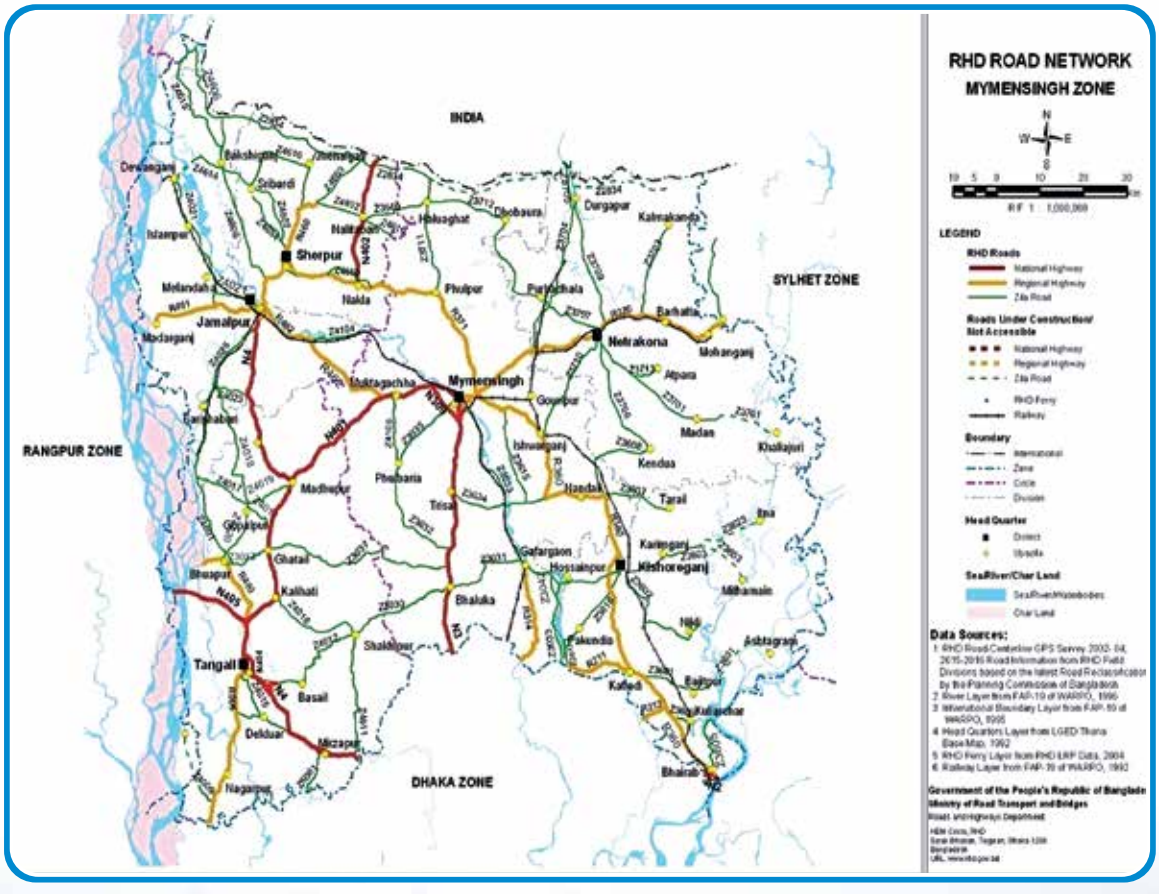

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু ও ফেরী হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২৩.৭৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জোনে বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৯০৬.১১ কোটি টাকার বিপরীতে ১৯০৬.১১ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুলা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৩৯.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুলা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

সমাপ্তকৃত টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

২৩৪.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা প্রকল্প

৫৫৯.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলার ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলার ৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৩১টি সেতু ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পে সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনার দূর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.৯৫ শতাংশ।

আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক, ময়মনসিংহ অংশ

নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৪৮১.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৮.৬০ শতাংশ।

নির্মিত জিঞ্জিনিয়া সেতু

রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

৭৯১.৩১কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫১.৫২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৭.৫৮ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (ময়মনসিংহ অংশ)	১৫.০০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক (আর-৩১৪)	২৪.৩০০
নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (নেত্রকোণা অংশ)	২১.০০০
শেরপুর	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও মহাসড়ক (আর-৪৬০)	৩৪.৭০০
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরব বাজার অংশ) মহাসড়ক (আর-৩৬০) (কিশোরগঞ্জ অংশ)	৫৬.৫২০

গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর জেলা শহরের গেইট পাড় নামক স্থানে ২৯১.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে উক্ত এলাকায় যানজট সমস্যা নিরসন হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৮৯.৬৮ শতাংশ।

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪) প্রশস্তকরণ

৫২৮.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এলেঙ্গা থেকে জামালপুর পর্যন্ত ৭৭.৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার থেকে ৯.১০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৯২.৮৩ শতাংশ।

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের মোট ২৪৪.৬১ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৮০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৩১ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩০)	৬.৩০০
	ময়মনসিংহ-ফুলবাড়ীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন	৫.০০০
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩৩)	৪৫.৪৪৮
	ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭১১)	২৩.৬৬০
	নালিতাবাড়ী-বড়ুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ) (জেড-৩০৪০)	৮.৯৫০
নেত্রকোণা	নেত্রকোণা-পূর্বধলা-হুগলা-ধোবাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭০৭)	১৫.০০০
	নেত্রকোণা-বিরিশিরি মহাসড়ক	৬.৫০০
কিশোরগঞ্জ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্ট্রগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৩৬০১)	১৫.৭৫০
	নান্দাইল-আঠারোবাড়ী-কেন্দুয়া মহাসড়ক	৯.০০০
জামালপুর	ইসলামপুর থানা সাব-রেজিস্টার অফিস-হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া (জেড-৪৬২২)	২.৯০০
শেরপুর	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	২৯.০০০
	নালিতাবাড়ি- বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক	১২.০০
টাঙ্গাইল	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল মহাসড়ক (জেড-৩০৩৭)	৪২.১০০
	পোড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সারিয়াজানি-গোপালপুর-জনন্নাথগঞ্জ-সরিয়াবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৪০১৭)	২৩.০০০

ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়ক

ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক

নেত্রকোনা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ৭১০.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ১৫.৭৬ শতাংশ।

ঈশ্বরগঞ্জ-সোহাগীবাজার-পিকআপ মোড়-আঠারবাড়ি (কলেজ মোড়) সড়কের চলমান কাজ

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে হাওড় অধ্যুষিত তিনটি উপজেলা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এর সংযোগস্থল চামড়াঘাট বন্দরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করেছে। সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩২.৫০ শতাংশ।

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট সড়কের চলমান কাজ

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর, পাকুন্দিয়া উপজেলা এবং টোক হয়ে গাজীপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের নিকট ঢাকা- ময়মনসিংহ (এন-২) কে সরাসরি সংযুক্তকারী সড়কটি যথাযথমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.৩৭ শতাংশ।

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক সড়কের চলমান কাজ

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহের সঙ্গে শেরপুর জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও গতিময় হওয়ার পাশাপাশি দূর-দূরান্তের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থান গারো পাহাড়ের পাদদেশে পর্যটন সুবিধার আরো বিকাশ ঘটবে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬৭.৬৮ শতাংশ।

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক

চট্টগ্রাম জোন

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সড়ক জোন গঠিত। চট্টগ্রাম, দোহাজারী ও কক্সবাজার সড়ক বিভাগ নিয়ে চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেল এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক, ১১টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৭৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ২৬৬৬.৩৫ কিলোমিটার। এ জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বান্দরবান	২২.৫৪	৩০.৪৫	৪৯৯.৫৬	৫৫২.৫৫
চট্টগ্রাম	১৪২.৫৭	১৩৭.৯৩	২৮৯.৯৮	৫৭০.৪৮
কক্সবাজার	১৭৩.৮	৪১.১৬	৩৪৮.২৬	৫৬৩.২২
দোহাজারী	৮৪.১১	৭২.৭২	২০৯.৭১	৩৬৬.৫৩
খাগড়াছড়ি		১০৪.৭৩	২৮৪.০৩	৩৮৮.৭৬
রাঙ্গামাটি	৩৬.৪৪	৭০.৩৯	১১৭.৯৮	২২৪.৮১
সর্বমোট	**৪৫৯.৪৬**	**৪৫৭.৩৯**	**১৭৪৯.৫১**	**২৬৬৬.৩৫**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

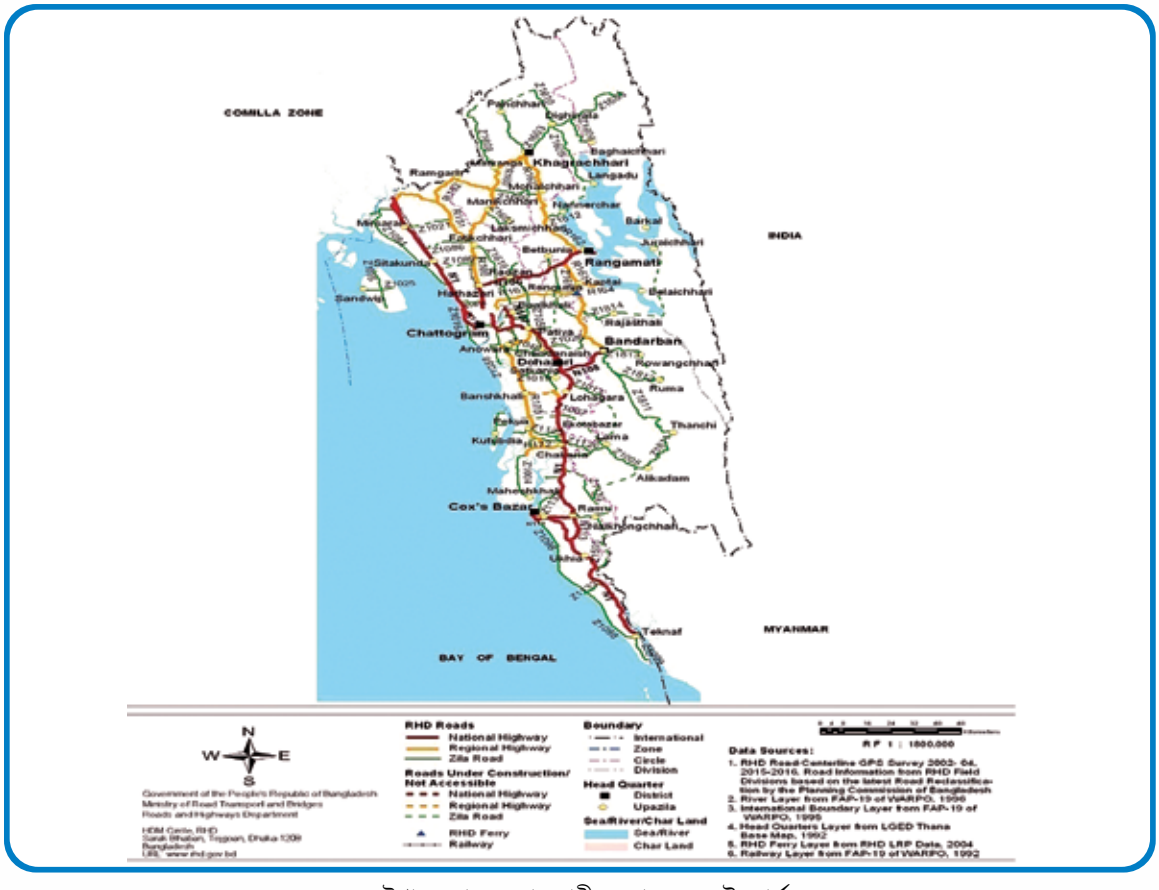

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ৫২৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৪৬৯.৪১ মিটার), ২৭৫টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৮৬০৩.৩১ মিটার) ও ১৭৫৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৮৬৮০.৪৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩টি টোল সেতু, ১টি টোল সড়ক এবং ১টি ফেরি রয়েছে।

রাজস্ব আয়

সড়ক, সেতু ও ফেরি হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৮৯.১২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১১৬৬.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৬৪.১১ কোটি টাকা (৯৯.৭৭%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্প

চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ

২৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার দীর্ঘ সেতুটির নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত কালারপোল সেতু

বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর মিরেরসরাই ইকোনোমিক জোনের সহিত উন্নত সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ সংযোগ সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক-১ এর ১৮৪তম কিলোমিটার থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২১টি কালভার্টসহ ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় ১০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়। সড়কটি ভবিষ্যতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১৯৮.৩৬ কোটি ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

এ প্রকল্পের আওতায় ৪৬৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-নারায়ণহাট-ফটিকছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে (আর-১৫১) ২৬.৬৪ কিলোমিটার এবং দোহাজারী সড়ক বিভাগের আওতায় পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং আঞ্চলিক মহাসড়কে (আর-১৭০) ২১.৯৫ কিলোমিটার সড়ক যথাযথ মানে প্রশস্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-নারায়ণহাট-ফটিকছড়ি মহাসড়ক

পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

চট্টগ্রাম জোনের ১৩টি জেলা মহাসড়ক (১৭০.২৯৬ কিলোমিটার) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৯৭.০৪ কোটি টাকা ব্যয়সম্বলিত প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
চট্টগ্রাম	রাউজান (গহিরা)-ফটিকছড়ি মহাসড়ক	২৪.৩৭
	রাঙ্গুনিয়া (কাটাখালী)-রাউজান মহাসড়ক (হাফেজ বজলুর রহমান মহাসড়ক	১৫.৩০
	রাউজান-ব্রাহ্মণছড়ি মহাসড়ক (শহিদ জাফর মহাসড়ক)	১১.৭৪
	সীতাকুন্ড (বারৈয়ারঢালা)-হাজারীখিল-ফটিকছড়ি (হাইতচকিয়া) মহাসড়ক	১২.৫০
	সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক	২১.০০
দোহাজারী	পটিয়া-হাইদগাঁও মহাসড়ক	৫.৫০
	হাসিমপুর রেল ষ্টেশন-বাগিচারহাট মহাসড়ক	১০.০০
	পটিয়া-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া মহাসড়ক	১১.৫০
	মইজারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া-উদরবন্যা মহাসড়ক	৮.০০
	মইজারটেক-বিএফডিসি মৎস বন্দর ফেরিঘাট মহাসড়ক	৫.১০
কক্সবাজার	ইয়াংচা-মানিকপুর-সান্তির বাজার মহাসড়ক	১৯.৫০
	খরুসকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক	১২.৪৮
	জনতাবাজার-গোরকঘাটা মহাসড়ক	২৪.২৩

উন্নয়নকৃত ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার মহাসড়ক

সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক

পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিঃমিঃ এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ২৯.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিলোমিটারে ৮৯.১৯ মিটার কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত কালীগঞ্জ সেতু

টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৯৯) এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীর দ্বীপ অংশ পুনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

৫৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫.১৫ কিলোমিটার সড়ক পুনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে।

টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের সম্পাদিত কাজ

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক (এন-১১০) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে ২১৭.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারের লিংক রোড থেকে লাবনী মোড় পর্যন্ত সড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯.৬৪ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়।

লিংক রোড-লাবনী মোড় প্রকল্পের সম্পাদিত কাজ

গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

নিরাপদ ও সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চাঁদখালী নদীর উপর ১১৭.৩১ মিটার দীর্ঘ বরকল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত বরকল সেতু

কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরন

১৮৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৯ এবং ১১৩) ১৬.৭২ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়কের সম্পাদিত কাজ

চলমান প্রকল্প

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় মহাসড়কটির হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ৫২৮.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ২-লেনের আটটি এবং ৪-লেনের দুইটি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৬.৩৪ শতাংশ।

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

চলমান হালদা সেতুর নির্মাণ কাজ

কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬১.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার জেলার একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৪.৮১ শতাংশ।

একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাটি জেলা মহাসড়ক (জেড-১১২৫) যথাযথমান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

২৪৯.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রকল্পের কাজ চলমান। এটি বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৯.১৪ শতাংশ।

চট্রগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কে নির্মিত রিটেইনিং ওয়াল

রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-বান্দরবান আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত রিটেইনিং ওয়াল

আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ

শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১১.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের নিমিত্ত ৪০৭.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৩.১৬ শতাংশ।

কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়কে চলমান কাজ

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা ও নোয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে কুমিল্লা সড়ক জোন গঠিত। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ নিয়ে কুমিল্লা সড়ক সার্কেল এবং নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগ নিয়ে নোয়াখালী সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬১৬.৫৪ কিলোমিটার। কুমিল্লা জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৯.৬৪	৮৩.০৫	১০৭.১৩	২৮৯.৮২
চাঁদপুর	-	৭১.৬৬	২৯০.৬৬	৩৬২.৩২
কুমিল্লা	১৯৮.৮১	৬৭.৪৪	৬০৪.৬৯	৮৭০.৯৪
ফেনী	৪৯.২৪	৬.৫৬	২৩৯.৭০	২৯৫.৪৯
লক্ষ্মীপুর	১০.০৩	৫৬.২৬	১৯০.২১	২৫৬.৫১
নোয়াখালী	৩০.৪৩	৮৩.০৫	৪২৭.৯৮	৫৪১.৪৬
সর্বমোট	**৩৮৮.১৫**	**৩৬৮.০২**	**১৮৬০.৩৭**	**২৬১৬.৫৪**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

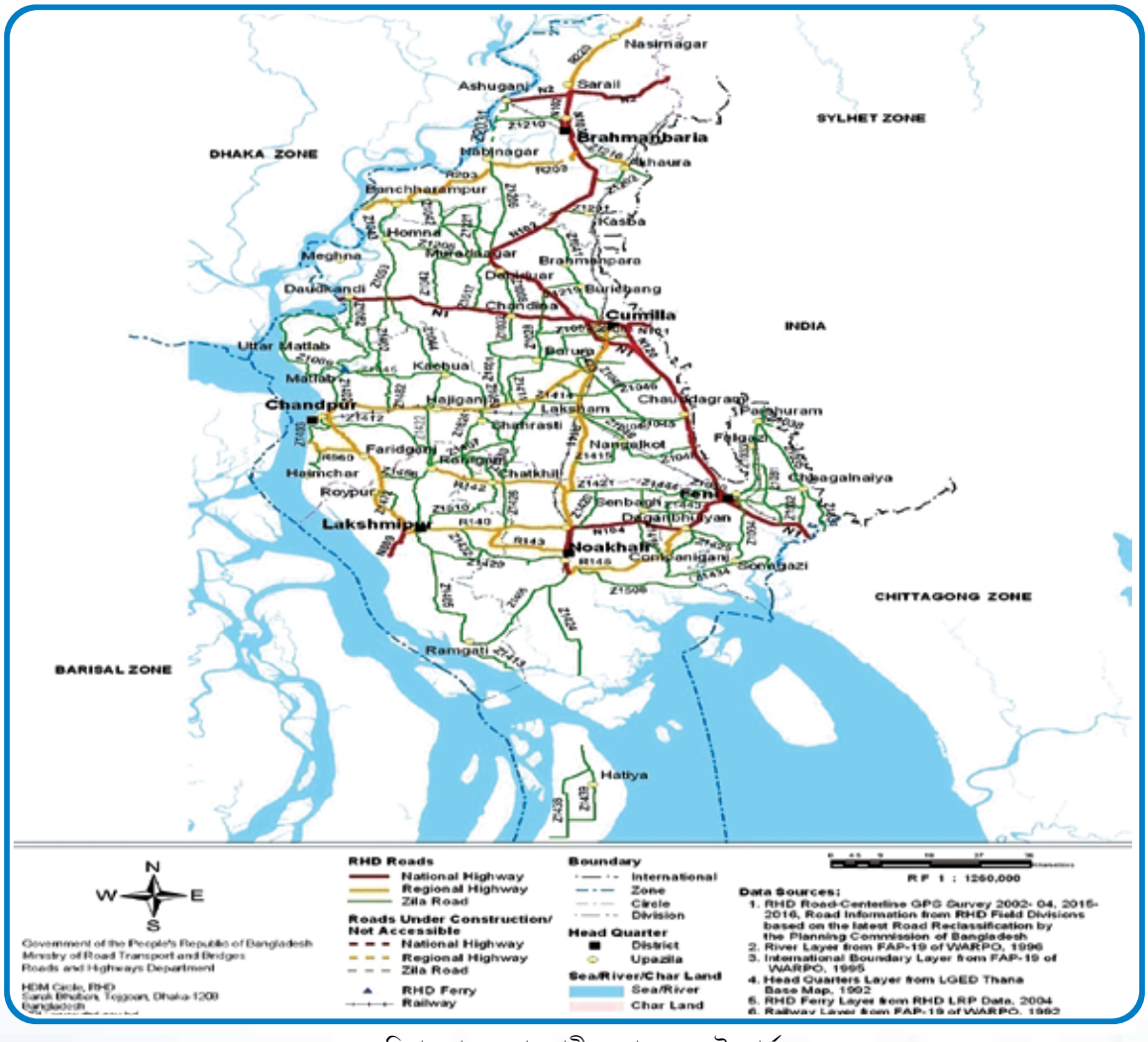

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ৩০৫টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৩২৭৯.৩৮১ মিটার), ৪৫টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ১৯৮১.৬৪ মিটার) ও ১৭৫৯টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ১১০১৬.৩৭ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১০.০২ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জোনে ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৫৮২.৯৭ কোটি টাকার শতভাগ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্প

বরুড়া উপজেলার সহিত সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া নিমসার-বরুড়া এবং খাজুরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৬৭.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বরুড়া উপজেলার সাথে সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া নিমসার-বরুড়া এবং খাজুরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত মহাসড়ক

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

২০৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১.৪৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সোনাইমুড়ী উপজেলা হতে বসুরহাট পৌরসভা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সময় সাশ্রয়ী ও উন্নততর হয়েছে।

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক

সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নোয়াখালীর কেন্দ্রস্থল সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট হয়ে দ্বীপ এলাকা হাতিয়া, ভাসানচর, স্বর্ণদ্বীপে যাওয়ার জন্য দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও সহজতর করার নিমিত্ত ১৭৯.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০.৪৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট মহাসড়ক

লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার -ওমরগঞ্জ- লাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার ওমরগঞ্জ-লাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

৩৯.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ

ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৫৫.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ২৮২.৯৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৭.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮.৩০ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
কুমিল্লা	ঝলম-চান্দিনা মহাসড়ক (জেড-১০২২)	১৩.৬০
	পিপুলিয়া-লোলবাড়ীয়া-রতনপুর-চন্ডীমুড়া-মগবাড়ী মহাসড়ক (জেড-১০২৩)	১৩.৯০
	নবীপুর-শ্রীকাইল-সল্লা-রামচন্দ্রপুর মহাসড়ক (জেড-১২২১)	২৮.০০
	নিমসার-কংসনগর-বুড়িচং মহাসড়ক (জেড-১২১৯)	৮.৫০
	কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া মহাসড়ক (জেড-১০২৯)	১০.৯০
	লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর মহাসড়ক (জেড-১৪০১) (আড্ডা-জগৎপুর অংশ)	১০.৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-লালপুর মহাসড়ক (জেড-১২১০)	১৩.৬৫
	ধরখার-আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২০২)	৮.০০
	বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক (জেড-১০৪৩)	৭.০২
চাঁদপুর	মুদাফফরগঞ্জ-চিতৌশী-রামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪০৭)	৮.০০
	চাটখিল-চিতৌশী-শাহরাস্তি মহাসড়ক (জেড-১৪৩০)	১৩.০০
	মতলব-মেঘনা-ধনাগদা-বেড়ীবাঁধ মহাসড়ক (জেড-১৪৬৯)	২৬.০০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
নোয়াখালী	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪)	২.০৩
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৯) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)	১৫.০০
	চৌমুহনী-ছাতেরপায়া মহাসড়ক (জেড-১৪২০)	১১.৬৩
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৯.৩০
ফেনী	ফেনী সদর (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর-কোরাইশমুন্সী-দাগনভূঁইয়া (তুলাতোলি) মহাসড়ক (জেড-১০৩০)	২২.৭০
	সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১০৪১) (ফেনী অংশ)	৫.০০
	বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১৪২৫)	১৪.৫০
	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ-সোনাইমুড়ী মহাসড়ক (জেড-১৪৪৩)	১২.৮৮
লক্ষ্মীপুর	মান্দারী-দাসেরহাট মহাসড়ক (জেড-১৪৩২)	৯.০০
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৫.০০
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩২) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)।	১৫.০০

বাঞ্ছারামপুর-হোমনা সড়ক

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২- লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৭৪৭.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনীর মহিপাল থেকে নোয়াখালীর সেবারহাট পূর্ববাজার পর্যন্ত ফেনী অংশের ১৭ কিলোমিটার এবং সেবারহাট থেকে নোয়াখালীর চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত নোয়াখালী অংশের ১২.৯৯ কিলোমিটার সড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৬১ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪)

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

২৮৮.০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার মাইজদী হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ পর্যন্ত ২০.২০ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.১১ শতাংশ।

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়কের নোয়াখালী অংশের চলমান কাজ

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) এর ৪ বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ

দেশের অর্থনৈতিক লাইফ লাইন হিসেবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে ৪ বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ২৫.৩৪ শতাংশ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে চলমান কাজ

দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি থেকে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার নিমিত্ত ৫২৪.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৫.৭২ শতাংশ।

দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়কে চলমান কাজ

মতলব-মেঘনা-ধনাগোদা-বেড়ীবাঁধ (জেড-১০৬৯) সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

১২১.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৭.৪২ শতাংশ।

মতলব-মেঘনা-ধনাগোদা-বেড়ীবাঁধ (জেড-১০৬৯) সড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ০৩টি আন্ডারপাস এবং পদুয়ারবাজার ইন্টারসেকশনে ইউলুপ নির্মাণ

৫৬৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২টি আন্ডারপাস নির্মাণের লক্ষ্যে মোট ৭২.৫১ কোটি টাকা (৩৭.৭৪ কোটি টাকা এবং ৩৪.৭৭ কোটি টাকা) ব্যয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জোন

গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক জোন গঠিত। গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল এবং ফরিদপুর ও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ফরিদপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৮টি জাতীয় মহাসড়ক, ১০টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১১৪৬.৫৭ কিলোমিটার। গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ফরিদপুর	৯০.৬০		২৪০.০৯	৩৩০.৭০
গোপালগঞ্জ	৬৬.৮৮	৭৪.৮৮	১৫৮.৩৪	৩০০.১০
মাদারীপুর	৮৬.৬৬	৫০.৩৯	৭৯.৬৯	২১৬.৭৪
রাজবাড়ী	১৯.৬৫	৫৪.৮১	৮২.১৯	১৫৬.৬৫
শরীয়তপুর	-	৭৫.৯৪	৬৬.৪৫	১৪২.৩৯
সর্বমোট	**২৬৩.৭৯**	**২৫৬.০২**	**৬২৬.৭৬**	**১১৪৬.৫৭**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ১০৮ টি কংক্রিট সেতু (৫৯৩৪.১৬ মিটার), ২১ টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪৯১.২৬ মিটার) ও ৬৬৬ টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৩৯৯৬ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

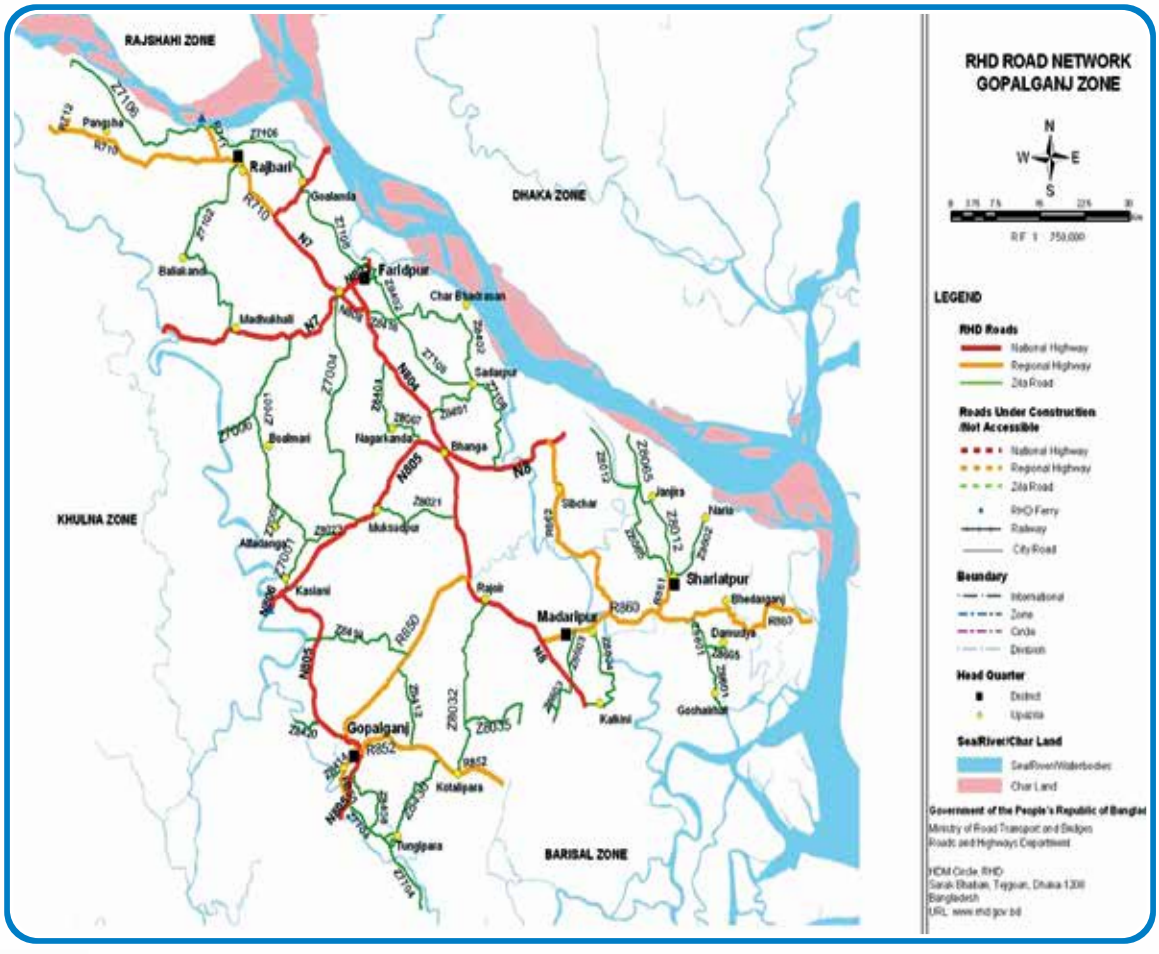

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩০.৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জোনে বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৭৭.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৬২.৮৩ কোটি টাকা (৯৮.৩১%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত গোপালগঞ্জ জোনে ৩৯৩.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫১.৬৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন রাজবাড়ী সড়ক বিভাগাধীন ৪৫.১৯০ কিলোমিটার আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া (আর-৭১০) এবং ৬.৫০০ কিলোমিটার রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুরা ফেরীঘাট (আর-৭১১) আঞ্চলিক মহাসড়ক।

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মোট ১৪২.৭৫৯ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫০২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলো :

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গোপালগঞ্জ	সাতপাড়-রামদিয়া-ফুকরা মহাসড়ক(রামদিয়া-ফুকড়া অংশ)	৮.৪০০
	গেড়াখোলা-কাশিয়ানী (ব্যাসপুর) মহাসড়ক (জেড-৮০২৩)	৬.৬০০
	বিজয়পাশা-তালারহাট- জয়নগরঘাট মহাসড়ক (জেড-৮৪২০)	৬.৪২০
মাদারিপুর	মাদারীপুর (কালকিনি)-ভূরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৪)	১৮.৫৮৫
	ভাংগা ব্রীজ-আইসার-দামুসা-পীরেরবাড়ী মহাসড়ক	১২.৭৮০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথরিয়ারপাড়-খোসেরহাট-ডাসার-আগৈলঝাড়া মহাসড়ক (জেড-৮৬০৩)	১৬.৪১৬

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ফরিদপুর	পুকুরিয়া (ভাংগা)-সদরপুর মহাসড়ক (জেড-৮৪০১)	১৩.৪৫৪
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (জেড-৭১০৮)	৬.০০০
	ফরিদপুর-চরভদ্রাসন-সদরপুর সড়ক	২.৩৪৯
	বোয়ালমারী (সাতেইর)-মোহাম্মাদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০০৬)	৬.৫০০
	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড-৭১০২)	৯.৫০০
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-নড়ীয়া মহাসড়ক (জেড-৮৬০২)	১২.২৫৫
	কনেশ্বর-ডামুড্যা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৫)	৩.৮০০
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড-৭১০২)	১.০০০
	গোয়ালন্দ (জামতলা)- গোদারবাজার-পাংশা-হাবাসপুর মহাসড়ক (জেড-৭১০৬)	১২.৬০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (রাজবাড়ী অংশ) (জেড-৭১০৮)	৬.১০০

বোয়ালমারি (সাতৈর)-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক)

চলমান প্রকল্প

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলামহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ২৩৯.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাতৈর নামক স্থানে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮২.২৮ শতাংশ।

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক

শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন

৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.১০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে চাঁদপুরসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৪.২১ শতাংশ।

শরীয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৬১২.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৪.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মহাসড়কটির উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর, বাগেরহাট জেলার সময় সাশ্রয়ী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল জোন

বরিশাল ও পটুয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক জোন গঠিত। বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা সড়ক বিভাগ নিয়ে বরিশাল সড়ক সার্কেল এবং পটুয়াখালী ও বরগুনা সড়ক বিভাগ নিয়ে পটুয়াখালী সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬১টি জেলা মহাসড়ক, ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১৬০৩.৯৪ কিলোমিটার। বরিশাল জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরগুনা	-	২৬.৫৩	১৪৬.১৬	১৭২.৬৯
বরিশাল	৯০.৭৮	২০.৩১	২৪২.১৮	৩৫৩.২৭
ভোলা	১৬.৪৭	১০৯.৪০	১৫৫.০৯	২৮০.৯৬
ঝালকাঠী	৭.৩২	৩৮.৮১	২০৫.৩৫	২৫১.৪৮
পটুয়াখালী	১৩.৩৭	৬৯.৮৫	১৭৩.৯৬	২৫৭.১৮
পিরোজপুর	-	২৫.১৯	২৬৩.১৮	২৮৮.৩৭
সর্বমোট	**১২৭.৯৪**	**২৯০.০৯**	**১১৮৫.৯১**	**১৬০৩.৯৪**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ১৫৯ টি কংক্রিট সেতু (১৪৫৪৬.৫৯৪ মিটার), ১৩১ টি বেইলী সেতু (৪০৫৩.৪১ মিটার), ১২৫৩ টি কালভার্ট (৫২০২.৫০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ১২ টি টোল সেতু রয়েছে।

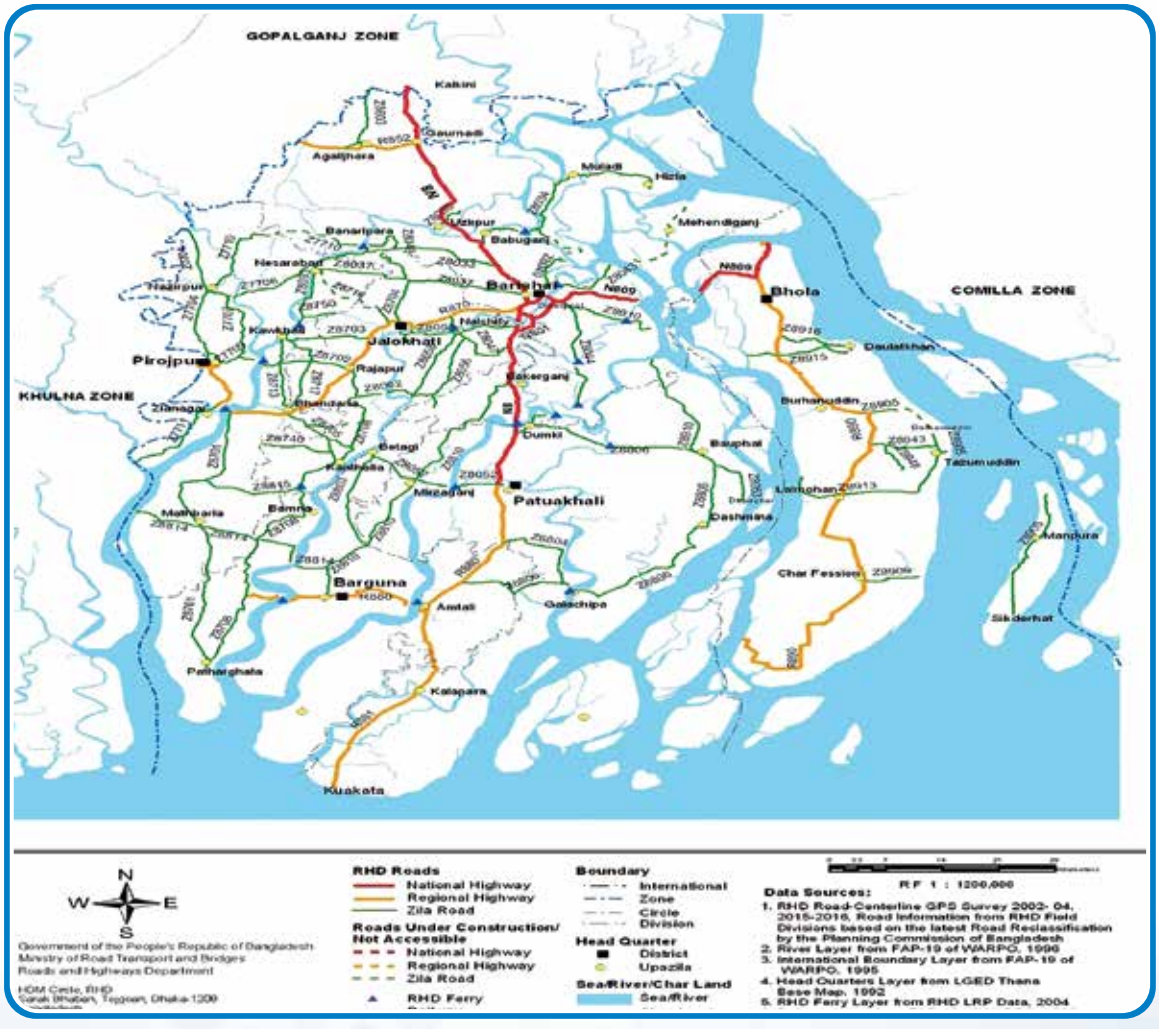

বরিশাল জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৫.৩২৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরিশাল জোনে বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৬৯.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৫৯.৯০ কোটি টাকা (৯৯.২১%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ)

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১২৭.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) (ঝালকাঠি অংশ) উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)

বরিশাল জোনের আওতাধীন মোট ২৪০.৪৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৯০.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
বরিশাল	বানারীপাড়া (ধানুট)-নাজিরপুর মহাসড়ক (বরিশাল অংশ) (জেড-৭৭১০)	১৭.২৭০
	বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা (জেড-৮০৩৪)	৯.৫৫২
	হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল মহাসড়ক (জেড-৮০৪৩)	৯.৯৭০
	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী মহাসড়ক (জেড-৮০৪৪)	৯.৭০০
	চাখার-বানারীপাড়া মহাসড়ক (জেড-৮০৪৮)	২.৯৯০
	আগৈলঝরা-পয়সারহাট (আগৈলঝড়া শহরাংশ) (জেড-৮০৪৯)	৩.২০০
	মাদারীপুর (ইতেরপুল)-পাথুরিয়ার পাড়-গোসাইরহাট-দাসার-আজিজারা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৩)	১২.৫৬৯
ভোলা	গুইঙ্গারহাট-চরপাতার-দলিলখার হাট হেলিপ্যাড-দৌলতখান-বাজার মহাসড়ক (জেড-৮৯১৬)	১১.৫৬১
	বাগমারা-বাংলাবাজার-দৌলতখান মহাসড়ক (জেড-৮৯১৫)	৭.৩১০
	ফকিরহাট-কাশেরহাট মহাসড়ক (জেড-৮৯৪৮)	৬.২৮০
	তজুমুদ্দিন-খানজাহার হাট মহাসড়ক (জেড-৮৯৪৩)	৮.৭৫০
বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (বরগুনা অংশ) (জেড-৮৭০৮)	৪৫.২০০
ঝালকাঠি	দপদপিয়া-নলছিটি-মোল্লারহাট (মহেশপুর) মহাসড়ক (জেড-৮০৫৬)	৭.৯১০
	নলছিটি-পীর মোয়াজ্জেম হোসেন মহাসড়ক (জেড-৮০৫৮)	১৬.১৫৮
	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (ঝালকাঠি অংশ)	৮.৯৭৩
	সেন্টারহাট-বটতলা-পৈকখালী মহাসড়ক (জেড-৮৭০৬)	৫.৯০৩
পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংশ) (জেড-৮০৪৪)	৩.৭৮০
	গলাচিপা-হরিদেবপুর-বাদুড়া-শাখারিয়া (জেড-৮৮০৪)	১৬.৩১০
পিরোজপুর	বরিশাল-কাপুর-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড-৮০৩৭)	৬.৮৩৫
	ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-মোক্তারহাট-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড-৮৭১৬)	৪.৬০৫
	গড়িয়ারপার-বানারীপাড়া-স্বর্শিণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি (৮০৩৩) (পিরোজপুর অংশ)	২৫.৬৪১
	পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড-৭৭০৭)	
	নাজিরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড-৭৭০৬)	
	নাজিরপুর-কচুয়া (জেড-৭৭১৬)	

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী সড়ক

চলমান প্রকল্প

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপরে গোমা সেতু নির্মাণ

৫৭.৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপরে গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৯.৭৫ শতাংশ।

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী সড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল হতে পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৯.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৩.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৪.০৫ শতাংশ।

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৪০.০৭৪ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৪৯ শতাংশ।

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) - ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) - লক্ষ্মীপুর চলমান উন্নয়ন কাজ

ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৮৪৯.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯৪.২০৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৭.৪০ শতাংশ।

সার্ফেসিং (DBS Base Course) কাজ চলমান

মজবুতিকরণ কাজ চলমান

সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কি.মি. নদী তীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ

২৮৩.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকাসেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কি.মি. নদী তীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪০.৫৬ শতাংশ।

সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে নদীতীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ

খুলনা জোন

খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক জোন গঠিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট সড়ক বিভাগ নিয়ে খুলনা সড়ক সার্কেল, যশোর, নড়াইল ও মাগুরা সড়ক বিভাগ নিয়ে যশোর সড়ক সার্কেল এবং কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগ নিয়ে কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮৩টি জেলা মহাসড়ক যার দৈর্ঘ্য ২৮৬০.১৪ কিলোমিটার। খুলনা জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বাগেরহাট	৬১.১২	১১৪.৪১	২৬৪.৭৬	৪৪০.২৯
চুয়াডাঙ্গা	---	১১৮.৭১	২৪.০৮	১৪২.৭৯
যশোর	১৪৬.৫০	৫৪.৩৭	১৩৭.৬৯	৩৩৮.৫৬
ঝিনাইদহ	৭৪.৯৯	৪৮.৮৪	২৭১.৮১	৩৯৫.৬৪
খুলনা	৬১.০৪	৪২.৩৮	৩০৯.৭৬	৪১৩.১৮
কুষ্টিয়া	৪৮.৬৫	৭৩.৮২	১৪৬.৩৬	২৬৮.৮২
মাগুরা	৪৬.২৭	৫৬.৩৪	১২৯.১০	২৩১.৭১
মেহেরপুর	---	৬৬.৫৭	৯২.৩২	১৫৮.৮৯
নড়াইল	৩০.৯৮	১৬.০৮	১৪১.৫৪	১৮৮.৬
সাতক্ষীরা	৯.২৩	৫১.৯৬	২২০.৪৭	২৮১.৬৫
সর্বমোট	**৪৭৮.৭৭**	**৬৪৩.৪৮**	**১৭৩৭.৮৯**	**২৮৬০.১৪**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ৪৮৩ টি কংক্রিট সেতু (১৭১৬২.০৯ মিটার), ০৩টি বেইলি সেতু (১৪২ মিটার), ১০৭৮টি কালভার্ট (৪১৯৮ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে।

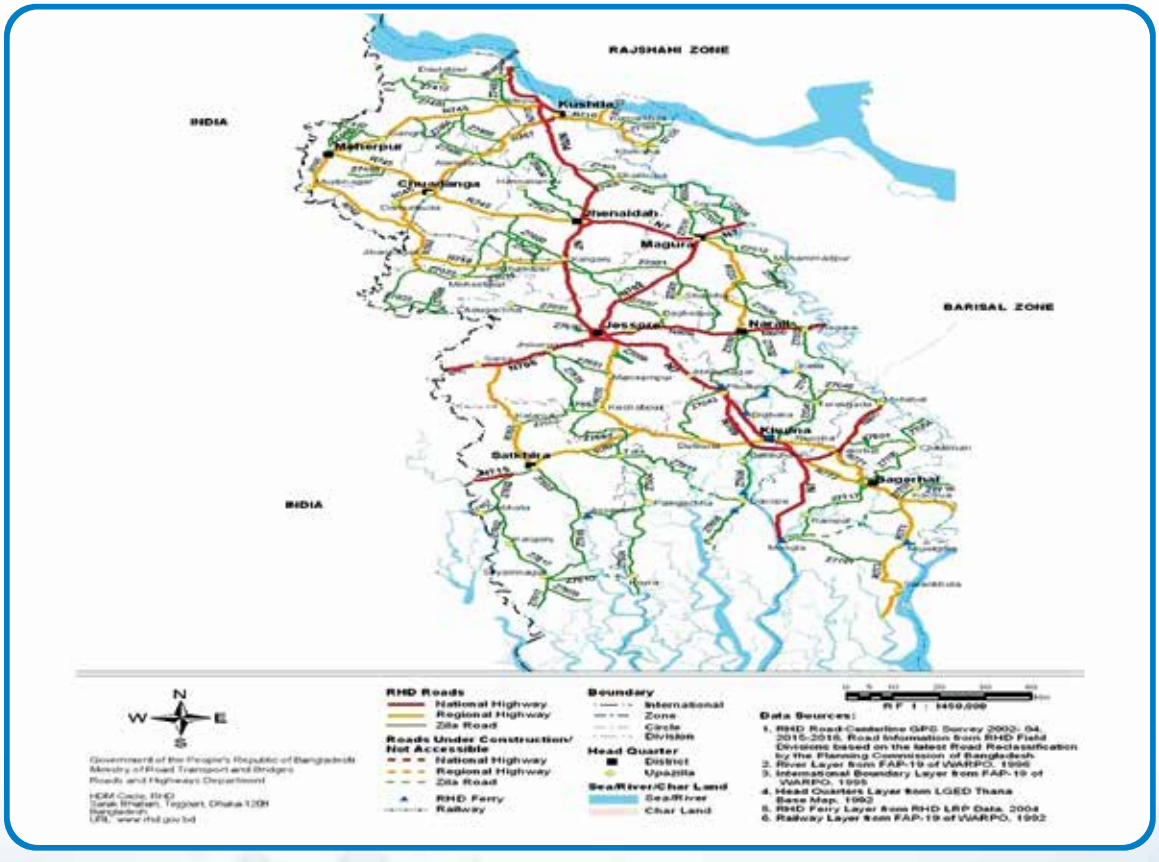

খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৬.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১২১৮.৭৯ কোটি টাকার বরাদ্দের বিপরীতে ১২১২.৯৭ কোটি (৯৯.৫২%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

মাগুরা শহরের যানজট নিরসনসহ মাগুরা থেকে আবালপুরের যোগাযোগ সহজতর করতে ১০৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাগুরা শহরের ৪.০০ কিলোমিটার অংশ ৪-লেনে এবং ৬.১৫ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দিগরাজ) জাতীয় মহাসড়ক

উন্নয়নকৃত দৌলতদিয়া-ফরিদপুর(গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দিগরাজ) জাতীয় মহাসড়ক

নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

যানজট নিরসনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে ১১৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ক

বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

যানজট নিরসনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে ৪৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলামহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫টি কালভার্ট ও ৮.০০ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

সমাপ্তকৃত মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ

২৪৬.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.০৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বাইপাস সড়কের ২য় কিলোমিটারে অবস্থিত পিসি গার্ডার সেতু

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের আওতাধীন ১০টি সড়ক বিভাগের মোট ৩২০.৫৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫৬.৮০কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৭.১০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
খুলনা	দাকোপ-বড়বাড়ীয়া-মাগুরখালী-তালা মহাসড়ক (জেড-৭৬১৫)	৯.২০০
	কয়রা-নোয়াবেকী-শ্যামনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১০)	৭.০০০
	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭০৪৭)	৫.৩৬০
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	৫.০০০
বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ (কেয়ার বাজার)-মংলা মহাসড়ক (জেড-৭৭০১)	১৪.৯২০
	বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়া মহাসড়ক (জেড-৭৭০৩)	৭.০৫০
	মোড়েলগঞ্জ ফেরীঘাট-জিয়ানগর মহাসড়ক (জেড-৭৭০৫)	১১.১৩০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি-শ্যামনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১৮)	১৪.৬০০
	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা (জেড-৭৬০৩)	২৩.৪৯১
	বংশীপুর-মুন্সীগঞ্জ (জেড-৭৬০৯)	১০.৬১০
যশোর	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৯.২৭২
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	১০.৩৭২
মাগুরা	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	৭.৩৩০
	মাগুরা-মোহাম্মদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০১২)	২৪.৯১৪
ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৪.০০৯
	চাঁদপুরা-টালিনা-জালালপুর-তালসারবাজার (জেড-৭৪৮৯)	৯.৯৬৪
কুষ্টিয়া	সদরপুর-ঝুটিয়াডাঙ্গা-আসাননগর-হাটবোয়ালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৪)	৭.৬৫০
	দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল মহাসড়ক (জেড-৭৪১২)	১২.৩০০
	সদরপুর বাজার-হালসা রেল বাজার মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৫)	১৫.৭০০
চুয়াডাঙ্গা	আমতলী-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪০৪)	৯.০৯০
	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১৩.০২৫
মেহেরপুর	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১১.০২০
	চাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখালি-যাত্রাপুর মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৮)	১১.৬৬৫
	মেহেরপুর- উত্তর শালিখা-কালিগাংনী মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৬)	১০.১৬০
নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৫০২)	২৩.৬০০
	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	১২.১৫০

আমতলি-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক (চুয়াডাঙ্গা)

মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুড়া-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৪.৩৭ শতাংশ।

মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৭২০) এর ১৩তম কিলোমিটারে সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ

খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

৫২৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন এর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জোনের আওতাধীন ৪৯টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে।

নির্মানাধীন খাজুরা বাজার সেতু-যশোর

খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪.০০ কিলোমিটার) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১০০.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪.০০ কিলোমিটার) ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৯.৬৫ শতাংশ।

নির্মাণাধীন ৪-লেন সড়ক (৩য় কিলোমিটার)

যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর-কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬৬.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর-কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৫.২৮ শতাংশ।

যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর-কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) এর মনিহার হতে মুড়ালী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১৩১.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) এর মনিহার হতে মুড়ালী পর্যন্ত ৮-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০.৪৩ শতাংশ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক এর কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর ফলে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৫.৯৫ শতাংশ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের চলমান কাজ

রাজশাহী জোন

রাজশাহী ও পাবনা সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক জোন গঠিত। রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সড়ক বিভাগ নিয়ে রাজশাহী সড়ক সার্কেল এবং পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগ নিয়ে পাবনা সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৭০টি জেলা মহাসড়ক, ১৮টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৫ টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৪৬৩.৩৯ কিলোমিটার।

রাজশাহী জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্যঃ

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ		২৬২.৪৪	২১২.৯১	৪৭৫.৩৪
নাটোর	১০৯.৩২	৩৯.৭৬	২০৮.৫১	৩৫৭.৬০
নবাবগঞ্জ	৪২.১৯	২৩.০১	১৬৫.৯২	২৩১.১২
পাবনা	১৫৫.০৪	১৬৮.৯৭	২০৭.০১	৫৩১.০২
রাজশাহী	১০০.২২	৭৫.৯৪	২৫০.৩৫	৪২৬.৫১
সিরাজগঞ্জ	৮৭.১৬	২৩.৪৩	৩৩১.২১	৪৪১.৮
সর্বমোট	**৪৯৩.৯৩**	**৫৯৩.৫৫**	**১৩৭৫.৯১**	**২৪৬৩.৩৯**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ২৬৯টি কংক্রিট সেতু (১৮১৬০.০০ মিটার), ২৪টি বেইলি সেতু (২০৪৮.০০ মিটার) ও ১৫৬৩ টি কালভার্ট (৮৭২১.৪০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে।

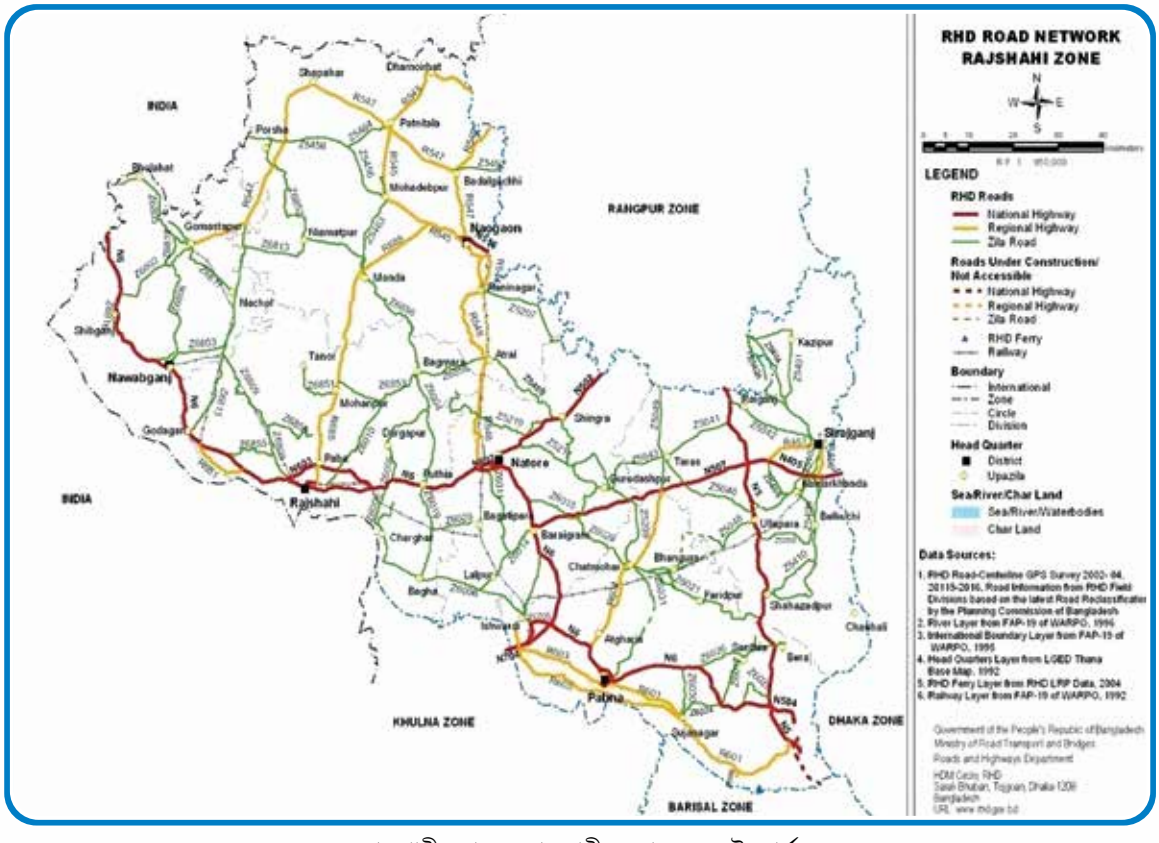

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬৪.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী জোনে বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১১৬.৭৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১১১০.৯৯ কোটি টাকা (৯৯.৪৮%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত নাটোর শহরের প্রধান সড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজশাহী জোন)

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মোট ২৫৯.২০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫২.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর মহাসড়ক (জেড-৫৪০২)	১১.৬৫৭
	ভূইয়াগাতী-নিমগাছি-তাড়াশ মহাসড়ক (জেড-৫০৪১)	১৬.৫
	উল্লাপাড়া-লাহিড়ীমোহনপুর-ভাঙ্গুরা (ময়নাদিঘী বাজার) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৮)	১৩.০০
	তাঁড়াশ-রানীরহাট-শেরপুর (সিরাজগঞ্জ অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৯)	১৭.০০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
পাবনা	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর মহাসড়ক (পাবনা অংশ) (জেড-৬০২৯)	৮.০০
	চাটমোহর-পার্শ্বডাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা মহাসড়ক (জেড-৬০৩১)	৩১.৫০
	চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া মহাসড়ক (জেড-৬০১৭)	১৪.০০
	ঘাখড়াখালী-সোনাতলা-সাঁথিয়া বাজার বাইপাস মহাসড়ক (জেড-৬০২৭)	৯.০০
নাটোর	কালিগঞ্জ (শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-স্বরকুতিয়া বাজার মহাসড়ক (জেড-৫২১০)	২৬.৭০
	আড়ানী-বাগাতিপাড়া মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৬০২০)	৬.৬০
	উত্তরা গণভবন সংযোগ মহাসড়ক (জেড-৫২১২)	০.৬১
	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৫২০৯)	৯.৯৫৭
	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর মহাসড়ক (জেড-৬০১৫)	৫.৩৩৫
রাজশাহী	রাজশাহী-হাটগোদাগাড়ী-ফলিয়ারবিল-মোহনগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৬০১০)	২২.০০
	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর মহাসড়ক (জেড-৬০০৫)	১৯.৭০
	রাজশাহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৯)	৩৫.৬০
নওগাঁ	গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর মহাসড়ক (জেড-৬৮১৩)	১৭.৫
	মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই মহাসড়ক (জেড-৬৮৫৬)	২৫.০০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	বাবগঞ্জ -আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৩)	৬.৫

চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া মহাসড়ক এর সদ্য সমাপ্তকৃত জেলা সড়ক

চলমান প্রকল্প

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশ (শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটাওয়াপদা মোড় পর্যন্ত) ৪-লেন উন্নীতকরণ ও অবশিষ্ট অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশে ৬.৬ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত), ১৪.০০ কিলোমিটার অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ এবং শহর অংশের অবশিষ্ট ১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারের নিমিত্ত ২৬৪.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৩২ শতাংশ।

সয়দাবাদ-সিরাজগঞ্জ সড়ক

উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

যানজট এবং দুর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্পটি ১০০.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২৭২.৬৭মিঃ ১টি ও ভারপাস নির্মাণ, ৪.২৪ কিলোমিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, ২.৪৭ কিলোমিটার সাইড রোড নির্মাণসহ বাউন্ডারী ওয়াল, সাইন সিগন্যাল স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৬.৩১ শতাংশ।

চলমান উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৭৪৬.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৩.৫৩ শতাংশ।

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড় উন্নয়নের চলমান কাজ

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ

রাজশাহী বিভাগীয় শহর হতে বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৭.৪২ শতাংশ।

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত চলমান উন্নয়ন কাজ

বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর (নাটোর)-ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর-(নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩২.৪৭ শতাংশ।

সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

রংপুর জোন

রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রংপুর সড়ক জোন গঠিত। রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ নিয়ে রংপুর সড়ক সার্কেল; বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা সড়ক বিভাগ নিয়ে বগুড়া সড়ক সার্কেল এবং দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক বিভাগ নিয়ে দিনাজপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৩টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৯টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক যার দৈর্ঘ্য ৩০২০.৫৪ কিলোমিটার। রংপুর জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারি সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বগুড়া	১২৬.১৮৪	৬২.৪৫৩	৩৩৯.৩৫০	৫২৭.৯৮৭
দিনাজপুর	৯৫.৫৮	১৫৫.২৯	২৮৬.৮৪	৫৩৭.৭১
গাইবান্ধা	৩২.৮৫	৪২.৩৭	২০৮.৬৮	২৮৩.৯০
জয়পুরহাট	-----	৩৯.০৪	১৫১.৯৫	১৯০.৯৮
কুড়িগ্রাম	৬৩.৩০	৯৯.৩০	১১৩.৪৪	২৭৬.০৪
লালমনিরহাট	০.০০	০.০০	২৮.০০	২৮.০০
নীলফামারী	১৭.৪৭	৫৫.৫৯	২০৪.৮৫	২৭৭.৯১
পঞ্চগড়	৭১.২৭	০.০০	১১১.৪৮	১৮২.৭৫
রংপুর	১০৮.৮৯	৩৬.৫৪	২৪৯.৮৬	৩৯৫.২৯
ঠাকুরগাঁও	০.০০	০.০০	১১৪.৩৫	১১৪.৩৫
সর্বমোট	**৫১৫.৫৪৪**	**৪৯০.৫৮৩**	**১৮০৮.৮০**	**২৮১৪.৯১**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইচডিএম সার্কেল

রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩১২টি কংক্রিট সেতু (১৮১৫৬.৬২ মটার), ৩১টি বেইলি সেতু (২০৯৪.১৮ মিটার) ও ২৫০৫টি কালভার্ট (১০৩২৬.১৩মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

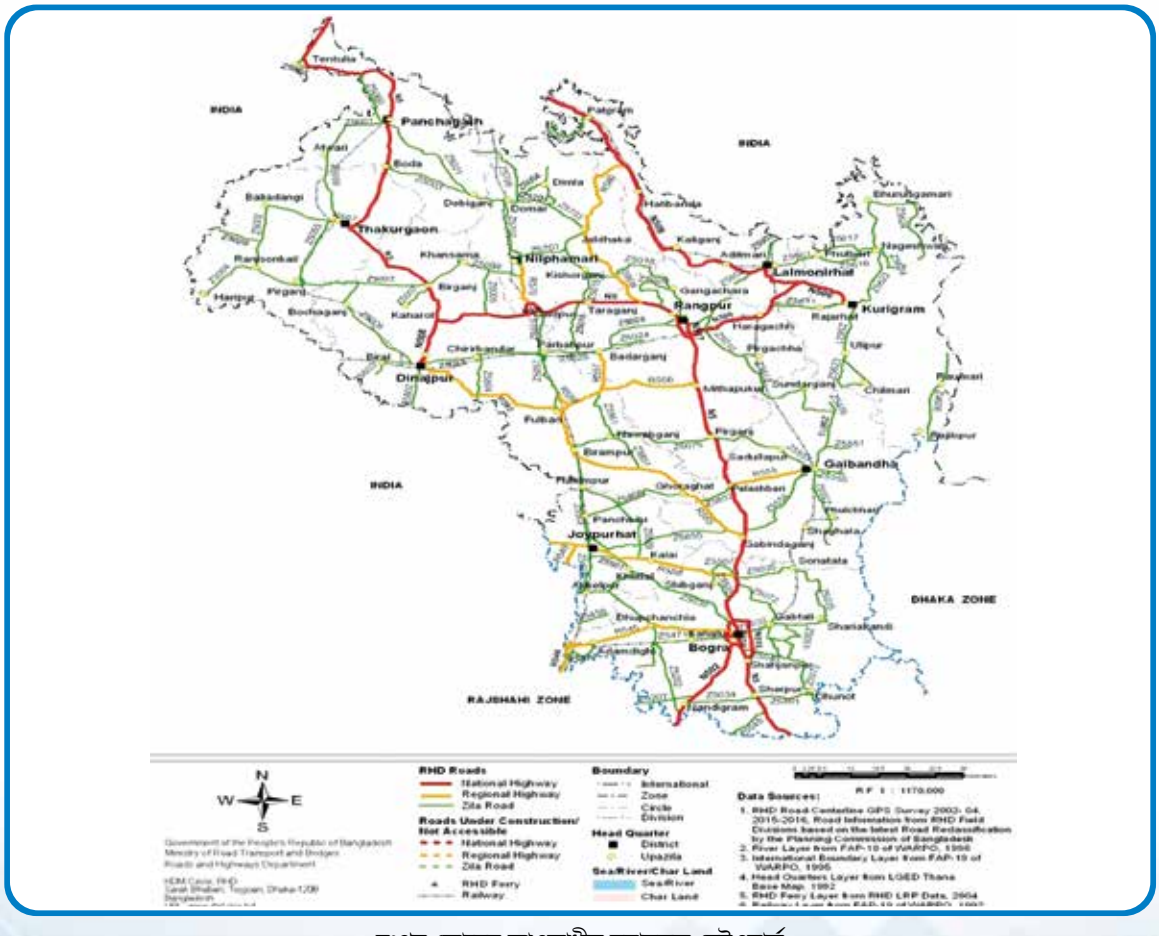

রংপুর জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

সেতু হতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২০.৭৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রংপুর জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৪১৯.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪১৭.৪৬ কোটি টাকা (৯৯.৮৬%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন)

রংপুর জোনের আওতাধীন মোট ২৬৬.০৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৮০.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় -গোয়ালপাড়া-রুহিয়া মহাসড়ক (জেড-৫০০১)	১৫.৩০
	পঞ্চগড় চিনিকল-ব্যাংহাড়ী-মাড়োয়া-শালডাংগা-দেবীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২১)	১১.২৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ মহাসড়ক (ঠাকুরগাঁও অংশ) (জেড-৫০০২)	৩.৬৪
	রানীসংকৈল-হরিপুর মহাসড়ক (জেড-৫০০৪)	১৮.৩০
	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০৫৫)	১৭.৬০
দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ) (জেড-৫০০২)	১৯.৬০
	দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ-বকুলতলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৬)	৭.৮০
	বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ভাদুরিয়া মহাসড়ক (জেড-৫৮৫১)	১৩.০০
নীলফামারী	নীলফামারী (টেংগনমারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২২)	১০.৫০
	কালিতলা-বাদিয়ারমোড়-পুলিশলাইন (নীলফামারী বাইপাস) মহাসড়ক (জেড-৫৭০৯)	৮.৫০
	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা মহাসড়ক (জেড-৫০৫৪)	৩.৫০
রংপুর	রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা মহাসড়ক (জেড-৫০১০)	১.৫০
	ট্যাক্সেরহাট-লালদিঘী-তারাগঞ্জ-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০১৫)	১৭.৭৪
	গঙ্গাচড়া-পীরেরহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রামি-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০১৮)	১৮.৭০
	মধুপুর-শ্যামপুর মহাসড়ক (জেড-৫০২৪)	৮.৪০
	সাহেবগঞ্জ-হারাগাছ মহাসড়ক (জেড-৫৬১২)	৬.০০
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগরপোতা মহাসড়ক (জেড-৫৯০৩)	১৬.২০
	লালমনিরহাট-মোগলহাট মহাসড়ক (জেড-৫৯০৭)	১১.৮০
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী-নেওয়াশী-খড়িবাড়ী-ফুলবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৫৬১৭)	১১.৭১
	উলিপুর-বজরা-চিলমারী মহাসড়ক (জেড-৫৬২৩)	১০.৫০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গাইবান্ধা	ধুপনী-বেলকা মহাসড়ক (জেড-৫৪৭৬)	৩.৪৮
	দাড়িয়াপুর-কামারজানী মহাসড়ক (জেড-৫৫৫১)	৭.২০
	পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট মহাসড়ক (জেড-৫৮৫২)	৯.০০
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	১১.৬০
জয়পুরহাট	বগুড়া (ঝোপগাড়ী)-ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫০৩৯)	৪.২৪
	জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫৫০১)	১০.৬৮
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	৬.১৪
বগুড়া	মোকামতলা-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক (জেড-৫০৩৫)	২৮.৬০
	সুলতানগঞ্জ-(লিচুতলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমতলী)-গাবতলী (পাঁচমাইল) মহাসড়ক (জেড-৫০৪০)	৯.৭০
	ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পাঁচমাইল-গাবতলী-সোনাতলা (চৌকিরঘাট) মহাসড়ক (জেড-৫০৭২)	১০.৬০

উন্নয়নকৃত ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী-নেকমরদ-রাণীসংকৈল- পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ (রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ) মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ)

উন্নয়নকৃত লালমনিরহাট-মোগলহাট জেলা মহাসড়ক

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৯০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক

নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ।

নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ১৫৫.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক

সোনাহাট সেতু এ্যাপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সোনাহাট সেতু এ্যাপ্রোপোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৪৪.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত সোনাহাট সেতু এ্যাপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক

চলমান প্রকল্প

জামালপুর-ধানুয়া (কামালপুর)-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (জেড-৪৬০৬) (কুড়িগ্রাম অংশ)

৩৩২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূজামালপুর-ধানুয়া (কামালপুর)-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মানে প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৩.১০ শতাংশ।

জামালপুর - ধানুয়া (কামালপুর) - রৌমারী - দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়নন কাজ

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)- নাগেশ্বরী- ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

সোনাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল উন্নততর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৬৮৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৬.৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৩.১৫ শতাংশ।

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)- নাগেশ্বরী- ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রংপুর জোনে ৯৯৩.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১০৫.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৭.২৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী থেকে গাইবান্ধা মহাসড়ক (আর-৫৫৫)	২১.০২
বগুড়া	বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট মহাসড়ক (বগুড়া অংশ)(আর-৫৪৫)	৪৩.০০
বগুড়া/জয়পুরহাট	বগুড়া (মোকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাট মহাসড়ক (আর-৫৫০)	৩৬.৮৪
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও পুরাতন সেকশন মহাসড়ক (বাসষ্ট্যান্ড থেকে রেলষ্টেশন)(আর-৫৮৭)	৪.৩৪

বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (বগুড়া অংশ) এর চলমান উন্নয়ন কাজ

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)

৮৪২.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৯.০৯ শতাংশ।

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক

"জয়পুরহাট-(হিচমী)-পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"

জয়পুরহাট-(হিচমী)-পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন করণের নিমিত্ত ২২৬.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.০৯৯ কিঃমিঃ প্রশস্তকরণসহ মজবুতীকরণ ও সার্ফেসিং কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৮.৩৫ শতাংশ।

জয়পুরহাট-পাঁচবিবি-হিলি মহাসড়কে উন্নয়নে চলমান উন্নয়ন কাজ

ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ"

নীলফামারী জেলার সাথে চিলাহাটি স্থলবন্দরসহ ডোমার ও ডিমলা উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪২১.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬) সড়কের ২৮.৮০০ কিলোমিটার ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) সড়কের ৭.৯০০ কিলোমিটার এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) সড়কের ১২.৩০০ কিলোমিটার সহ সর্বমোট ৪৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) সড়কের ৭.৯০০ কিলোমিটার এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) সড়কের ১২.৩০০ কিলোমিটারের ২টি প্যাকেজ এবং ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬)সড়কের ১টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।

জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা মহাসড়ক

নীলফামারী-ডোমার (জেড-৫৭০৭) সড়ক ও বোদা-দেবীগঞ্জ (জেড-৫০০৩) সড়ক নীলফামারী অংশ এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর (জেড-৫৮৫৭) সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ।

২৩৮.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নীলফামারী-ডোমার (জেড-৫৭০৭) সড়ক ও বোদা-দেবীগঞ্জ (জেড-৫০০৩) সড়ক নীলফামারী অংশ এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর (জেড-৫৮৫৭) সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৯১ শতাংশ।

নীলফামারী-ডোমার (জেড-৫৭০৭) জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯)

১০৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৭.৮০ শতাংশ।

বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) প্রকল্পের চলমান কাজ

বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ-(দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ

৪৬০.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ-(দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ব্যয় ২৩৮.৪৬ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৫১.৭৫ শতাংশ।

বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী -আফতাবগঞ্জ- (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক

ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থল বন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ

২৩৫.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূরুঙ্গামারী সোনাহাট স্থলবন্দর- ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০.১৬ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ

নীলফামারী জেলার সাথে সৈয়দপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৪৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯১.৭৭ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী আঞ্চলিক মহাসড়ক

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ

২৪০.৯৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৯.২৩ শতাংশ।

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর) ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ।

রাজধানী ঢাকার সাথে হিলি স্থলবন্দর যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৬৩.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর) ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সিলেট জোন

সিলেট ও মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে সিলেট সড়ক জোন গঠিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে সিলেট সড়ক সার্কেল এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৩৮টি জেলা মহাসড়ক, ১৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১৬১৯.০৪ কিলোমিটার। সিলেট জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
হবিগঞ্জ	১২৮.০২	১০৩.৩৩	১০৭.৪৩	৩৩৮.৭৮
মৌলভীবাজার	৮৯.৭৩	৭৪.২২	২১৬.৬৯	৩৮০.৬৪
সুনামগঞ্জ		১৩৮.৪৬	২০৬.৯৮	৩৪৫.৪৪
সিলেট	১৩৯.১৪	১৬২.০১	২৫৩.০৩	৫৫৪.১৮
সর্বমোট	**৩৫৬.৯০**	**৪৭৮.০১**	**৭৮৪.১৩**	**১৬১৯.০৪**

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ৪২২টি কংক্রিট সেতু (২১৬০৬.৬৫ মিটার), ৩৭ টি বেইলি সেতু (৩১১২.১৯মিটার) ও ১৫৭৬টি কালভার্ট (৯১৩৫.০০মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৯টি টোল প্লাজা রয়েছে।প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

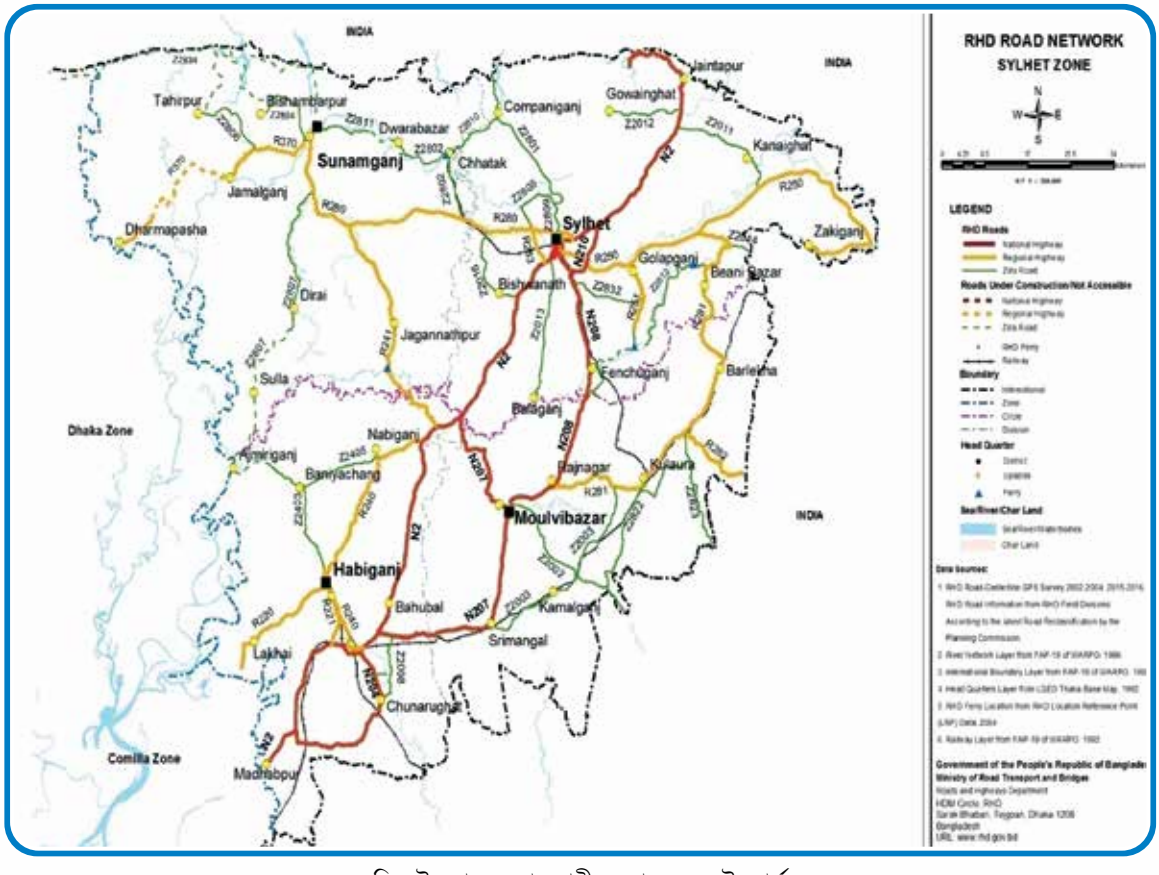

সিলেট জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজস্ব আয়

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৮.১৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিলেট জোনে বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৬৫৪.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬৪৮.২৭ কোটি টাকা (৯৯.৭৫%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত) উন্নয়নের নিমিত্ত সিলেট জোনে ৫৪৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৪৬.১৫ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সুনামগঞ্জ	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক (আর-২৪১)	২১.৬৬
সিলেট	গোপালগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর মহাসড়ক (আর-২৫১)	১১.০৫৯
	সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	৬২.২২৫
মৌলভীবাজার	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই মহাসড়ক (মৌলভীবাজার অংশ) (আর-২৮১)	১৪.৩৬
	জুড়ী-লাথিটিলা মহাসড়ক (আর-২৮২)	১১.৮৮৪
হবিগঞ্জ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২২০)	২৪.৯৬

উন্নয়নকৃত রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ি-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চারখাই সড়ক(সিলেট অংশ)

উন্নয়নকৃত সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ সড়ক (আর-২২০)

বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৬১৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০.৮৫ কিমি. দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্টে নির্মিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়ক" নামে নামকরণকৃত এ মহাসড়কটি একদিকে যেমন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথরকোয়ারি হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবচ্ছিন্ন করবে, অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমাপ্তকৃত সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৫০.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৩২ মিটার দীর্ঘ রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রাণীগঞ্জ সেতুসহ ২.৫০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সংযোগ সড়কের মধ্যে ৩১.৮২ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু (ইটাখোলা সেতু), ৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট ১টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন ও ১টি আধুনিক টোল পাজা নির্মাণ করা হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারবাজার মহাসড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কের ছাতকে ১২৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মূল সেতুর অবশিষ্ট কাজসহ ২.৬২২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সংযোগ সড়কের মধ্যে ৮টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, ২টি ইন্টার সেকশন ও ১টি আধুনিক টোল প্লাজা নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাপ্তকৃত সুরমা সেতু

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-আবুয়া সড়কে আবুয়া সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে ১৩৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৬১৩.০৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কে ১টি (আবুয়া সেতু) সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে ঝুঁকিপূর্ণ ৭টি বেইলী সেতুর স্থলে ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কে আবুয়া নদীর উপর ১টি সেতু নির্মাণসহ মোট ৮টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২.০৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক সহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে উলেখিত সড়ক ২টির যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হবে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে।

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে বিদ্যমান ৯ টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে ৮৫.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪০৬.৭৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯টি সেতু নির্মাণসহ ২.৪৯ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে উলেখিত সড়কটির যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হবে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। সুষ্ঠু ও অবাধ যাতায়াতের জন্য সেতুসমূহ নির্মিত হওয়ায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যাবস্থায় নুতন দিগন্তের সৃষ্টি হবে।

সমাপ্তকৃত গড়গাঁও সেতু

সমাপ্তকৃত নৈনগাঁও সেতু

চলমান প্রকল্প

জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

সিলেট জোনের আওতাধীন মোট ১৮৮.৫৫ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৬১.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৩.৮৫ শতাংশ। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন অংশের সমুদয় কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ি মহাসড়ক (জেড-২০২০)	৯.১২০
	সারী-গোয়াইনঘাট মহাসড়ক (জেড-২০১২)	৮.৮১৫
	সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২০১৩)	২৪.৯৩৮
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্বরপুর মহাসড়ক (জেড-২৮০৪)	৮.৬৪৭
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর মহাসড়ক (জেড-২৮০৬)	৭.৭০
	দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২৮১১)	১৬.৭৭০
মৌলভীবাজার	জুড়ী-ফুলতলা (বটুলী) মহাসড়ক (জেড-২৮২৩)	২২.১৫
	কুলাউড়া-পৃথিম পাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (লিংক সড়ক রবির বাজার হতে টিলাগাঁও) মহাসড়ক (জেড-২৮২২)	১৭.০০
	মৌলভীবাজার-শমসেরনগর- চাতলা চেকপোষ্ট মহাসড়ক (জেড-২০০২)	৩২.৯৪৯
	কুলাউড়া-শমসেরনগর-শ্রীমঙ্গল মহাসড়ক (জেড-২০০৩)	২৫.২০
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার মহাসড়ক (জেড-২০০৮)	১২.৭৮
	মুরারবন্দ দরগাহশরীফ মহাসড়ক (জেড-২০১০)	২.৩৮
	হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা মহাসড়ক (জেড-২৪০৩)	০.১০৪

উন্নয়নকৃত ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ী সড়ক
ফেঞ্চুগঞ্জ লিংক রোড

উন্নয়নকৃত চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার সড়ক

সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শালা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শালা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্প

৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শালা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ১৬.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ শালা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৪.৬৩ শতাংশ।

নির্মাণাধীন কালনী সেতু

যান্ত্রিক জোন

টেকসই ও আধুনিক সড়ক নির্মাণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, যানবাহন এবং ফেরি সার্ভিস প্রয়োজন। এসব যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও পরিদর্শনযান এবং ফেরি সার্ভিসভুক্ত পন্টুন, গ্যাংওয়ে ফেরিসমূহ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য যান্ত্রিক জোন ৭টি কারখানা বিভাগ, ৬টি ফেরি বিভাগ, ৩টি সরঞ্জাম বিভাগ এবং ২টি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যান্ত্রিক উইং এর আওতাধীন ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৫২টি ফেরি ঘাটে চলমান ফেরির সংখ্যা ১২৩টি এবং মোট পন্টুনের সংখ্যা ১৪০টি।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফেরি

চলমান প্রকল্প

সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বর্তমান পুরনো সরঞ্জাম বহর আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জাম

টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক অ্যাসফল্ট সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক নিজস্ব জনবল দ্বারা দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আধুনিক মানের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে ৪৭.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি ভ্রাম্যমাণ মিনি অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ৪টি প্রাইম মুভার, ১টি কোল্ড পানার (অ্যাসফল্ট মিলিং) মেশিন, ১টি অ্যাসফল্ট পেভার, ১টি পটহোলস রিপেয়ার মেশিন ও ১টি ক্র্যাক সিলিং মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

ঢাকা জোন

ঢাকা সড়ক জোনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১.৯৪৫ কিলোমিটার ওভারলে, ৮.৯২২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৬.৯৭ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৫৪.৬৯ কিলোমিটার এসবিএসটি, ১৭.৮৯ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৭.৯৬ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৭৬৪২.০০ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ১৬২০.৭০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ২৭০৫.১৯ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৫.১৫ কিলোমিটার ওভারলে, ১.২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১১.৬৭ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১২ কিলোমিটার এসবিএসটি, ৮২.২৫ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৬২.০২ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ১৫৮০০.০০ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ৫৮৯৬ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৪৯১৩ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জোন

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চট্রগ্রাম জোনের অনুকুলে ২৪৫.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চট্রগ্রাম জোনে ৭৭.৯৭ কিলোমিটার ওভারলে, ০.৯৩৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৫.৫৫ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৯৬.২৯ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২.৪৫ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১১২৯৫ মিটার এইচবিবি, ৪৫৭৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৬৬৮ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ১টি ফুটওভার ব্রীজ ও ৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চট্রগ্রাম জোনাধীন চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেলের অনুকূলে ১৮০.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চট্রগ্রাম জোনাধীন চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেলে ৪৫.৭০ কিলোমিটার ওভারলে, ০.৮৮৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৫.২০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ২২.০০ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২.৪৫ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৯০৪৫.০০ মিটার এইচবিবি, ২২০০.০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ২৫৯৫.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ১টি ফুটওভার ব্রীজ ও ৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চট্রগ্রাম জোনাধীন রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেলের অনুকূলে ৬৪.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেলে ৩২.২৭ কিলোমিটার ওভারলে, ০.০৫২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ০.৩৫ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৭৪.২৯ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২২৫০ মিটার এইচবিবি, ২৩৭৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১০৭৩ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা সড়ক জোনে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ২৩২.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে কুমিল্লা জোনে ১৫২.৯০ কিলোমিটার ওভারলে, ৫.৯২৫কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৫৮.০৯ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৪১.০০ কিলোমিটার এসবিএসটি, ৮৪.২৮ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ২৪.৫০৬ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২২০০.০০ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ৩৫০০.০৯ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৮৪৫.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ০.০০ মিটার দীর্ঘ ০.০০টি সেতু ও ৯১.০০ মিটার দীর্ঘ ৯টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট জোন

২০২১-২০২২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে সিলেট সড়ক বিভাগের অনুকুলে ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। ১.৩০ কি.মি. কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৪৪.২৪ কি.মি. রিপেয়ার সীলকোট, ৩.৭০ কি.মি. রিপেয়ার সহ এসবিএসটি, ১.২০ কি.মি. মজবুতিকরণ (কার্পেটিং সীলকোট বাদে), ০.৪০০ কি.মি. রিজিড পেভমেন্ট, ১.৬০ কি.মি. এইচবিবি, ০.৬৯০ কি.মি. ড্রেইন নির্মাণ, ০.৩৭৫ কি.মি. প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে পিএমপি (সড়ক-মেজর) খাতে সিলেট সড়ক বিভাগের অনুকূলে ১০.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। ১২.০০ কি.মি. ডিবিএসটি ও ২.০০ কি.মি. ডিবিএসটি কাজ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে রুটিন মেইনটেন্যান্সের খাতে সিলেট সড়ক বিভাগের অনুকূলে ২.৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। ১২.০০ কি.মি. ডিবিএসটি ও ২.০০ কি.মি. ডিবিএসটি কাজ করা হয়েছে। ৪৫০০০.০০ হাজার ইট, ৫১০ ড্রাম বিটুমিন, ৯০০.০০ ঘমি. পাথর, ৯৭২.০০ মেট্রিক টন হট মিক্স আসফল্ট এর দ্বারা বিভিন্ন সড়কের বিভাগীয় মেরামত কাজ করা হয়েছে।

খুলনা জোন

খুলনা সড়ক জোনে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ২০০.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে খুলনা জোনে ৪২.৬৮ কিলোমিটার ওভারলে, ২৬.৪৮ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ০.৪৩২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১৪৪.৭৬ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৪৮.৬২ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৫৩.৫৭ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৬৬৬৫ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ৫৮০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৪৩৫৬ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

বরিশাল জোন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে বরিশাল সড়ক জোনের অনুকূলে ২২৯.৪২৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১৪৪.৭১৯ কিলোমিটার ওভারলে, ২২.৯০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৮৩.০০ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৮.০০ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, রিজিড পেভমন্টে ২.১৫৫ কিলোমিটার, ২.৭৩৮ মিটার এইচবিবি, ১৫২৪.০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ, ৫১২৪.২৫ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং ৩১০.০০ মিটার স্লোব প্রোটেকশন করা হয়েছে।

রাজশাহী জোন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে রাজশাহী সড়ক জোনের অনুকূলে ১৭৭.১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৪৩.৮৫৫কিলোমিটার ওভারলে, ৬৫.৭৩ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৪.৬৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১৬.৫১ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ২০.১০৮ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ১৯৯.৩৭ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ এসবিএসটি, ৪.৬৮ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৯৩৮৯.৯১৬ মিটার এইচবিবি, ৭১৪৬.০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৪৬৫৩.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ৬৪.৭ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি সেতু ও ৭৬.৬৮ মিটার দীর্ঘ ১৯টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

রংপুর জোন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে রংপুর সড়ক জোনের অনুকূলে ২০৯.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রংপুর সড়ক জোনে ২৪.৭৪ কিলোমিটার ওভারলে, ৬৬.৯১ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ২.৮৯ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৫৫.৬২ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১০৪.৮১ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ১৮৩.৮৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ এসবিএসটি, ৯.৪৬ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৪৪৫৫.৫৪ মিটার এইচবিবি, ৫৮৫০.৩০ মিটারড্রেন নির্মাণ ও ১৮৭৪.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে।

এছাড়া ২২১.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি সেতু ও ৭৭.০০ মিটার দীর্ঘ ১৭টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত Lee Jang-Keun এবং KOICA বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর খিম থে হিয়ন এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে Ms. Mercy Tembon, Country Director for Bangladesh and Bhutan of World Bank- এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি'র সাথে Democracy International এর Chief of Party Ms. Dana Olds সহ প্রতিনিধিবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব Mr. Harsh Vardhan Shringla এবং হাইকমিশনার মি. বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে Mr. Manmohan Parkash, Deputy Director General, SARD, ADB এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি'র সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা বিআরটি'র নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ভায়াডাক্টের উপর মেইন লাইনে প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল পরীক্ষণের শুভ সূচনা করেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ও এ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১)

জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত মহাসড়কের অ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণের জন্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক পরিদর্শন (২৭ আগস্ট ২০২১)

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রস্তাবিত নওগাঁ শহরের প্রধান সড়ক শান্তাহার মোড় হতে চৌমাসিয়া পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প পরিদর্শন (০২ অক্টোবর ২০২১)

নবযোগদানকৃত সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরীকে প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষ হতে স্বাগত স্মারক প্রদান (৪ জুন ২০২২)

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী ও মেট্রোরেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মেট্রোরেল ডিপো পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সাথে আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও প্রনোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জোন প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী কর্তৃক জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউছুব আলী মোল্লা কর্তৃক আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-খোকসা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটারে চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জোন প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব জাকির হোসেন কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বাংলাপাড়া উধুনিয়া সড়কাংশের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

যুগ্মসচিব জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার কর্তৃক চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক (হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত) সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টীম প্রধান জনাব মো: মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব কর্তৃক মাদারীপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন ভাংগা ব্রীজ-বোতলা-আইসার-ধামুসা-পীরের বাড়ী জেলা মহাসড়ক এর উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন

মনিটরিং টীম প্রধান জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্ম সচিব কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে নির্মাণাধীন ১৮০.৩৭৩ মিটার দীর্ঘ সেতুর চলমান কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টীম প্রধান জনাব মো: আব্দুল মোত্তাদের, যুগ্মসচিব কর্তৃক কালীগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া জেলা মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে পিসি গার্ডার চাপরাইল সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান সুলতানা ইয়াসমীন কর্তৃক সাসেক-II প্রকল্পে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কাংশে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টীম প্রধান সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, যুগ্মসচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশতবাজার সংযোগ সড়কে মাটির কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মো: সামীমুজ্জামান, যুগ্মসচিব কর্তৃক ফুলবাড়িয়া-আছিম-সানকিভাঙ্গা-বগারবাজার সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে কান্দানিয়া বাজার নামক স্থানে সড়কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব ফাহমিদা হক খান কর্তৃক খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ডিবিএস বেইজ কোর্সের পুরুত্ব পরীক্ষণ

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব ফারজানা জেসমিন, উপসচিব কর্তৃক রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক কর্তৃক নীলফামারী সড়ক বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব নীলিমা আফরোজ, উপসচিব কর্তৃক ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ, উপসচিব কর্তৃক শেরপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মো: আবু নাছের, উপসচিব কর্তৃক শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব টিনা পাল, সিনিয়র সহকারী সচিব কর্তৃক সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন সড়ক ও ব্রিজ মেরামত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
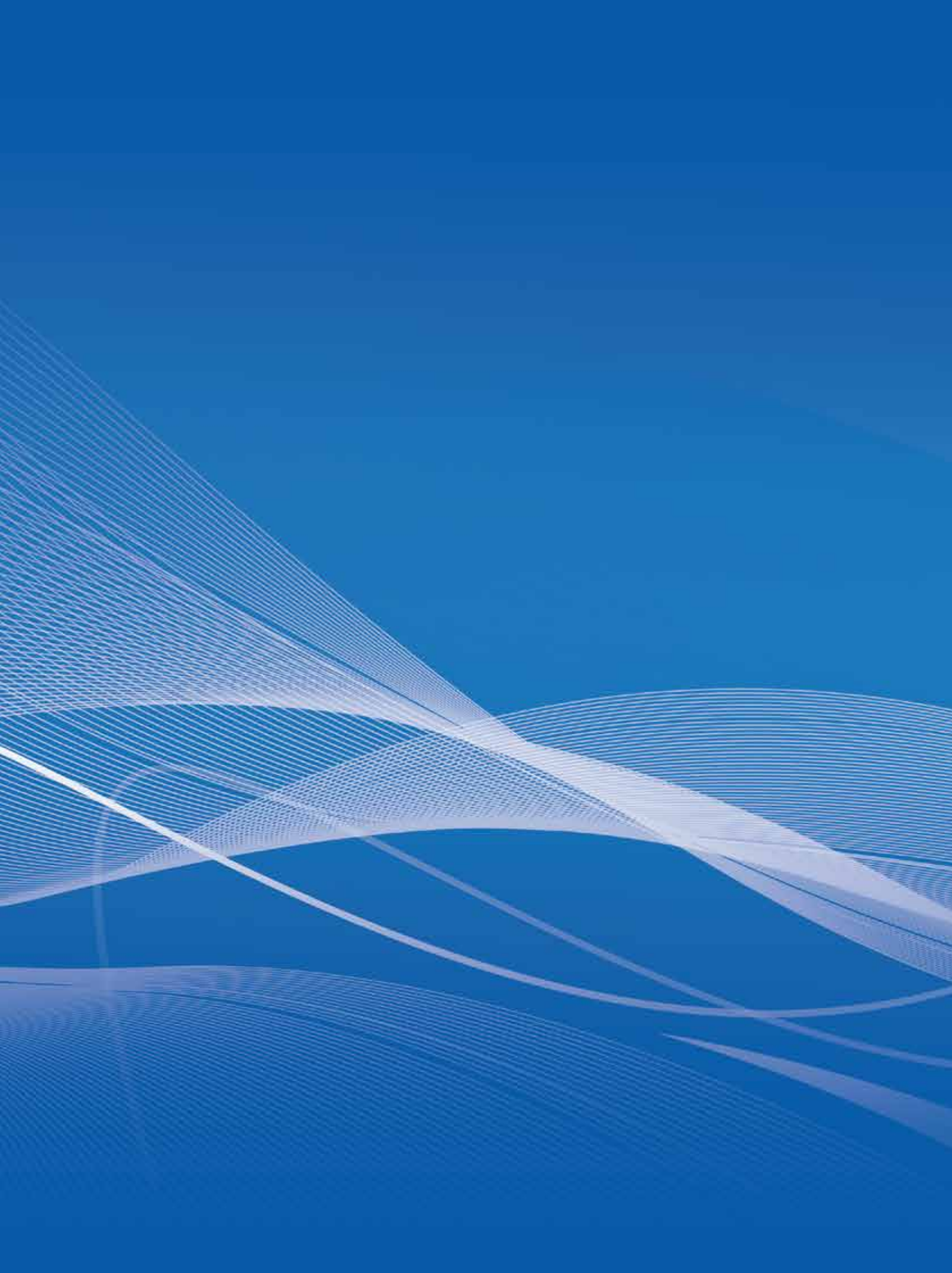
মনিটরিং টীম প্রধান জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সিনিয়র সহকারী সচিব কর্তৃক ঝালকাঠী সড়ক বিভাগের আওতায় নির্মিত সাতানী সেতু পরিদর্শন